

# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

---

# হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা

## ষষ্ঠ শ্রেণি

### রচনা

অফিসের ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল  
অফিসের ড. দুলাল কান্তি ভৌমিক  
বিক্ষু দাশ  
ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার  
ড. শিশির মল্লিক  
শিখা দাস

### সম্পাদনা

অফিসের নিরঙ্গন অধিকারী

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ।

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১২  
পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪  
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৭

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

## প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলা ও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১ বর্তমান সরকারের অন্যতম অঙ্গীকার। এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামূল্য করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করেছে।

পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে মাধ্যমিক স্তরের ষষ্ঠ থেকে নবম-দশম শ্রেণির হিন্দু ধর্ম পাঠ্যপুস্তকটির নামকরণ করা হয়েছে “হিন্দু ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা”। এ পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু ধর্মের তাত্ত্বিক বিষয় ও বিধান সমূহ এবং এ ধর্মের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবন ও কর্মে প্রতিফলিত করার প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া হিন্দু ধর্মের বিধানসমূহ, হিন্দু ধর্মাত্ম সমূহে বর্ণিত কিছু জীবনাদর্শ, উপাখ্যান, অবতার, মহাপুরুষ মহায়সী নারীদের জীবনচরিত ও বাণী সম্পর্কে এ বইটিতে আলোচনা করা হয়েছে। আশা করা যায় এ সকল বিষয় শিক্ষার্থীদের মাঝে নৈতিক গুণাবলি যেমন-সততা, উদারতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, সৎ সাহস, সংযম, সহনশীলতা, নারীর প্রতি মর্যাদাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা, গণতাত্ত্বিক মূল্যবোধ, দেশপ্রেম, সাম্য ও ভ্রাতৃত্যবোধ জাগ্রত করবে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশান্তি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা  
চেয়ারম্যান  
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

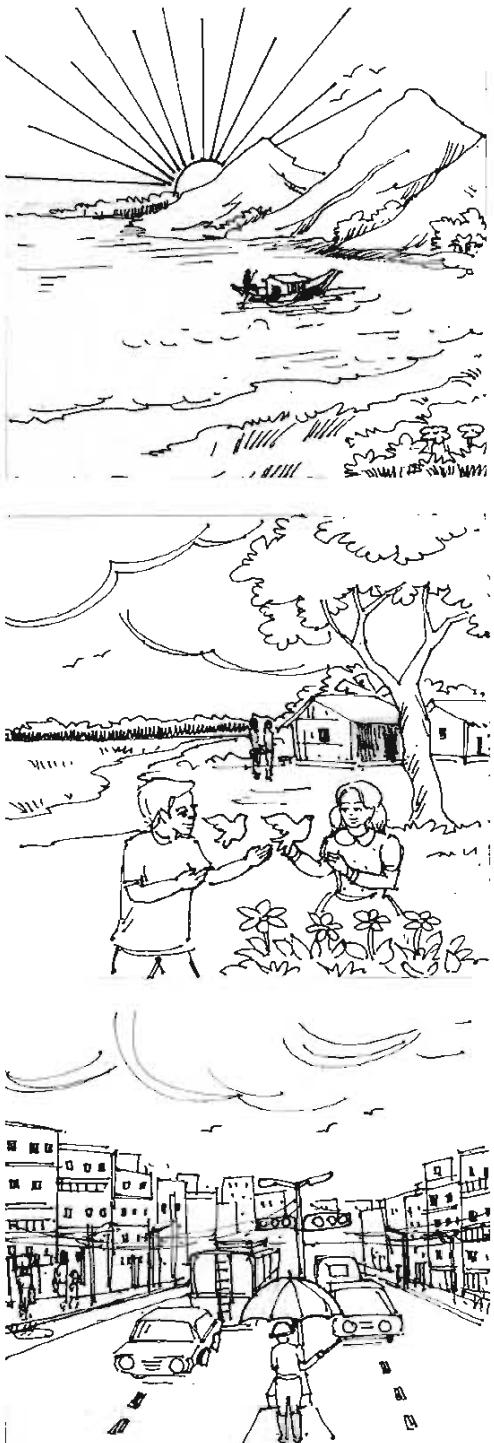
## সূচিপত্র

| অধ্যায়  | অধ্যায়ের শিরোনাম              | পৃষ্ঠা |
|----------|--------------------------------|--------|
| প্রথম    | স্নাত্বা ও সৃষ্টি              | ১-৮    |
| দ্বিতীয় | ধর্মগ্রহণ                      | ৯-২০   |
| তৃতীয়   | হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস  | ২১-৩৩  |
| চতুর্থ   | নিত্যকর্ম ও যোগাসন             | ৩৪-৪৩  |
| পঞ্চম    | দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ         | ৪৪ -৫৩ |
| ষষ্ঠ     | ধর্মীয় উপাখ্যানে নৈতিক শিক্ষা | ৫৪-৬২  |
| সপ্তম    | আদর্শ জীবনচরিত                 | ৬৩-৭৯  |
| অষ্টম    | হিন্দুধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ    | ৮০ -৯২ |

## প্রথম অধ্যায়

# স্রষ্টা ও সৃষ্টি

কোনো কিছু সৃষ্টির জন্য একজন স্রষ্টার প্রয়োজন হয়। স্রষ্টা ছাড়া কোনো কিছুর সৃষ্টি হয় না। এ মহাবিশ্ব ও মহাবিশ্বের সবকিছু অর্থাৎ মানুষ, গাছপালা, জীবজগত, চন্দ, সূর্য, গ্রহ, তারা, আকাশ-বাতাস প্রভৃতি এক-একটি সৃষ্টি। এসকল সৃষ্টির একজন স্রষ্টা রয়েছেন। আমরা তাঁকে দেখতে পাই না কিন্তু তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি। আমরা তাঁকে ঈশ্বর নামে ডাকি। তাঁর অনেক নাম— ব্রহ্ম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা, ভগবান, আত্মা ইত্যাদি। তিনি প্রতিটি জীবের মধ্যে আত্মারপে বিরাজ করেন। তাই আমরা জীবের সেবা করব। জীবসেবাই আমাদের পরম ধর্ম। জীবসেবার মাধ্যমেই আমরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারি। এ অধ্যায়ে স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা, স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক, সকল জীবের মধ্যে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত একটি সংকৃত মন্ত্র বা শ্লোক বাংলা অর্থসহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।



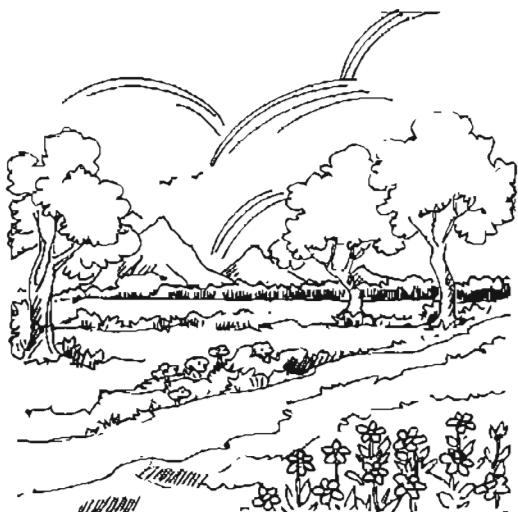
### এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব
- সকল জীবের মধ্যে স্রষ্টা বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- ঈশ্বর সম্পর্কিত একটি সহজ সংকৃত মন্ত্র বা শ্লোক সহজ অর্থসহ বলতে পারব এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার অস্তিত্ব উপলব্ধি করে জীবসেবায় উদ্বৃদ্ধ হতে পারবো।

## পাঠ ১ : স্রষ্টা ও সৃষ্টির ধারণা

এই পৃথিবী বড় সুন্দর ও বিচিত্র। এখানে রয়েছে মানুষ, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, যমন-প্রাণুরসহ আরও কত রকমের বিচিত্রতা। পৃথিবীর উপরে রয়েছে সূনীল আকাশ। আকাশে বিরাজ করছে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, ছায়াপথ ইত্যাদি।

এই পৃথিবীর সকল জীবের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব। সে নিজের প্রয়োজনে অনেক কিছু তৈরি করতে পারে, যা অনেক জীবই পারে না। যেমন- সহজেই একজন কাঠমিঞ্চি কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত করতে পারেন। কিন্তু অন্য প্রাণীরা তা করতে পারে না। এই চেয়ার, টেবিল, নৌকা ইত্যাদি তৈরির জন্য কাঠের প্রয়োজন।



এখন প্রশ্ন হচ্ছে- কাঠ কীভাবে তৈরি হয়েছে? উক্তরটা খুবই সহজ। গাছ কেটে কাঠ প্রস্তুত হয়েছে এবং কাঠ থেকে তক্ষা তৈরি করে নৌকা বানানো হয়েছে। এর পরের প্রশ্ন- গাছ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কে সৃষ্টি করেছেন? এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা যাক।

আমরা আগেই বলেছি, সকল সৃষ্টির মূলে একজন স্রষ্টা আছেন। তাহলে গাছও সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি। তেমনিভাবে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, ধূমকেতু, ছায়াপথ, মানুষ, পশু-পাখি-কীট-পতঙ্গ একই সৃষ্টিকর্তার আলাদা আলাদা সৃষ্টি। সারকথা এ মহাবিশ্ব ও জীবকূলের একজন স্রষ্টা আছেন। স্রষ্টা সবকিছু সৃষ্টি করেন। আর মানুষ স্রষ্টার কোনো সৃষ্টির সাহায্য নিয়ে অন্য কিছু তৈরি করে। যেমন, স্রষ্টা গাছ সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তা থেকে চেয়ার, টেবিল, নৌকা ইত্যাদি তৈরি করতে পেরেছে। তাই মানুষের তৈরি স্রষ্টার সৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু স্রষ্টার সৃষ্টি তাঁর নিজের ইচ্ছাধীন।

হিন্দুধর্ম অনুসারে এই স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তাকে দ্বিতীয় নামে অভিহিত করা হয়। দ্বিতীয়ের অনেক নাম, অনেক পরিচয়। যেমন- ব্রহ্ম, ভগবান, পরমাত্মা ইত্যাদি। আবার পরমাত্মা যখন জীবের মধ্যে আত্মারপে অবস্থান করেন, তখন তাঁকে আত্মা বা জীবাত্মা বলে। জীবাত্মা পরমাত্মারই অংশ। তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষ,

ମହାବିଶ୍ୱ ଏବଂ ମହାବିଶ୍ୱେର ସବକିଛୁଇ ହଛେ ସୃଷ୍ଟି । ଏ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଯିନି ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ତା'ର ନାମ ଈଶ୍ୱର । ଈଶ୍ୱରକେ କେଉଁ ଦେଖିତେ ପାଯ ନା । ତା'ର କୋନୋ ଆକାର ନେଇ । ତିନି ନିରାକାର । କିନ୍ତୁ ତା'ର ସୃଷ୍ଟିର ଆକାର ଆଛେ । ତା'ର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଆମରା ତା'କେ ଅନୁଭବ କରି । ତା'କେ ତା'ର ସୃଷ୍ଟିର ଯେ-କୋନୋ ଆକୃତିତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାକାର ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରା ଯାଯ । ସାଧକେରା ସାଧନାର ମାଧ୍ୟମେ ଏବଂ ଭକ୍ତେରା ଭକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ତା'ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ଥାକେନ ।

**ଏକକ କାଜ :** ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟି ହିସେବେ ତୋମାର ବାସଥାନେର ଚାରପାଶେର ବିଶାଟି ସୃଷ୍ଟିର ତାଲିକା ପ୍ରତ୍ୟେତ କର ।

**ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ :** ବ୍ରଙ୍ଗ, ଜୀବଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମା, ପରମେଶ୍ୱର, ନିରାକାର, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଉପଲବ୍ଧି ।

### ପାଠ ୨ : ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟକାର ସମ୍ପର୍କ

ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ବିଦ୍ୟମାନ । ସ୍ରଷ୍ଟା ଜୀବକୁଲେର କଲ୍ୟାଣେ ଏ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ସମୁଦ୍ର, ନଦୀ, ପାହାଡ଼-ପର୍ବତ, ଚନ୍ଦ୍ର-ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗାଛ-ପାଳା, ଜୀବଜ୍ଞତା ପ୍ରଭୃତି ତା'ର ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ । ସ୍ରଷ୍ଟାର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ରଯେଛେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋଯ ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହୁଏ । ଆଲୋର ଉପର୍ଫିଲ୍‌ମିଳିତ ଗାଛ-ପାଳା ଖାବାର ଗ୍ରହଣ କରେ । ପ୍ରାଣୀକୁଳ ଏହି ଆଲୋଯ ଜୀବନଧାରଣେର କାଜେ ମେତେ ଓଠେ । ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳେର ମୂଳେଇ ରଯେଛେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋ । ଏଭାବେ ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଟି ଉପାଦାନେର ସାଥେଇ ରଯେଛେ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ । ଆର ଏ ସବକିଛୁର ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛେ । ପ୍ରକୃତିର ସବ ଉପାଦାନେର ମଧ୍ୟେ ଐକ୍ୟ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କେର ମୂଳେଇ ରଯେଛେ ତିନି । ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭାଲୋବାସାର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ତା'କେ ଉପଲବ୍ଧି କରତେ ପାରି । ତାଇ ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ଉଚିତ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ଥାକା ଏବଂ ଭାଲୋବାସା ଓ ସମ୍ମାନ କରା ।

ଈଶ୍ୱର ଯେ ସୃଷ୍ଟି କରେନ ତା ତା'ର ନିଜେର ପ୍ରୟୋଜନେ ନାହିଁ । ତିନି ନିଜେର ଆନନ୍ଦେର ଜନ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେନ । ଏକେଇ ବଲେ ତା'ର ଲୀଲା ।

ତିନି ମହାବିଶ୍ୱେର ଆକାଶ, ବାତାସ, ପାହାଡ଼-ପର୍ବତ, ସମୁଦ୍ର-ନଦୀ, ବନଭୂମି, ଗାଛ-ପାଳା ଓ ବିଚିତ୍ରବିଶ୍ୱରଙ୍ଗର ଜୀବଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରେ ତା'ର ଲୀଲାର ପ୍ରକାଶ ଘଟିଯାଇଛନ୍ତି । ଆମରା ସହଜେଇ ତା ଅନୁଭବ କରତେ ପାରି । ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନାଦି ଓ ଅନନ୍ତ । କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ଆଛେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଉତ୍ତର ଓ ଧର୍ବନ୍ଦ୍ର, ଜନ୍ୟ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଆଛେ ।

**ଦଲଗତ କାଜ :** ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ତୋମାଦେର କରନ୍ତିଆ ସମ୍ପର୍କେ ଲେଖ ।

**ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ :** ବିଦ୍ୟମାନ, ସେବିଛେ, ପରିଚର୍ଯ୍ୟ, ଲୀଲା, ପ୍ରାଣଚଞ୍ଚଳ୍ୟ ।

### ପାଠ ୩ : ସକଳ ଜୀବେ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତିତ୍ୱ

ସକଳ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେଇ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଅନ୍ତିତ୍ୱ ରଯେଛେ । ତିନି ସକଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ ଏବଂ ଜୀବଦେହେଇ ଅବହାନ କରେନ । ତାଇ ଆମରା ପ୍ରତିଟି ଜୀବକେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍ଗାନେ ପୂଜା କରି । ସେମନ ଆମରା ତୁଳସୀଗାଛକେ ପୂଜା କରି ଆବାର ଗଭୀକେଓ ମାତୃକାପେ ପୂଜା କରି । ସ୍ରଷ୍ଟାର ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନେର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ଈଶ୍ୱରେର ଅନ୍ତିତ୍ୱକେ ଉପଲବ୍ଧି କରି । ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବଲେଛେ-

‘ବହୁରମ୍ପେ ସମୁଖେ ତୋମାର ଛାଡ଼ି କୋଥା ଥୁଜିଛ ଈଶ୍ୱର,  
ଜୀବେ ପ୍ରେମ କରେ ଯେଇଜନ, ସେଇଜନ ସେବିଛେ ଈଶ୍ୱର ।’

অর্থাৎ জীবের মধ্যে এক ঈশ্বর বহুরূপে বিরাজ করেন। তাই ঈশ্বরকে বাইরে খৌজার প্রয়োজন হয় না এবং জীবকে সেবা করলেই ঈশ্বরকে সেবা করা হয়।

ঈশ্বর সর্বত্রই রয়েছেন এবং তিনি জীবদেহে আত্মারূপে বিরাজ করেন। জীবদেহে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন বলেই জীবদেহ সচল। সুতরাং জীবদেহের সচলতা নির্ভর করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর। ঈশ্বর ছাড়া জীবদেহের অস্তিত্ব চিন্তা করা যায় না। আত্মাই জীবদেহের প্রাণ। জীবদেহ থেকে আত্মার সরে যাওয়াটাই হল জীবদেহের মৃত্যু। এ অবস্থায় জীবদেহের মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা নিরাকার। তাই আমরা আত্মাকে দেখতে পাই না কিন্তু তার উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে, আত্মার মৃত্যু হয় না, অবস্থান ত্যাগ করে অন্য অবস্থানে আশ্রয় নেয়। অর্থাৎ আত্মার মৃত্যু নেই।

আত্মাই ঈশ্বর। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, মানুষ যেমন পুরাতন কাপড় পরিত্যাগ করে নতুন কাপড় পরিধান করে, আত্মাও তেমনি পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মার এ পরিবর্তনের মধ্যে ঝুকিয়ে আছে জীবের জন্ম ও মৃত্যু। প্রতিটি জীবদেহে তাঁর উপস্থিতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সৃষ্টির উপর তাঁর কর্তৃত্বের কথা, সৃষ্টির মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের কথা। জীবের অস্তিত্ব সৃষ্টা বা ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল।

**একক কাজ :** সৃষ্টার অস্তিত্বের কয়েকটি দৃষ্টান্ত চিহ্নিত কর।

**নতুন শব্দ :** অস্তিত্ব, সচল, জীবদেহ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

#### পাঠ ৪: ঈশ্বরসম্পর্কিত সংস্কৃত মন্ত্র ও সরল অর্থ

ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম। তাঁর অসীম ক্ষমতা। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, পালন করছেন। আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাই কৃতজ্ঞতাবশত এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করি। একেই বলে স্তব বা স্তুতি। এসো, আমরা ঈশ্বরের মাহাত্ম্য প্রকাশক একটি মন্ত্র পরম শ্রদ্ধাভরে উচ্চারণ করি :

নমস্তে পরমং ব্রহ্ম  
সর্বশক্তিমতে নমঃ॥  
নিরাকারোভ্য সাকারঃ  
স্বেচ্ছারূপং নমো নমঃ। (যজুর্বেদ, শান্তি পাঠ)



**সরল অর্থ:** যিনি পরম ব্রহ্ম, যিনি সর্বশক্তিমান, নিরাকার হয়েও সাকার, ইচ্ছামত রূপধারী, তাঁকে নমস্কার করি।

এ মন্ত্র থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরের অপর নাম ব্রহ্ম।

তাঁকে পরমব্রহ্মও বলা হয়। তিনি নিরাকার। তবে প্রয়োজনে সাকার রূপও ধারণ করে থাকেন। যেমন,

ନିରାକାର ଈଶ୍ଵର ସାକାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୃଥିବୀତେ ଏସେଛେନ । ତିନି ତା'ର ଇଚ୍ଛେମତୋ ରଂଗ ଧାରଣ କରତେ ପାରେନ । ତିନି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବିଭିନ୍ନ ଅବତାର ରଂଗ ଧାରଣ କରେଛେ । ଯେମନ- ବାମନ ଅବତାର, ନୃସିଂହ ଅବତାର, ରାମ ଅବତାର ଇତ୍ୟାଦି । ତିନି ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନ କରେ ଶିଷ୍ଟେର ପାଲନ କରେନ । ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ଶକ୍ତିମନ୍ୟ ଈଶ୍ଵରକେ ଆମରା ନମଶ୍କାର କରି, ବାର ବାର ନମଶ୍କାର କରି ।

**ଏକକ କାଜ :** ଈଶ୍ଵର ସମ୍ପର୍କିତ ମନ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଆମାଦେର କରଣୀୟ ସମ୍ପର୍କେ ଲେଖ ।

#### ଶବ୍ଦ ବିଶ୍ଳେଷଣ :

ନମନ୍ତେ - ନମଃ+ ତେ । ପରମ ବ୍ରହ୍ମ - ପରମ ବ୍ରହ୍ମକେ । ସର୍ବଶକ୍ତିମତେ - ସର୍ବଶକ୍ତିମାନକେ । ନିରାକାରଃ - ନିଃ + ଆକାରଃ । ନିରାକାରୋଽପି - ନିରାକାରଃ + ଅପି (ଯାର ଆକାର ନେଇ । ସ୍ଵର୍ଗକେ ଦେଖା ଯାଯ ନା, ତବେ ଅନୁଭବ କରା ଯାଯ । ଏଥାନେ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ବା ଈଶ୍ଵରକେ ବୋବାନୋ ହେଁଛେ) । ସାକାରଃ - ସ + ଆକାରଃ ( ଯାର ଆକାର ଆଛେ; ପ୍ରୟୋଜନେ ଈଶ୍ଵର ସାକାରଓ ହତେ ପାରେନ) ।

ସ୍ଵେଚ୍ଛା - ସ୍ଵ + ଇଚ୍ଛା । ସ୍ଵେଚ୍ଛାରୂପଃ - ସ୍ଵେଚ୍ଛାରୂପଧାରୀକେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ଵରକେ ।

**ଟିକା :** ବେଦ, ଉପନିଷଦ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦିକ ଧର୍ମଗ୍ରହେର କବିତାଗୁଲୋକେ ବଲା ହୟ ମତ୍ର ଏବଂ ବୈଦିକ ଯୁଗେର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳେ ସଂକୃତ ଭାଷାଯ ରଚିତ ଧର୍ମଗ୍ରହେର କବିତାଗୁଲୋକେ ବଲା ହୟ ଶ୍ଲୋକ ।

#### ଅନୁଶୀଳନୀ

#### ଶୂନ୍ୟହାନ ପୂରଣ କରନ୍ତି:

1. ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ ମତେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଆଆରନ୍ତେ ..... ବିରାଜ କରେନ ।
2. ଭକ୍ତେରା ..... ମାଧ୍ୟମେ ଈଶ୍ଵରେର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରେ ।
3. ଆଆଇ ..... ।
4. ଆଆର ..... ନେଇ ।
5. ଈଶ୍ଵରେର ପ୍ରଶଂସାମୂଳକ ମନ୍ତ୍ରକେ ..... ବଲା ହୟ ।
6. ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣଚାନ୍ଦିଗୁଲ୍ୟେର ମୂଳେ ରମେଛେ ..... ।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ এনে বাম পাশের সাথে মিল কর:

| বামপাশ                                     | ডানপাশ   |
|--|--|
| ১. যারা সৎপথে চলে                          | অজ, নিত্য, শাশ্঵ত।                               |
| ২. পরমাত্মা                                | জীবের জন্ম ও মৃত্যু।                             |
| ৩. হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা                    | ঈশ্বর তাদেরকে ভালোবাসেন।                         |
| ৪. আত্মার দেহ পরিবর্তনের মধ্যে লুকিয়ে আছে | রূপধারণ করতে পারেন।                              |
| ৫. ঈশ্বর নিজের ইচ্ছেমতো                    | বিভিন্ন প্রকৃতিতে ঈশ্বরের পূজা করে।<br>পরমেশ্বর। |

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. ঈশ্বরের অপর নাম কী?

- |           |            |
|-----------|------------|
| ক. ব্রহ্ম | খ. বিষ্ণু  |
| গ. শিব    | ঘ. ব্রহ্মা |

২. ঈশ্বর অবস্থান করেন -

- i. আকাশে
- ii. জীবদেহে
- iii. বাতাসে

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

ନିଚେର ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଡ଼ୁ ଏବଂ ୩ ଓ ୪ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଓ:

ପ୍ରବୀର ବାବୁ ଏଟେଲ ମାଟି ଦିଯେ ପୁତୁଳ ତୈରି କରେନ ଏବଂ ବାଜାରେ ବିକ୍ରି କରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେନ । କିନ୍ତୁ ତାର ତୈରି ପୁତୁଳ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟ ଉପାଦାନେର ମତୋ ନଯ ।

୩. ଉପରେର ଅନୁଚ୍ଛେଦର ବଜ୍ରୟେ ଯେ ଦିକଟି ଫୁଟେ ଉଠେଛେ ତା ହଲୋ ମାନୁଷ-

- i. ନିଜେର ପ୍ରୟୋଜନେ ଅନେକ କିଛୁ ତୈରି କରତେ ପାରେ
- ii. ଦ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଷ୍ଟିର ଓପର ନିର୍ଭରଶୀଳ
- iii. ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| କ. i        | ଘ. ii          |
| ଗ. ii ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

୪. ପ୍ରବୀର ବାବୁର ତୈରି ପୁତୁଳ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟ ଉପାଦାନେର ମତୋ ନଯ । କାରଣ ତାର ତୈରି-

- i. ଉଦେଶ୍ୟଗତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ରଷ୍ଟାର ଇଚ୍ଛାଧୀନ
- ii. ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାଦାନ ଦ୍ଵାରା ନଯ
- iii. ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ନଯ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| କ. i ଓ ii  | ଘ. ii ଓ iii    |
| ଗ. i ଓ iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

## সূজনশীল

সজীব প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার অবস্থান উপলব্ধি করে। অন্যদিকে তার ভাই তুষার সারাক্ষণ বিজ্ঞান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে। সুযোগ পেলেই সে কম্পিউটারে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তার ধারণা বিজ্ঞানই সবকিছু। সজীব ও তুষার দুই ভাই হওয়া সত্ত্বেও দুজনার সৃষ্টিকর্তার প্রতি বিশ্বাসের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

- ক. হিন্দুধর্ম অনুসারে সৃষ্টিকর্তাকে কী নামে অভিহিত করা হয়?
- খ. জীবাত্মকে পরমাত্মার অংশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. 'স্রষ্টা ও সৃষ্টি' অধ্যায়ের সারকথার সাথে তুষারের ধারণার মূল পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. সজীবের উপলক্ষ্মির মূলে রয়েছে 'ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস'- বিশ্লেষণ কর।

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. নিরাকার ঈশ্বরকে কীভাবে উপলক্ষ্মি করা যায় ?
২. আমরা ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব কেন ? বুঝিয়ে লেখ।
৩. স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক উদাহরণসহ তুলে ধর।

### ৫। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

১. ঈশ্বরই পৃথিবীর সবকিছুর স্রষ্টা- যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা কর।
২. জীবাত্মকে পরমাত্মার অংশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
৩. জীব সেবাই 'ঈশ্বর সেবা'- উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

## ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

# ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ

ଯେ ଏହେ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତା (ଭଗବାନ, ଈଶ୍ଵର ଇତ୍ୟାଦି) ଓ କଳ୍ୟାଣକର ଜୀବନ ଯାପନ ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା, ଉପଦେଶ ଓ ଉପାଖ୍ୟାନ ଲେଖା ଥାକେ, ତାକେ ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ ବଲେ । ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୃତି ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ । ଆମରା ଜାନି, ବେଦ ହିନ୍ଦୁଦେର ଆଦି ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ସଂକ୍ଷେପେ ବେଦ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା ସମ୍ପର୍କେ ଆଲୋଚନା କରା ହେବେ ।



ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରା -

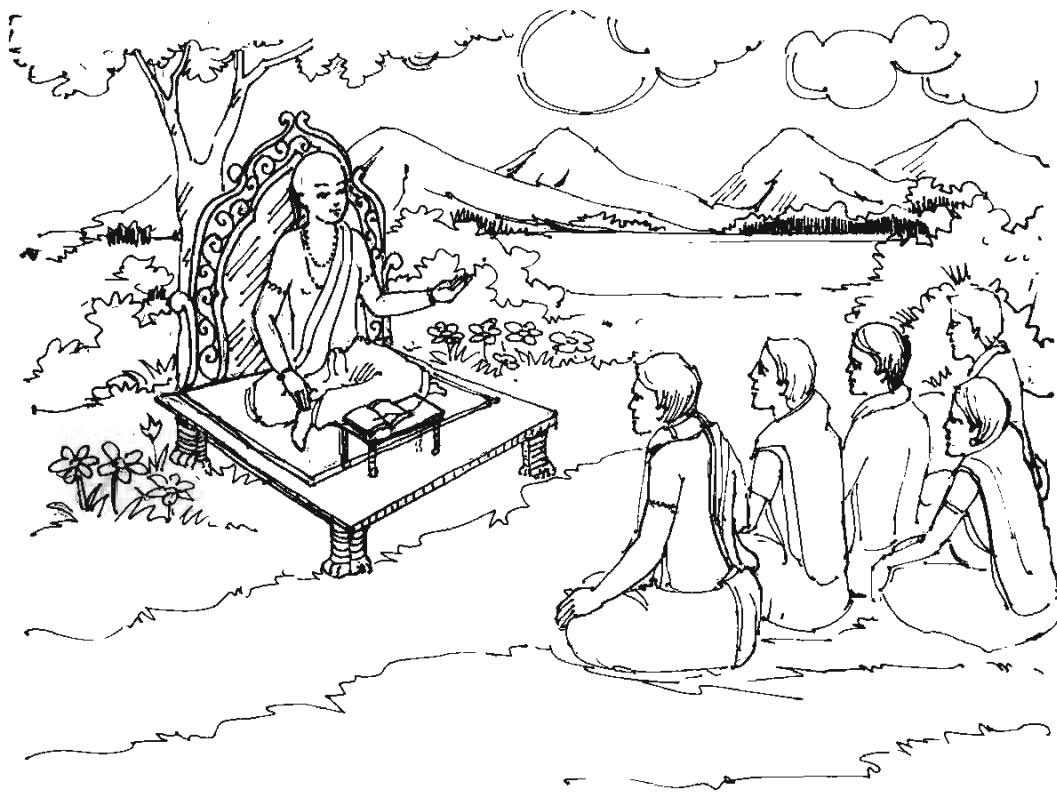
- ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସର ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ ହିସେବେ ବେଦ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ସାଧାରଣ ପରିଚୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଜୀବନାଚରଣେ ବେଦେର ଶିକ୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରିବ
- ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର କହେକଟି ବାଣୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଶୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ବେଦ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଶୁରୁତ୍ୱ ଉପଲଙ୍କି କରତେ ପାରିବ ।

### ପାଠ ୧ : ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସର ଧାରଣା

ଆମରା ଜାନି, ଯେ ଏହେ ଅତି ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତାର କଥା ଥାକେ, ତାକେ ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ ବଲା ହୁଏ । ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ ଥାକେ ଈଶ୍ଵରେର ବାଣୀ ଓ ମାହାତ୍ୟୋର ବର୍ଣ୍ଣନା । ଥାକେ ସଂ ଓ ପରିଶୁଦ୍ଧ ଜୀବନ-ଯାପନେର ବିଧିବିଧାନ । ଆମାଦେର ମନ୍ତ୍ରର ହୁଏ ଏମନ ଉପଦେଶ ଥାକେ । ଏ ସକଳ ଉପଦେଶ ସେ କେବଳ ସରାସରି ଦେଇ ହୁଏ ତା ନାହିଁ । ଉପାଖ୍ୟାନେର ମଧ୍ୟ ଦିର୍ଘ ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦେଉଯାଇଛନ୍ତି । ଉପଦେଶେର ମାଧ୍ୟମେ ଆମରା ପାଇ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା । ଏ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଆମାଦେର ଭାଲୋ ମାନୁଷ ହିସେବେ ଗଡ଼େ ତୋଲେ । ଆମାଦେର ଅନେକ ଧର୍ମଗ୍ରହ୍ସ ଆହେ । ସେମନ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତା, ଶ୍ରୀଚିତ୍ତନ୍ୟଚରିତାମୃତ ଇତ୍ୟାଦି ।

## পাঠ ২ ও ৩ : বেদের সাধারণ পরিচয়

বেদ হিন্দুদের আদি এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থ। ‘বেদ’ শব্দের অর্থ জ্ঞান। জ্ঞান পবিত্র, বিচিত্র ও সুন্দর। এ জ্ঞান স্মষ্টি ও প্রকৃতি সম্পর্কিত জ্ঞান। জ্ঞানের কি শেষ আছে? জ্ঞান কি চেষ্টা ছাড়া পাওয়া যায়? তার জন্য চেষ্টা করতে হয়, সাধনা করতে হয়। গভীর চিন্তায় ভুবে যাওয়া বা নিমগ্ন হওয়াকে বলে ধ্যান। ধ্যানে সত্যকে উপলব্ধি করা যায়। সত্য চিরস্তন, সন্নাতন। যা সন্নাতন তার অঙ্গ নেই। এ সত্য সৃষ্টি করা যায় না, এ সত্য গভীর ধ্যানের আলোতে দর্শন করা যায়—উপলব্ধি করা যায়।



প্রাচীনকালে যাঁরা সত্য বা জ্ঞান এবং স্মষ্টার মাহাত্ম্য দর্শন বা উপলব্ধি করতে পারতেন, তাঁদের বলা হতো খৰি। বেদ এই খৰিদের ধ্যানলক্ষ পবিত্র জ্ঞান। ধ্যানের মাধ্যমে খৰিগণ সেই সত্য দর্শন করে তাকে ভাবের আবেগে প্রকাশ করেছেন। এ জন্যই বলা হয়, বেদ সৃষ্টি নয়, দৃষ্ট। অর্থাৎ বেদ কেউ সৃষ্টি করেননি, উপলব্ধি করেছেন মাত্র।

**একক কাজ :** ধর্মগ্রন্থ ও সাধারণ গ্রন্থের মধ্যে পার্থক্য চিহ্নিত কর।

ବେଦେ ବହୁ ଦେବ-ଦେଵୀର ବର୍ଣନା ପାଇଯା ଯାଏ । ଯେମନ - ଅଷ୍ଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର, ବିଷ୍ଣୁ, ବାଯୁ, ବର୍କଣ, ରଜ୍ଞୀ, ସମ, ଉମା, ବାକ୍, ରାତ୍ରି, ସରବର୍ଷତୀ ଇତ୍ୟାଦି । ତବେ ବେଦେ ବଳା ହେଲେ, ଏକଇ ପରମାତ୍ମା ଥିବାକୁ ସକଳ ଦେବ-ଦେଵୀର ଉତ୍ସବ । ପ୍ରତ୍ୟେକେର ଶୁଣ ଓ ଶକ୍ତି ଭେଦେ ତାଁରା ଭିନ୍ନ ଦେବ-ଦେଵୀ ରାପେ ପ୍ରକାଶିତ ।

ଖ୍ୟାତିଗତ ଏହି ଦେବ-ଦେଵୀର ମାହାତ୍ୟ ତୁଳେ ଧରେଛେ । ତାଁଦେର ସ୍ତୁତି ବା ପ୍ରଶଂସା କରେଛେ ଏବଂ ଅସାଧାରଣ ଶକ୍ତି ଓ ପ୍ରଭାବସମ୍ପଦ ଦେବ-ଦେଵୀର କାହେ ଧନ-ସମ୍ପଦ, ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି

ପ୍ରାର୍ଥନା କରେଛେ । ଖ୍ୟାତିଗତ ବେଦେର ଦେବତାଦେର ତିନି

ଭାଗେ ଭାଗ କରେଛେ-



୧. ବ୍ରାହ୍ମର ଦେବତା : ଏହିଦେଇ କ୍ଷମତାଇ ଶୁଣୁ ବୋଲା ଯାଏ । ଏହା ପୃଥିବୀତେ ନେମେ ଆସେନ ନା । ଯେମନ- ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସମ, ବର୍କଣ, ପ୍ରଭୃତି ।

୨. ଅକ୍ଷରବିମ୍ବର ଦେବତା : ଏହିଦେଇ କ୍ଷମତା ବୋଲା ଯାଏ, ଦେଖାଏ ଯାଏ । ଏହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ନେମେ ଆସେନ କିନ୍ତୁ ଅବହାନ କରେନ ନା । ଯେମନ- ଇନ୍ଦ୍ର, ବାଯୁ ଇତ୍ୟାଦି ।

୩. ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା : ସେ ସକଳ ଦେବତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବା ପୃଥିବୀତେ ଆସେନ ଏବଂ ଅବହାନ କରେନ ତାଁଦେର ବଳା ହୁଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଦେବତା ।  
ଯେମନ- ଅଷ୍ଟି ଦେବତା ।

ଆସିକେ ଆମରା ପୃଥିବୀତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇ ।  
ତାହା ତାଁର କାହେ ଭାଲୋ ଭାଲୋ ଜିନିସ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ ତାଁରଇ ମାଧ୍ୟମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବତାଦେର ନିକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜାନାନୋ ହୁଏ ।

ଏତାବେ ଆଶ୍ରମ ଜ୍ଞାଲେ ବେଦେର ମଙ୍ଗ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ଦେବତାଦେର ଆହାନ ଜାନାନୋ ଏବଂ

୨୦ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାକୁ ଯଜ୍ଞ ବଳା ହୁଏ ।

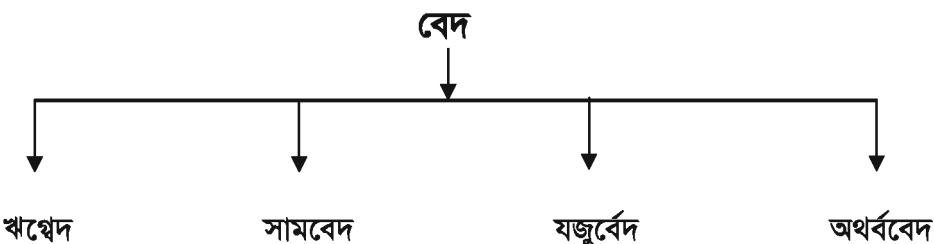


বেদের ছন্দোবন্ধ বাক্যকে বলা হয় মন্ত্র। খাসিরা বেদ থেকে মন্ত্র উচ্চারণ করে ধর্মানুষ্ঠান বা উপাসনা করেছেন। বৈদিক উপাসনা পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোম করা। এছাড়া বেদের বাক্য সুর দিয়ে যজ্ঞের সময় গান করা হয়। বেদে রয়েছে এই রকম কিছু গান। এই গানকে বলা হতো সাম। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বিচিত্র জ্ঞানের কথাও বেদে রয়েছে।

**দলীয় কাজ :** স্বর্গ, মর্ত্য ও অন্তরিক্ষের দেব-দেবীর একটি তালিকা তৈরি কর।

### বেদের শ্রেণিবিভাগ

বিষয়বস্তু ও রচনা বীতির পার্থক্য সামনে রেখে বেদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন মহর্ষি কৃষ্ণদেগায়ন। বেদকে তিনি বিভক্ত করেছেন বলে তাঁকে বলা হয়েছে বেদব্যাস। বেদকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- খঘ্নবেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ।



১. **খঘ্নবেদ** – খক্ মানে মন্ত্র। খঘ্নদে রয়েছে স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্র। স্তুতি মানে প্রশংসা আর প্রার্থনা মানে কোনো কিছু চাওয়া। প্রার্থনা করে এক এক দেবতার কাছ থেকে এক এক বিষয় চাওয়া হয়। এখানে ১০৪৭টি মন্ত্র রয়েছে। এগুলো পদ্যে বা ছন্দে রচিত যা এক ধরনের কবিতা। খঘ্নবেদ অগ্নি, ইন্দ্র, বিষ্ণু, উষা, রাত্রি প্রভৃতি দেব-দেবীর স্তুতি ও প্রার্থনামূলক মন্ত্রের সংগ্রহ।

২. **সামবেদ** – সাম মানে গান। এই বেদে সংগৃহীত হয়েছে গান। যজ্ঞ করার সময় কোনো কোনো খক বা মন্ত্র আবৃত্তি না করে সুর করে গাওয়া হতো। যজ্ঞে দেবতাদের উদ্দেশ্যে এই গান গাওয়া হয়। সামবেদে সর্বমোট ১৮১০টি মন্ত্র আছে।

୩. ଯଜୁର୍ବେଦ – ଯଜୁଃ ମାନେ ଯଜ୍ଞ । ଯଜୁର୍ବେଦେ ରଯେଛେ ଏମନ କିଛୁ ମତ୍ତ୍ର ଯେଣୁଲୋ ଯଜ୍ଞ କରାର ସମୟ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୟ । ଏଥାନେ ଯଜ୍ଞେର ନିଯମ ପଦ୍ଧତିଓ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୟେଛେ । ଏଠି କୃଷ୍ଣ ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଶୁକ୍ଳ ଯଜୁର୍ବେଦ ନାମେ ଦୁଇଗେ ବିଭିନ୍ନ । ଦୁଟିତେ ମୋଟ ୪୦୯୯ଟି ମତ୍ତ୍ର ରଯେଛେ ।

୪. ଅର୍ଥର୍ବେଦ – ଚିକିଂସା ବିଜ୍ଞାନ, ବାନ୍ତୁକଳା, ଇତ୍ୟାଦି ଜୀବନେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେର ଜ୍ଞାନ ନିଯେ ସଂକଳିତ ହୟେଛେ ଅର୍ଥର୍ବେଦ । ଏଥାନେ ପ୍ରାୟ ୬୦୦୦ଟି ମତ୍ତ୍ର ରଯେଛେ ।

ଏହି ଯେ ବେଦେର ଚାରଟି ଭାଗ, ଏଇ ଏକେକଟି ଭାଗକେ ସଂହିତା ବଲା ହୟେଛେ । ଯେମନ- ଋଷ୍ଟେଦ ସଂହିତା, ସାମବେଦ ସଂହିତା, ଯଜୁର୍ବେଦ ସଂହିତା ଏବଂ ଅର୍ଥର୍ବେଦ ସଂହିତା ।

| ଏକକ କାଜ : ଛକେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବେଦ-ଏର<br>ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କେ କମପକ୍ଷେ ଦୁଟି ବାକ୍ୟ<br>ଲିଖେ ଛକ ପୂରଣ କର । | ଋଷ୍ଟେଦ | ସାମବେଦ | ଯଜୁର୍ବେଦ | ଅର୍ଥର୍ବେଦ |
|--|--------|--------|----------|-----------|
|  |        |        |          |           |

ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ : ନିମ୍ନ, ଉପଲବ୍ଧି, ସନାତନ, ଧ୍ୟାନଲକ୍ଷ, ଦୃଷ୍ଟ, ମାହାତ୍ୟ, ଅଭାରିକ୍ଷ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରି, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁଃ, ସଂହିତା, ବାନ୍ତୁକଳା ।

#### ପାଠ ୪ : ବେଦେର ଶିକ୍ଷା ଓ ଶୁରୁତ୍ୱ

ବେଦ ପାଠ କରଲେ ସ୍ରଷ୍ଟା, ବିଶ୍ୱପ୍ରକୃତି ଓ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନଲାଭ ହୟ । ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବେଦେର ବିଶେଷ ଶୁରୁତ୍ୱ ରଯେଛେ । ଋଷ୍ଟେଦ ସଂହିତା ପାଠ କରଲେ ଆମରା ବିଭିନ୍ନ ଦେବ-ଦେଵୀର ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ପାରି ଏବଂ ଏଇ ମାଧ୍ୟମେ ଦେବ-ଦେଵୀର ସ୍ତ୍ରି ବା ପ୍ରଶଂସା କରତେ ଶିଖି । ଅଗ୍ନି, ଇନ୍ଦ୍ର, ଉଷା, ରାତ୍ରି, ବାୟୁ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମେ ଟେଶ୍ଵରେର ଅସୀମ କ୍ଷମତା ଉପଲବ୍ଧି କରା ଯାଇ । ତାଦେର କର୍ମଚାର୍ଯ୍ୟକେ ଆଦର୍ଶ କରେ, ଆମରା ଆମାଦେର ଜୀବନକେ ସାମନେର ଦିକେ ଏଗିଯେ ନିତେ ଚେଷ୍ଟା କରବ । ଯଜ୍ଞେର ମନ୍ତ୍ରେର ସଂଗ୍ରହ ହଚ୍ଛେ ଯଜୁର୍ବେଦ । ଏ ଥେକେ ଜାନତେ ପାରି ସେକାଳେ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି କେମନ ଛିଲ । ଯଜୁର୍ବେଦ ଅନୁସରଣେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ଯଜାନୁଷ୍ଠାନେର ମାଧ୍ୟମେ ବର୍ଷପଞ୍ଜି ବା ଋତୁ ସମ୍ପର୍କେ ଧାରଣା ଜନ୍ୟେ । ବିଭିନ୍ନଭାବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟବ୍ୟାପୀ ଯଜାନୁଷ୍ଠାନ କରା ହତୋ । ଯଜ୍ଞେର ବେଦି ନିର୍ମାଣେର କୌଶଳ ଥେକେଇ ଜ୍ୟାମିତି ବା ଭୂମି ପରିମାପ ବିଦ୍ୟାର ଉଡ଼ିବ ଘଟେଛେ । ସାମବେଦ ଥେକେ ସେକାଳେର ଗାନ ଓ ରୀତି ସମ୍ପର୍କେ ଜାନତେ ପାରି ।

ଅର୍ଥବେଦ ହଚ୍ଛେ ଚିକିଂସା ବିଜ୍ଞାନେର ମୂଳ । ଏଥାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ରୋଗବ୍ୟାଧି ଏବଂ ସେଣୁଲୋର ପ୍ରତିକାରେ ଉପାୟ ସ୍ଵରୂପ ନାନା ପ୍ରକାର ଲତା, ଗୁଲ୍ବ ବୃକ୍ଷଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରା ହୟେଛେ । ଆୟୁର୍ବେଦ ନାମେ ଚିକିଂସା ଶାନ୍ତର ଆଦି ଉଣ୍ସ ଏହି ଅର୍ଥବେଦସଂହିତା । ବଲା ଯାଇ, ଅର୍ଥବେଦ ଥେକେ ଜୀବନେର ବିଭିନ୍ନ ଦିକ୍ ସମ୍ପର୍କେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରା ଯାଇ । ସୁତରାଂ ସମ୍ପର୍ଗ ବେଦ ପାଠେ ପରମାତ୍ମା, ବୈଦିକ ଦେବ-ଦେଵୀ, ଯଜ୍ଞ, ସଙ୍ଗୀତ, ଚିକିଂସାସହ ନାନା ବିଷୟର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରେ ଜୀବନକେ ସୁନ୍ଦର, ସୁଷ୍ଠୁ ଓ ପରିପାତି କରେ ତୋଳା ଯାଇ । ଆର ଏଜନ୍ୟାଇ ଏ ଗ୍ରହ ଆମାଦେର ପ୍ରତ୍ୟେକେର ପାଠ କରା ୧୯  
୨୦ ଅବଶ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

### দলীয় কাজ : ছক পূরণ

| বেদ-এর শ্রেণি বিভাগ | শিক্ষা |
|---------------------|--------|
| ঋগ্বেদ              |        |
| সামবেদ              |        |
| যজুর্বেদ            |        |
| অথর্ববেদ            |        |

নতুন শব্দ : কর্মচাতুর্য, বৰ্ষপঞ্জি, স্বরূপ, গুল্ম।

### পাঠ ৫ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পরিচয়

মহাভারত আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। এ গ্রন্থটি আঠারোটি পর্ব নিয়ে সৃষ্টি। ভীমপূর্ব মহাভারতের একটি কুরুপূর্ণ পর্ব। এই পর্বে মোট আঠারোটি অধ্যায় রয়েছে। মহাভারতের ভীমপূর্বের এই অধ্যায়সমূহ ২৫ থেকে ৪২ পর্যন্ত বিন্যস্ত, যাতে হস্তিনাপুর রাজ্যে সংঘটিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা অনেকেই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কাহিনি ছোটদের মহাভারত পড়ে কিংবা টিভি চ্যানেলে প্রচারিত ধারাবাহিক নাটক থেকে জেনেছি। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আকাশে অর্জুন যখন যুদ্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন, তারই গ্রন্থপুর হলো শ্রীমদ্ভগবত্তা। এই গ্রন্থে সর্বমোট সাতশত শ্লোক রয়েছে। এ জন্য এ গ্রন্থের অপর নাম সংশোধনী। এবার আমরা হস্তিনাপুরের কুরুক্ষেত্রে সংঘটিত যুদ্ধের কাহিনি থেকে আমাদের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে কিছুটা ধারণাগাত্ত করব।

ধূতরাত্রি ও পাঞ্চ দুই ভাই। ধূতরাত্রি বড়, পাঞ্চ ছোট।  
 ধূতরাত্রের একশ ছেলে আর এক মেয়ে। যেমন— দুর্যোধন,  
 দুঃশাসন ইত্যাদি ও মেয়ে দুঃশলা। পাঞ্চর পাঁচ ছেলে-  
 যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, আর সহদেব। কুরুবংশের  
 নাম অনুসারে ধূতরাত্রের সন্তানদের বলা হয় কৌবব। আর  
 পাঞ্চর নাম অনুসারে তার সন্তানদের বলা হয় পাঞ্চব।  
 রাজ্য নিয়ে এই কুরু-পাঞ্চবের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।  
 ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন অবতার রূপে দ্বারকার রাজা ছিলেন।  
 তিনি নিরব্লঙ্ঘ অবস্থায় অর্জুনের রাখের সারথি হয়েছিলেন।

রথ যখন দুইপক্ষের সৈন্যদের মাঝখানে রাখা হলো তখন অর্জুন



স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের দেখে যুদ্ধে পড়লেন। অতি নিকট আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে। তিনি ঠিক করলেন যুদ্ধ করবেন না। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন উপদেশ দেন।

সেই উপদেশ বাণীই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণিত হয়েছে। তাঁর উপদেশ শুনে অর্জুন যুদ্ধ করতে উদ্বৃদ্ধ হন। উপলক্ষ অর্জুন হলেও গীতায় ভগবান যে উপদেশ দিয়েছেন, তা সকল কালের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

**একক কাজ :** পাঞ্চ ও কৌরবদের বংশধর চিহ্নিত কর।

**নতুন শব্দ :** সপ্তশতী, সারথি, উদ্বৃদ্ধ, কুরু।

### পাঠ ৬ : শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত বাণী

গীতায় ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে এবং ফলের আশা না করে নিজের কাজ করতে বলা হয়েছে। কাজটাই বড়, ফল যা-ই হোক। কর্মফলের কথা চিন্তা করতে থাকলে কাজের প্রতি একাগ্রতা আসে না। এভাবে ফলের আশা না করে কাজ করাকে বলে নিষ্কাম কর্ম। এ প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গেচতুর্মৰ্মণি।। গীতা-২/৪৭

অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নেই। কর্মফলের প্রতি তুমি আসক্ত হয়ে যেন নিজ কর্তব্যের প্রতি অবহেলা না করো।

অর্জুন যে আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে চাইছেন না, এতে কোন লাভ হচ্ছে না। এর কারণ আমাদের জন্য এবং মৃত্যু ঈশ্বরের হাতে। সুতরাং কারো মৃত্যু অর্জুনের যুদ্ধ করা বা না করার ওপর নির্ভর করে না। অর্জুন নিজেই কি জানেন কখন তাঁর মৃত্যু ঘটবে! তাছাড়া ঈশ্বরই আত্মারূপে আমাদের মধ্যে থাকেন। তাই মৃত্যুর মাধ্যমে দেহের ধ্বংস হলেও, আত্মার ধ্বংস হয় না। আত্মাকে অগ্নি, বায়ু, জল- কেউ ধ্বংস করতে পারে না।

এক্ষেত্রে বলা হয়েছে-

ন জায়তে শ্রিয়তে বা কদাচিং  
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।  
অজো নিত্যঃ শাশ্঵তোহ্যং পুরাণো  
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।। গীতা- ২/২০

অর্থাৎ আত্মার কখনও জন্ম বা মৃত্যু হয় না, অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না। তিনি জন্মারহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাণ।

শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখনো বিনষ্ট হয় না। আত্মা সনাতন, অবিনশ্বর। শুধু স্থানান্তর হয়।

আত্মাকে এভাবে জানতে পারলে আর দুঃখ থাকে না। তখন সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় সমান হয়ে যায়।

গীতায় যোগের কথা বলা হয়েছে। যোগ হচ্ছে কর্মের কৌশল বা উপায়। নিষ্কাম কর্মযোগ,

জ্ঞানযোগ বা ভক্তিযোগ দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। যিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য বা অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য আরাধনা করেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাকে ভক্ত বলেছেন। ভক্ত চার রকম যথা- আর্ত, অর্থাৎী, জিজ্ঞাসু আর জ্ঞানী।

যিনি বিপদে পড়ে ঈশ্বরকে ডাকেন তিনি আর্তভক্ত। যিনি কোন ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্ররূপের জন্য ঈশ্বরকে ডাকেন, তাঁকে অর্থাৎী ভক্ত বলা হয়। যিনি জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরকে জানতে চান তিনি হচ্ছেন জিজ্ঞাসু ভক্ত।

আর যিনি কোন কিছু পেতে না চেয়ে ঈশ্বরকে ভক্তি করেন এবং এজন্য তাকে ডাকেন, তাকে জ্ঞানীভক্ত বলা হয়।

গীতা সব উপনিষদের সারকথা। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম সম্পর্কে ধারণা এক জায়গায় সমন্বিতরূপে প্রকাশ করা হয়েছে। গীতামাহাত্ম্যে তাই বলা হয়েছে উপনিষদ যেন গাভী স্বরূপ, আর দুঃখ হচ্ছে গীতা। গোবৎস যেমন একটু একটু আঘাত করে দুধ বের করে, অর্জুন তেমনি গোবৎসের মতো প্রশ্ন করে একটু একটু আঘাত করেছেন। আর গীতারূপ দুধ দোহন করেছেন অর্থাৎ গীতারূপ জ্ঞানের কথা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে শ্রবণ করেছেন।

**একক কাজ :** গীতার উপদেশসমূহ চিহ্নিত কর এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য তুমি যে ধরনের কাজ করতে চাও তার একটি তালিকা তৈরি কর।

| দলগত কাজ :   | ছকে | আর্তভক্ত | অর্থাৎীভক্ত | জিজ্ঞাসুভক্ত | জ্ঞানীভক্ত |
|--|-----|----------|-------------|--------------|------------|
| উল্লিখিত ভক্ত সম্পর্কে দুটি<br>বাক্য লিখে ঘরগুলো<br>যথার্থভাবে পূরণ কর |     |          |             |              |            |

নতুন শব্দ : আর্ত, অর্থাৎী, জিজ্ঞাসু, সান্নিধ্য।

## ପାଠ ୭ : ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଗୁରୁତ୍ୱ

ଗୀତା ଆମାଦେର ଅନ୍ୟାୟେର ବିରଳକ୍ଷେ ଦାଁଡାବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇ । କାରଣ ସ୍ଵର୍ଗ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଦୁଷ୍ଟେର ଦମନ, ଶିଷ୍ଟେର ପାଲନ ଏବଂ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାର ଜନ୍ୟ ପୃଥିବୀତେ ଅବତାର ବୁପେ ନେମେ ଆସେନ ।

ତିନି ବଲେଛେ-

ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ପ୍ଲାନିର୍ବତି ଭାରତ ।  
 ଅଭ୍ୟଥାନମଧ୍ୟମସ୍ୟ ତଦାଆନଂ ସୃଜମ୍ୟହମ ॥  
 ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାମ ।  
 ଧର୍ମସଂହାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ । । ଗୀତା- ୪/୭-୮

ଅର୍ଥାତ୍ ସଖନଙ୍କ ଧର୍ମର ଅଧଃପତନ ହୟ ଏବଂ ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟଥାନ, ତଥନଙ୍କ ସାଧୁଦେର ପରିତ୍ରାଣ, ଦୁଷ୍ଟଲୋକଦେର ବିନାଶ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଂହାପନ କରାର ଜନ୍ୟ ଆମି ଏହି ପୃଥିବୀତେ ଅବତିରଣ ହଇ ।

ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ନେହି । -ଗୀତାର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମାଦେର ମୃତ୍ୟୁକେ ଭୟ ନା କରେ ଭାଲୋ କାଜେ ଏଗିଯେ ଯାଓଯାର ସାହସ ଯୋଗାଯ ।

ଗୀତାଯ ବଲା ହେବେ- ୧. ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ଓ ସଂଯମୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନଲାଭେ ସମର୍ଥ ହୟ ୨. ଅନାସକ୍ତ କର୍ମଯୋଗୀ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ କରେନ ୩. ଜ୍ଞାନୀଭକ୍ତିଙ୍କ ତାକେ ହଦୟେ ଅନୁଭବ କରେନ ଏବଂ ୪. ଏହି ବିଶାଳ ବିଶେ ଯା କିଛୁ ଆଛେ ସବହି ଈଶ୍ୱରର ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟମାନ ।

ଗୀତାର ଏହି କଥା ଥେକେ ଆମରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସଂଯମ ସାଧନାର ଦିକେ ମନୋନିବେଶ କରି । ଜାଗତିକ ବିଷୟେର ପ୍ରତି ନିର୍ମୋହ ହୋଇଥାର ପ୍ରେରଣା ପାଇ । ଧର୍ମ ଅନୁଶୀଳନେର କାଜେ ବିଚାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଥିନ ଗତାନୁଗତିକ ପଥ ପରିହାର କରେ ତତ୍ତ୍ଵର ମର୍ମାର୍ଥ ବୋବାର ଚେଷ୍ଟା କରି । ସବକିଛୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଦବୁଦ୍ଧି ଦୂର କରେ ଦିଯେ ଅନ୍ୟକେ ଭାଲୋବାସତେ ଚେଷ୍ଟା କରି । ଯେ ଯେଭାବେ ବା ଯେ ପଥେ ଈଶ୍ୱରକେ ଡାକତେ ଚାଯ ଡାକୁକ । ଈଶ୍ୱର ସେ ଭାବେଇ ତାର ଡାକେ ସାଡା ଦେନ । ଏଥାନେଇ ବେଜେ ଓଠେ ଧର୍ମସମସ୍ୟାର ସୁର ।

ଗୀତାଯ ଜ୍ଞାନେର କଥା ବଲା ହେବେ । ଏକଇ ସାଥେ ବାନ୍ଧବ ଜୀବନେ କୀଭାବେ ଚଲତେ ହବେ ସେହି ପଥର ଦେଖାନ୍ତେ ହେବେ । ଏସବ ଦିକେ ଥେକେ ହିନ୍ଦୁଦେର ଅନ୍ୟତମ ଧର୍ମଗ୍ରହ ହିସେବେ ଗୀତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅପରିସୀମ ।

**ଏକକ କାଜ :** ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବଦ୍ଗୀତାର ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଲେଖ ।

**ନତୁନ ଶବ୍ଦ :** ସଂଯମୀ, ମୋକ୍ଷ, ନିର୍ମୋହ, ଭେଦବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରବୃତ୍ତ ।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. বেদ শব্দের অর্থ ..... |
২. বেদে বর্ণিত দেব-দেবীদের ..... ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
৩. সমগ্র বেদকে ..... ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।
৪. গীতার অপর নাম ..... |
৫. ন হন্যতে ..... শরীরে।
৬. চতুর্বেদের প্রত্যেকটিকে বলা হয় ..... |

#### ২। ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

| বামপাশ                     | ডানপাশ                                       |
|----------------------------|--|
| ক. সত্য সৃষ্টি করা যায় না | ভেষজ ঔষধের বর্ণনা আছে                        |
| খ. স্বর্গের দেব-দেবীরা     | যজ্ঞের নিয়ম পদ্ধতি আছে                      |
| গ. যজুর্বেদ                | পৃথিবীতে নেমে আসেন না                        |
| ঘ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা        | উপলক্ষি করা যায়                             |
| ঙ. আয়ুর্বেদে              | অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রেরণা<br>দেয় |
|                            | সংগীত সম্পর্কে ধারণা আছে                     |

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

##### ১. স্বর্গের দেবতা কে?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. অগ্নি | খ. ইন্দ্ৰ |
| গ. সূর্য | ঘ. বায়ু  |

২. সমগ্র বেদে মোট কতটি মন্ত্র আছে?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. ১০৪৭২ | খ. ১৮১০  |
| গ. ৪০৯৯  | ঘ. ২২৩৮১ |

৩. আমরা ধর্মগ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জানতে পারব

- i. ইশ্বরের বাণী ও মাহাত্ম্য
- ii. মঙ্গলজনক উপদেশ
- iii. জীবন যাপনের বিধি-বিধান

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অয়ন প্রতিদিন সকালে ভীম্পর্বের কর্মযোগ অধ্যায়টি অধ্যয়ন করে। সে অনুভব করে কর্মকলে তার কোনো অধিকার নেই। ফলে কোনো কিছু প্রত্যাশা না করে সে তার নিত্যকর্ম নিষ্ঠার সাথে পালন করে।

৪. অয়ন কোন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে?

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| ক. রামায়ণ | খ. শ্রীচতুর্বি      |
| গ. বেদ     | ঘ. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা |

৫. অয়নের অনুভূতির মর্মকথা হচ্ছে-

- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| ক. সকামকর্ম | খ. নিষ্কাম কর্ম |
|-------------|-----------------|

গ. যজ্ঞ কর্ম

ঘ. নিত্যকর্ম

### সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধর্মগ্রন্থ বলতে কী বোবায়?
২. শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন কেন?
৩. গীতা অনুসারে আত্মার স্বরূপ ব্যাখ্যা কর।
৪. অথর্ববেদের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

### বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ‘বেদঃ অধিলধর্মমূলম্’ - কথাটি ব্যাখ্যা কর।
২. বৈদিক দেব-দেবীর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা কর।
৩. বেদের সংহিতাগুলো বর্ণনা কর।
৪. শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তব কাহিনি বর্ণনা কর।
৫. ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

### ৬। সৃজনশীল প্রশ্ন:

রমেশ বাবু নিয়মিত বেদ অধ্যয়ন করেন। এই বেদের জ্ঞানের আলোকে তিনি বনের গাছপালা ও লতাপাতা থেকে গুষ্ঠ তৈরি করে জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। শুধু তাই নয়, রোগীদের সাথে তিনি ধর্মলাপণ করেন। এজন্য বেদের অন্যান্য খণ্ডও তাকে অধ্যয়ন করতে হয়। অবশ্য এর আলোকে তিনি নিজেও চেষ্টা করেন পরিশুল্ক জীবনযাপনের।

ক. ধ্যান কাকে বলে?

খ. প্রাচীনকালের ঝৰিদের বেদের দ্রষ্টা বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. রমেশ বাবু বেদের কোন ভাগের জ্ঞানের আলোকে জনসাধারণের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রমেশ বাবুর অধ্যয়নকৃত গ্রন্থের জ্ঞানের আলোকে কি পরিশুল্ক জীবন যাপন সম্ভব?

উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

## তৃতীয় অধ্যায়

# হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস

হিন্দুধর্ম একটি প্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের অকৃত নাম সনাতন ধর্ম। দেব-দেবীর পূজা অর্চনা হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ দিক। এ ধর্মের মূলে রয়েছেন ভগবান। তাঁর অনুগ্রহ সাতের জন্য মানুষের ধর্মাচরণ করতে হয়। মানুষ ভক্তিতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলে ভগবান তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন। বাস্তব জীবনে মা-বাবা সন্তানের লালন পালন ও সুখ সমৃদ্ধির ব্যবস্থা করে থাকেন। সন্তানের উচিত দেবতা জানে মা-বাবার সেবা-শ্রুত্যা করা। একই সাথে সমাজের অন্যান্য গুরুজনকে শ্রদ্ধাকরা। এ অধ্যায়ে সনাতন ও হিন্দুধর্মের সম্পর্ক, হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস এবং ধর্ম বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে গুরু জনে ভক্তি, মাতৃভক্তি, কর্তব্যবোধ ইত্যাদি দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যানসহ আলোচিত হয়েছে।



এ অধ্যায় শেষে আমরা -

- সনাতনধর্ম ও হিন্দুধর্ম - এ ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য নিয়ে গবর্বোধ করব
- ধর্মবিশ্বাস ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- গুরুজনে ভক্তি ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- কীভাবে গুরুজনকে ভক্তি করতে হয় তা বর্ণনা করতে পারব
- মাতৃভক্তির একটি গল্প বর্ণনা করতে পারব
- ধর্মের আলোকে কর্তব্যবোধের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- মাতা-পিতার প্রতি সন্তানদের কর্তব্য এবং সন্তানের প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাখ্যা করতে পারব
- গুরুজনে ভক্তি ও কর্তব্য পালনে সচেতন হব।

### প্রথম পরিচ্ছেদ :

#### হিন্দুধর্মের স্বরূপ

## পাঠ ১ : সনাতন ও হিন্দুধর্মের ধারণা

সনাতন ধর্ম ও হিন্দুধর্ম মূলত একই ধর্ম। অন্য কথায়, সনাতন ধর্মের অপর নাম হিন্দুধর্ম। সনাতন শব্দের অর্থ চিরস্মৃতি। যা অতীতে ছিল বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে, সেটি সনাতন। সনাতন শব্দটিতে চিরদিনের কথা নির্দেশ করা হয়। সময়ের পরিবর্তনেও যার কোন পরিবর্তন হয় না সেটিই সনাতন। ‘হিন্দু’ শব্দটি এসেছে সিঙ্গুর শব্দ থেকে। সিঙ্গুনদ প্রাচীনকাল থেকে প্রবাহিত। এই নদের তীরে প্রাচীনকালে সনাতন ধর্মের লোক বাস করত। তাদের আচার-আচরণ, ধর্ম বিশ্বাসে একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল।

বিদেশিদের কাছে এদের পরিচয় হয় সিঙ্গু নদের নামে। বিদেশিরাই সিঙ্গু শব্দকে হিন্দু বলে উচ্চারণ করত। আর সেখানকার সনাতন ধর্মের লোকদেরকে তারা বলত হিন্দু। হিন্দুদের সনাতন ধর্মই তাদের ভাষায় হয়ে ওঠে ‘হিন্দুধর্ম’।



এই ধর্ম অতি প্রাচীন। সময়ের অগ্রগতিতেও এ ধর্মের মূল ধারণাগুলোর কোন পরিবর্তন নেই। তবে দেশ-কালের প্রয়োজনে মাঝে মধ্যে এ ধর্মে নতুন চিন্তা-চেতনা সংযুক্ত হয়েছে। হিন্দুধর্ম নামে নতুন নামকরণ হয়েছে। এভাবেই সনাতন ধর্মের বিকাশ ঘটেছে এবং ঘটেছে।

মোটকথা, সনাতন ধর্মের নতুন পরিচয় হচ্ছে হিন্দুধর্ম নামে। সনাতন ধর্মে যে চিন্তা-চেতনা সেটিই হিন্দুধর্মের চিন্তা-চেতনা। হিন্দুধর্মের মূল ধর্মবোধ হচ্ছে- ঈশ্঵রে বিশ্বাস, কর্মফলে বিশ্বাস, জন্মান্তরে বিশ্বাস, ঈশ্বর জানে জীবসেবা, দেব-দেবীর পূজা-পার্বণ, জগতের কল্যাণ সাধন ইত্যাদি।

নতুন শব্দ : চিরস্তন, কর্মফল, সনাতন, জন্মান্তর।

## পাঠ ২ : হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস

হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস সনাতন ধর্মের পরিচিতির মধ্যেই বর্তমান। সনাতন ধর্ম কোন একজন মাত্র মুনি, ঋষি বা অবতারপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম নয়। আদিম মানুষের মনে যখন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়বোধ জেগেছিল- এক কথায়, ধর্মবোধ জেগেছিল, সেখান থেকে এ ধর্মের বিকাশ শুরু। আর সমাজের চিন্তাশীল ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ধ্যান-ধারণার ফসল নিয়ে এ ধর্ম ক্রমশ বিকাশ লাভ করে।

হিন্দু ধর্মের মূলে রয়েছেন স্বয়ং ভগবান। ভগবান বা স্বষ্টা জগৎসৃষ্টির সাথে সাথে ধর্মেরও সৃষ্টি করেছেন। মানুষের জীবন সুন্দর ও সুখময় করার জন্যই ধর্ম এসেছে। হিন্দু ধর্মের মূল বিশ্বাস হচ্ছে স্বষ্টা বা ভগবান আছেন। তাঁর সৃষ্টি জগতে মানুষকে কাজ করতে হচ্ছে। আর প্রতিটি কাজের যে ফল সেটিও মানুষকে ভোগ করতে হয়। একেই বলে কর্মফল- যা জন্মাত্তরেও ভোগ করতে হয়। এর ফলে আসে জন্মাত্তরের কথা। অমঙ্গল ও দুষ্টজনের অত্যাচার থেকে জগতকে মুক্ত করার জন্য ভগবান অবতাররূপে আবির্ভূত হন। ঈশ্বরের উপাসনা, নামজপ, কীর্তন এবং দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি ধর্মকর্মের অনুশীলন করে মানুষ সুখ শান্তি এবং মুক্তি লাভ করতে পারে।

সনাতন ধর্ম চিন্তায় যেমন ছিল পুনর্জন্ম, অবতার ও মোক্ষলাভের কথা- এ সবই রয়েছে হিন্দুধর্মে। তবে ধর্ম আচরণের পদ্ধতি হিসেবে কিছু কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। প্রাচীনকালে সনাতন বা হিন্দু ধর্মে ধর্মানুষ্ঠান ছিল যজ্ঞক্রিয়া। সেটি ক্রমে দেব-দেবীর আরাধনায় রূপ নিয়েছে। যজ্ঞকর্মে দেব-দেবীর শক্তি ও রূপের বর্ণনা নিয়ে যজ্ঞক্রিয়া হতো। পরবর্তীকালে ঐ দেব-দেবীরই রূপ কল্পনা করে বিগ্রহ বা প্রতিমার মাধ্যমে পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা হয়। সনাতন ধর্মের যে অবতার ও মোক্ষলাভের বিষয় রয়েছে এ সবই হিন্দুধর্মের সম্পদ। তবে ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে হিন্দুধর্মে আচার- আচরণে কিছু কিছু নতুনত্বও এসেছে। বৈদিক যুগের যজ্ঞক্রিয়া পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আধুনিক হিন্দুধর্মে শুধু ঈশ্বরের নাম ও গুণকীর্তনের প্রচলন হয়েছে।

সনাতন ধর্মচর্চার আচার-আচরণ, পোশাক- পরিচ্ছদের একটি বিশিষ্ট রূপ ছিল। এদেশের বাইরে থেকে ইরান, ত্রিস প্রভৃতি দেশের জনগোষ্ঠী এখানে আসে। তারা সিঙ্গুনদের তীরবর্তী লোকদেরকে একটি ভিন্ন মানবগোষ্ঠী মনে করত। বিদেশিদের উচ্চারণে সিঙ্গু শব্দটির 'স' এর স্থলে 'হ' হয়ে উচ্চারিত হয়। ফলে সিঙ্গু শব্দটি হয়ে পড়ে হিন্দু শব্দ। আর সিঙ্গুনদের তীরবর্তী লোকজনও ঐ বিদেশিদের ডাকে হিন্দু হয়ে যায়। আর এটি আস্তে আস্তে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এর ফলে এদেশে সনাতন ধর্মের অনুসারী মাত্রই হিন্দু নামে পরিচিত হয়।

হিন্দুধর্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঈশ্বরকে বিশ্বাস, ঈশ্বর জ্ঞানে জীবসেবা এবং একই সঙ্গে জগতের কল্যাণ সাধন। এখানে রয়েছে ঈশ্বর আরাধনার বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার সুযোগ। আর এ সুযোগের মধ্য দিয়ে মানুষ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সহজ সরল রূপ পেয়ে যায়। এভাবে এ ধর্মের অনুসারীরা মুক্তচিন্তার অধিকার পেয়ে গর্ববোধ করেন।

**একক কাজ :** হিন্দুধর্মের উৎপত্তির বিকাশ ধারাবাহিকভাবে লেখ।

**নতুন শব্দ :** সনাতন, অবতার, সিঙ্গুনদ, যজ্ঞক্রিয়া, মোক্ষলাভ।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. সিঙ্গুনদ ..... থেকে প্রবাহিত।
২. কর্মফল ..... ভোগ করতে হয়।
৩. সনাতন ধর্মের অনুসারী মাত্রই ..... নামে পরিচিত হয়।
৪. হিন্দুধর্ম ..... নতুন ধর্ম নয়।

#### ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

| বামপাশ  | ডানপাশ                       |
|---|------------------------------|
| ক. হিন্দু শব্দটি এসেছে                                  | করার জন্যই ধর্ম এসেছে        |
| খ. বিদেশিরা সিঙ্গু শব্দকে হিন্দু বলে                    | যজ্ঞ ক্রিয়া                 |
| গ. মানুষের জীবন সুন্দর, সুখময়                          | গাছপালা                      |
| ঘ. প্রাচীনকালে ধর্মানুষ্ঠান ছিল                         | সিঙ্গু শব্দ থেকে             |
| ঙ. আধুনিক হিন্দুধর্মে শুধু ঈশ্বরের নাম ও<br>গুণকীর্তনের | প্রচলন হয়েছে<br>উচ্চারণ করত |

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. সনাতন শব্দের অর্থ কি ?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ক. চিরকাল  | খ. আজীবন  |
| গ. চিরস্তন | ঘ. পুরাতন |

২. সনাতনধর্মের মূলে কে রয়েছেন?

- |            |          |
|------------|----------|
| ক. ব্রহ্মা | খ. ভগবান |
| গ. বিষ্ণু  | ঘ. শিব   |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনুপমা দেবী ঘরে নিয়মিত পূজা আচন্না করার পাশাপাশি তিথি অনুসারে বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনাও করেন।

৩. অনুপমা দেবীর আচরণে কোনু বিশ্বাসটি বেশি সঞ্চয়?

- |         |         |
|---------|---------|
| ক. পূজা | খ. কর্ম |
| গ. ধর্ম | ঘ. যোগ  |

৪. অনুপমা দেবী ইহকাল ও পরকালে লাভ করতে পারেন-

- i. সুখ
- ii. শান্তি
- iii. মুক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

- ক. সনাতন শব্দটি দ্বারা কী বোঝায় ?
- খ. কীভাবে 'হিন্দু' শব্দটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ?
- গ. তগবান অবতাররূপে এসে কী করেন ?
- ঘ. মানুষ ধর্মকর্মের অনুশীলন করে কেন ?

**বর্ণনামূলক প্রশ্ন :**

- ক. সনাতন ও হিন্দু ধর্মের ধারণা ব্যাখ্যা কর ।
- খ. হিন্দুধর্মের উৎপত্তির ইতিহাস বর্ণনা কর ।
- গ. যজ্ঞ করার আবশ্যিকতা ব্যাখ্যা কর ।
- ঘ. মানুষের জন্মান্তর হয় কেন? ব্যাখ্যা কর ।

### সূজনশীল প্রশ্নঃ

কবিতা তার মাঝের সাথে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখল, ব্রাহ্মণ আগুন জ্বালিয়ে তার মধ্যে  
বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে দেবতাদের আহ্বান জানাচ্ছেন। ঠিক একই অবস্থা সে দেখতে পেল  
দুর্গাপূজার সময় এবং মাকে সে এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। তার মা প্রশ্নের উত্তরগুলো  
তাকে বুঝিয়ে বলেন।

- ক. প্রাচীনকালে সনাতন ধর্মের লোক কোন নদের তীরে বাস করত?
- খ. সনাতন ধর্মকে হিন্দুধর্ম বলার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. ব্রাহ্মণ কোন কাজের মাধ্যমে দেবতাদের আহ্বান করেছেন? হিন্দুধর্মের উৎপত্তির  
আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ‘প্রতিমাপূজার উৎপত্তির সাথে ব্রাহ্মণের উক্ত কাজটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে।’  
উত্তরের স্বপক্ষে তোমার যুক্তি প্রদর্শন কর।

## দ্বিতীয় পরিচেছন হিন্দুধর্মের বিশ্বাস

### পাঠ ১ : ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তি

হিন্দুধর্ম কতিপয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এ বিশ্বাসগুলোকে এক কথায় বলা হয় ধর্মবিশ্বাস। ধর্মকর্ম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ কল্যাণ লাভ করে। ধর্ম শব্দটির বিশেষ অর্থ হচ্ছে ধরে রাখার ক্ষমতা। ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে চলার নির্দেশ দেয়। ধর্ম আচরণের রীতি-নীতি মানুষকে সুন্দর জীবন পথে চলতে সাহায্য করে। জীবনের কল্যাণ চিন্তা, ভালোভাবে জীবন যাপনের নির্দেশ লাভ করা যায় ধর্ম থেকে। ধর্মের বিধি-বিধান ঘেনেই মানুষ ইহকালে ও পরকালে মঙ্গল লাভ করতে পারে।

ধর্ম হচ্ছে ধারণশক্তি। সকল কল্যাণকারী গুণ বা গুণাবলী ধারণ করলে মানুষের জীবন বিকশিত হয় ও সার্থক হয়। ধর্মের এই গুণাবলি এবং এ গুলোর প্রতি যে বিশ্বাস, তাকেই এক কথায় ধর্মবিশ্বাস বলা যায়।

### পাঠ : ২ ও ৩ : শুরুজনে ভক্তি এবং ভক্তির উপায়

#### শুরুজনে ভক্তি

বয়োজ্জ্বলের আমাদের শুরুজন। মা-বাবা, পিতামহ, মাতামহ, কাকা-কাকি, মামা-মামি, বড়ভাই ও বোনসহ অনেকেই আমাদের পরিবারের শুরুজন। পরিবারে আত্মীয়তার বজ্ঞনের মাধ্যমেও অনেক শুরুজন রয়েছেন। আবার শিক্ষকগণও আমাদের শুরুজন। যিনি দীক্ষাদান করেন তিনিও আমাদের শুরুজন। তাহলে আমাদের জীবন গঠনে মাতা, পিতা, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শুরুজনের ভূমিকা শুরুত্বপূর্ণ। এসকল শুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধাভরে ভালোবাসা প্রদর্শনের নামই ভক্তি। ভক্তিতে থাকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং পুণ্য। ভক্তির মাধ্যমেই আমরা লাভ করি পুণ্য এবং মুক্তি।

#### শুরুজনে ভক্তির উপায়

মাতা ও পিতা আমাদের পরম শুরু। মা-বাবার হান আমাদের জীবনে সবার উপরে। এই পৃথিবীর আলো যিনি দেখিয়েছেন তিনি আমাদের মা। মায়ের সাথে রয়েছে আমাদের মাত্তির বস্তন। মা আমাদের সুখের সাথি আবার দুঃখেরও ভাগীদার।

আমাদের সৎ ও সুন্দর জীবন গঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। শিশুকাল হতে মা পরম্যত্বে আমাদের বড় করে তোলেন। বড় হলেও মায়ের নিকট আমরা সর্বদাই শিশু। আমরা অনেকেই মাতৃপূজা করি। কেনো অঙ্গজ্যাত্মায় আমরা সর্বাঙ্গে মাকে প্রণাম করি। আমাদের ধর্মে মায়ের হান সবার উপরে। মা সন্তানের ভক্তিতে সন্তুষ্ট থাকলে দেবতারাও ভুঁট হন। তাই আমরা মায়ের কাজে সাহায্য করব। মায়ের



ଆଦେଶ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଜ୍ଞାନେ ମେନେ ଚଲବ । କୋଣୋ କାରଣେ ମାୟେର ଅନ୍ତର କଟ ପେଲେ ମାୟେର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ବାଧାପ୍ରାଣ୍ତ ହୟ । ପିତାଓ ମାୟେର ମତୋ ଆମାଦେର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ଗଠନେ ବ୍ୟାପକ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେ ଥାକେନ । ପିତା ସମ୍ପର୍କେ ଆମାଦେର ଧର୍ମେ ଶ୍ଳୋକ ରଯେଛେ । ସେମନ-

ପିତା ସ୍ଵର୍ଗଃ ପିତା ଧର୍ମଃ ପିତାହି ପରମତପଃ ।

ପିତରି ପ୍ରୀତିମାପନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତାଃ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ସ୍ଵର୍ଗ, ପିତା ଧର୍ମ ପିତାହି ପରମ ତପସ୍ୟା । ପିତା ପ୍ରୀତ ହଲେ ସକଳ ଦେବତାଙ୍କ ତୁଟ୍ ହନ ।

ଶିକ୍ଷକଗଙ୍ଗ ଆମାଦେର ଶିକ୍ଷାଗୁର । ଶିକ୍ଷକ ଆମାଦେର ଜୀବନ ଚଲାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ଜୀବନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜନୀୟ ଜ୍ଞାନେର ଆଲୋ ଶିକ୍ଷକଗଙ୍ଗଙ୍କ ଜ୍ଞାଲିଯେ ରାଖେନ । ତାଦେର ଆଦେଶ, ନିଷେଧ ମାନ୍ୟ କରା ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଆବାର ଦୀକ୍ଷାଗୁର ଓ ଆମାଦେର ଶୁରୁଜନ । ଆମାଦେର ଜୀବନ ଚଲାର ପଥେ ଧର୍ମେର ସଠିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତାରା ଦିଯେ ଥାକେନ । ଏଭାବେ ଆମାଦେର ଜୀବନ ଚଲାର ପଥେ ସକଳ ଶୁରୁଜନଙ୍କେର ପ୍ରଭାବ ରଯେଛେ । ତାଇ ଆମରା ସକଳ ଶୁରୁଜନକେଇ ମେନେ ପ୍ରାଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି କରି ।

**ଏକକ କାଜ :** ତୋମାର ଶୁରୁଜନ କାରା ଏବଂ ତାଦେରକେ ତୁମି କୀଭାବେ ଭକ୍ତି କର?

ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ମାତୃଭକ୍ତ ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକେର ଗଙ୍ଗାଟି ଶ୍ମରଣ କରା ଯାଏ ।

#### **ପାଠ ୪ : ଗଣେଶେର ମାତୃଭକ୍ତି**

ମା ଦୁର୍ଗାର ଛେଲେ ଗଣେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ । ଗଣେଶେର ଦେହଟି ମୋଟାସୋଟା; ଇନ୍ଦୁର ତାର ବାହନ । ଅପରଦିକେ କାର୍ତ୍ତିକେର ସୁଠାମ ବଣିଷ୍ଟ ଦେହ; ତାର ବାହନ ମୟୂର । ମା ଦୁର୍ଗା ଘୋଷଣା କରଲେନ, ସେ ଆଗେ ପୃଥିବୀ ସୁରେ ଏସେ ମାକେ ପ୍ରଣାମ କରତେ ପାରବେ ତାକେଇ ତିନି ଗଲାର ହାର ଦେବେନ । ଦୁଇ ଭାଇୟଙ୍କେ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶୁରୁ ହଲୋ । ଗଣେଶ ଦେଖଲେନ ତାର ବାହନ ଇନ୍ଦୁରକେ ନିଯେ କାର୍ତ୍ତିକେର ବାହନ ମୟୂରକେ ହାରାନୋ ସମ୍ଭବ ନୟ । ତଥାନ ଗଣେଶେର ମେନେ ହଲୋ, ମାତା ଜଗତ୍ପୁଣୀ; ତିନିଇ ପୃଥିବୀ ଘୋରା ହେବେ ଯାବେ । ଏଇ ଚିନ୍ତା କରେ ଗଣେଶ ଭକ୍ତିଭରେ ମାୟେର ଚାରିଧାର ସୁରେ ଏସେ ମାକେ ପ୍ରଣାମ କରଲେନ । ଅପରଦିକେ କାର୍ତ୍ତିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିତେ ପୃଥିବୀ ସୁରେ ଏସେ ଦେଖେ ଗଣେଶେର ଗଲାଯ ମା ହାରଟି ପରିଯେ ଦିଯେ ଗଣେଶକେ କୋଳେ ନିଯେ ବସେ ଆଛେନ । ଏ ଘଟନାର କାରଣ ଜାନତେ ଚାଇଲେ ମା ଦୁର୍ଗା କାର୍ତ୍ତିକକେ ବଲଲେନ, ଗଣେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ



জ্ঞানী । সে জানে মাতাই পৃথিবী । তাই তাঁর চারপাশে ঘুরলে পৃথিবী ঘোরা হয় । গণেশের এ মাতৃভক্তি জগতে অমর হয়ে রয়েছে । সকল ছেলে-মেয়েরই উচিত মাতা-পিতাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করা, সেবা করা ।

**নতুন শব্দ :** ধর্মবিশ্বাস, কর্তব্য, বাহন, প্রতিযোগিতা, জগৎরূপণী, মাতৃভক্তি ।

### পাঠ-৫ : কর্তব্যবোধের ধারণা

যা কিছু করা হয় তাই কর্ম । আর যে সকল কর্ম অনুশীলন করা আবশ্যিক তাই কর্তব্য । অর্থাৎ যা করা উচিত তাই আমাদের কর্তব্য । কর্তব্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধ এবং মমতা জাগ্রত হওয়াকে বলে কর্তব্যবোধ । মাতা-পিতার আদেশ পালন, শিক্ষকের উপদেশ পালন, বৃদ্ধ মাতা-পিতার প্রতি সন্তানের পরিচর্যা ও ভরণপোষণ, মাতা-পিতা কর্তৃক সন্তান লালন-পালন প্রভৃতি কর্তব্যবোধের উদাহরণ । আমাদের পরিবার ও সমাজে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ কর্তব্য রয়েছে ।

মাতা-পিতার কর্তব্য সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালন পালন করা । সন্তানকে স্নেহ-যত্নে বড় করে তোলা । শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তোলা । পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া । আবার সন্তানের কর্তব্য মাতা-পিতার আদেশ ও উপদেশ মেনে চলা । তাদের বিভিন্ন কাজে সহায়তা করা । মাতা-পিতার সুখে-দুঃখে তাদের পাশে থাকা ।

কর্তব্য পালন ধর্মের অঙ্গ । ছাত্রের কর্তব্য অধ্যয়ন করা । সংস্কৃতে এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ছাত্রানৎ অধ্যয়নৎ তপঃ । অর্থাৎ ছাত্রের একমাত্র কর্তব্য অধ্যয়ন করা । নিষ্ঠার সাথে কর্তব্য পালন করলে জীবনে অনেক বড় হওয়া যায় । যেমন-একজন শিক্ষার্থী যথাযথ কর্তব্য পালনের মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে । কর্তব্য পালনে যারা অবহেলা করে এবং অসচেতন থাকে তারা জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পারে না ।

**একক কাজ :** ছাত্র হিসেবে তোমার কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত কর ।

### পাঠ-৬ : পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

সন্তান পরিবারের মধ্যেই লালিত-পালিত হয় । পরিবারে পিতা-মাতাই এই সন্তানকে বড় করে তোলে । সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি পিতা-মাতার প্রতি সন্তানেরও ভূমিকা রয়েছে । বাল্য ও কৈশোরে আমরা পিতা-মাতার আদেশ ও উপদেশ মেনে চলি । পরিবারে আমরা মায়ের নানা কাজে সহায়তা করে থাকি । সন্ধ্যায় আমরা দেবতাদের উদ্দেশ্যে সন্ধ্যা আরাতি দেই, পূজা করি । কখনো কখনো আমরা রান্নার কাজে মাকে সহায়তা করি । আবার বাবার কাজেও আমরা তাকে সহায়তা করে থাকি । পারিবারিক কাজে পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের পারিবারিক শৃঙ্খলা বজায় থাকে । আমাদের পিতা-মাতা এতে আনন্দিত এবং সন্তুষ্ট হন । পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট ও আনন্দে রাখা আমাদের কর্তব্য ।

ଆମରା ପଡ଼ାଣ୍ଟନାୟ ଭାଲୋ କରଲେଓ ପିତା-ମାତା ଖୁଶି ହନ । ପିତାମାତାକେ ଖୁଶି ରାଖା ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ମାନୁଷେର ମହେସ ଗୁଣ । ଧାର୍ମିକ ସର୍ବଦାଇ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟନ । ବୃଦ୍ଧ ପିତା-ମାତାର ପରିଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଭରଣପୋଷଣଓ ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ପିତା କିଂବା ମାତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ତାଦେର ଅସମାନ୍ତ କାଜ ସମ୍ପର୍କ କରାଓ ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଯେମନ-ପିତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ମା, ଛୋଟ ଭାଇ-ବୋନ, ପ୍ରତିବନ୍ଧୀ ଭାଇ-ବୋନ ଲାଲନ-ପାଲନ, ପ୍ରାତିଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାଯ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାଦାନ, ପାରିବାରିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନେ ସହାୟତା କରା ପ୍ରଭୃତି ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଆମାଦେର ସକଳେର ଉଚିତ ପିତା-ମାତାର ଇଚ୍ଛା, ଆବେଗ ଓ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଜାଗ ଥାକା । ପିତା-ମାତା ଏତେ ଖୁଶି ହନ । ସୁତରାଂ ପିତା- ମାତାକେ ଖୁଶି ଓ ଆନନ୍ଦେ ରାଖାଓ ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

ଆମାଦେର ସମାଜ ଜୀବନେ ଦେଖା ଯାଯ ପିତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ସମ୍ପଦି ନିଯେ ଭାଇ-ଭାଇ ଝଗଡ଼ା ବିବାଦ କରେ । ପିତାର ଅବର୍ତ୍ତମାନେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରେ ପରିବାରେ ବଡ଼ଭାଇ କିଂବା ଅନ୍ୟ କେଉ ସକଳେର ଭରଣ-ପୋଷଣସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାୟିତ୍ବ ପାଲନ କରେନ । ପରିବାରେର ଶୃଙ୍ଖେଲା ସମ୍ମନତ ରାଖତେ ତାରା ପିତାର ମତୋଇ ଭୂମିକା ପାଲନ କରେନ । ଏଟିଓ ସନ୍ତାନେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

**ଏକକ କାଜ :** ପାରିବାରେ ପିତା-ମାତାର ପ୍ରତି ଆମରା କୋନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଗୁଲି ପାଲନ କରେ ଥାକି ତା ଲେଖ ।

### ପାଠ-୭ : ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ପିତା-ମାତାର ଦାୟିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ

ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ପିତା-ମାତାର ଦାୟିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଶେଷ । ସନ୍ତାନ ଗର୍ଭେ ଧାରଣ କରା ହତେ ଭୂମିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାୟେର କଟେର ଶେଷ ନେଇ । ମାୟେର ଏହି କଟେର ମୂଲ୍ୟ କୋନୋ କିଛୁର ସାଥେ ତୁଳନୀୟ ନଥି । ମା ଆମାଦେର ଲାଲନ-ପାଲନ କରେନ । ଘୁମ ପାଡ଼ାନିର ଗାନ ଗେଯେ ଆମାଦେର ଘୁମେର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେନ । ବାବା ସନ୍ତାନେର ଆନନ୍ଦେର ଓ ସୁଖେର ସବ ଆଯୋଜନଇ କରେନ । ସନ୍ତାନ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ଯାଓଯାର ପୂର୍ବେ ମା ଓ ବାବା ଉଭୟେଇ ସନ୍ତାନକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତୋଳେନ । ମା ସନ୍ତାନକେ ମୁଖେ ମୁଖେ କତ ସ୍ଵରଧବନି- ଅ, ଆ, ଉ ପ୍ରଭୃତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଶେଖାନ । ଛଡ଼ା ବଲେନ, ଗଲ୍ଲ ବଲେନ ଆରୋ କତୋ କି । ମା-ବାବା ସନ୍ତାନକେ ହାତେଖଡ଼ିଦାନେର ଆଯୋଜନ କରେନ । ସନ୍ତାନ ବିଦ୍ୟାଲୟେ ଯାଓଯାର ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ବାବା ତାଦେରକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତୋଳେନ । ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ମା- ବାବାର ଏ ଧରନେର ଆଚରଣ ତାଦେର ଦାୟିତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ ଥେକେ ଏମନିତିଇ ଆସେ ।

ସନ୍ତାନ ଏକଦିନ ବିଦ୍ୟାଲୟ, କଲେଜ ପଡ଼ା ଶେଷ କରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ଦ୍ୱାରାପାଞ୍ଚେ ପୌଛେ । ସନ୍ତାନେର ପ୍ରତି ମା-ବାବାର ପ୍ରତ୍ୟାଶାଓ ବାଢ଼ିତେ ଥାକେ । ସନ୍ତାନେର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଡ଼ାର ସବ ଆଯୋଜନେ ତାଦେର ସ୍ଵପ୍ନ ଓ ଚେଷ୍ଟାର ଶେଷ ଥାକେ ନା । ସନ୍ତାନକେ ମା-ବାବା ତାଦେର ସମ୍ପନ୍ନ କଥା ବଲେନ । ସନ୍ତାନ ନିଜକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ତୋଳେନ । ସନ୍ତାନେର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଡ଼ାର ସ୍ଵପ୍ନକେଓ ମା-ବାବା ଏକଧାପ ଏଗିଯେ ଦେନ । ଏଥାନେଓ ମା-ବାବା ସନ୍ତାନେର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଡ଼ାର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ । ଧର୍ମେ ମା-ବାବାକେ ସନ୍ତାନ ଗଡ଼ାର କାରିଗର ବଲା ହେଁବେ ।

୨୯ ସନ୍ତାନେର ଚରିତ୍ର ଓ ନୈତିକତା ଗଠନେ ମା-ବାବା ନାନା ଭୂମିକାଯ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହନ । ମା ଓ ବାବା ସବ ସମୟଟି ଚାନ୍ଦିଲାର ପାରିବାରିକ କାରିଗରିର ବଲା ହେଁବେ ।

তাঁদের সন্তান হবে আদর্শবান, সৎ, নির্ভিক, সদালাপি ও চরিত্রবান। পারিবারিক জীবনে সকল মা-বাবাই তাঁদের সন্তানকে এভাবে দেখতে চান এবং এ লক্ষ্যেই দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া নিজ কল্যাণ সন্তানকে সৎপাত্রে দান এবং পুত্রের জন্য সৎ পাত্রী নির্বাচন করে বিবাহের দায়িত্ব অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা-বাবাই পালন করে থাকেন। সুতরাং সন্তানের সুন্দর জীবনের জন্য মা-বাবার দায়িত্ব ও কর্তব্য ব্যাপক ও বিস্তৃত। মা-বাবাকে আমাদের ধর্মে দেব-দেবীর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

**একক কাজ :** ভবিষ্যত জীবন গড়ার ক্ষেত্রে তোমার মা-বাবা কী দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছেন তা চিহ্নিত কর।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে ..... নির্দেশ দেয়।
২. ধর্ম হচ্ছে ..... শক্তি।
৩. বয়োজ্যেষ্ঠরা আমাদের .....।
৪. ভক্তিতে থাকে ..... ভালোবাসা এবং পুণ্য।

#### ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

| বামপাশ                             | ডানপাশ                          |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ১. ধর্মের প্রতি বিশ্বাসকে এক কথায় | গুরুজন                          |
| ২. মা-বাবার স্থান আমাদের জীবনে     | পিতাহি পরমস্তপঃ                 |
| ৩. ছাত্রের কর্তব্য                 | বলা হয় ধর্মবিশ্বাস             |
| ৪. শিক্ষকগণও আমাদের                | সবার উপরে                       |
| ৫. পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ         | অধ্যয়ন করা<br>বিশ্বাস দৃঢ় করে |

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. গণেশের বাহন কী?

- |          |          |
|----------|----------|
| ক. হাঁস  | খ. পেঁচা |
| গ. ইঁদুর | ঘ. ময়ূর |

২. পিতা প্রীত হলে কারা তুষ্ট হন?

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. জ্ঞানীরা | খ. সাধকেরা |
| গ. খুঁফিরা  | ঘ. দেবতারা |

৩. বাঁধন প্রতিদিন সকালে তার আরাধ্য দেবতার পূজা না করা পর্যন্ত অন্য কোন কাজ করে না। এখানে বাঁধনের আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে-

- i. ধর্ম বিশ্বাস
- ii. মঙ্গলচিন্তা
- iii. কুসংস্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i        | খ. i ও ii      |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. আমরা ধর্মবিশ্বাস করব কেন?
২. ‘গুরুজনে ভক্তি’ ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৩. গুরুজনের প্রতি ভক্তির উপায়সমূহ লেখ।
৪. কর্তব্যবোধের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ধর্মপালনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
২. ধর্মাচরণে ভক্তির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।
৩. সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্যসমূহ চিহ্নিত কর।
৪. গণেশের মাতৃভক্তির শিক্ষা তুমি ব্যক্তি জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করবে? ব্যাখ্যা কর।

সূজনশীল প্রশ্ন:

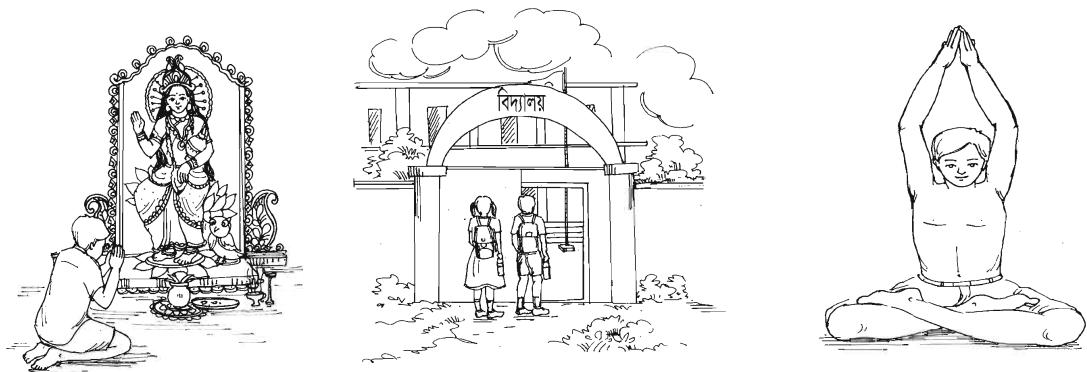
বিধান ষষ্ঠি শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনিই ছিলেন সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তি। এদিকে ডাক্তার বলেছেন যে, তার পিতাকে সুস্থ করে তুলতে পাঁচ লক্ষ টাকা লাগবে। কোনো উপায় না দেখে বিধানের মা হতাশ হয়ে পড়েন। বিধান এমন পরিস্থিতিতে মনোবল হারায় নি। সে নিজে একটি কারখানায় শ্রমিক হিসেবে যোগদান করে। দুইটি সম্প্রচার মাধ্যমে আর্থিক সাহায্যের আবেদন প্রেরণ করে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের অসহায়ত্বের বর্ণনা করে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করে। ভালো হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে বাবাকে সে সুস্থ করে তোলে। বাবা সুস্থ হয়ে বিধানের পড়াশুনা ঠিকমত চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। শেষ পর্যন্ত ছেলের ডাক্তারি পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে নিজেদের বাড়িতে বিক্রি করে দেন। বিধান আজ সমাজে সু-প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার।

- ক. কার্তিকের বাহন কী?
- খ. মানুষের ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে চলার মূল কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. বিধানের পিতার মধ্যে ‘ধর্মবিশ্বাস’ পরিচ্ছেদের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বিধানের মধ্যে ‘গুরুভক্তি’ কাজ করেছে কি? ‘ধর্মবিশ্বাস’ পরিচ্ছেদের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## চতুর্থ অধ্যায়

# নিত্যকর্ম ও যোগাসন

প্রতিদিনের কাজকেই বলা হয় নিত্যকর্ম। যেমন- প্রতিদিন প্রভাতে সূর্য প্রশাম একটি নিত্যকর্ম। নিত্যকর্ম মেনে চললে একদিকে নিয়মানুবর্তিতা শেখা যায় অপরদিকে ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে যোগ। যোগ বলতে বোঝায় ভগবান ও তাঁর সত্যচেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন। আসন হচ্ছে যোগের একটি অঙ্গ। স্থির ও সুখাবহ অবস্থার নামই আসন। যোগাসন অনুশীলনে কতগুলো সাধারণ নিয়ম মেনে চলতে হয়। তবেই এর সুফল পাওয়া যায়। নিয়মিত যোগাসন অনুশীলনে দেহকে বিভিন্ন রোগ থেকে দূরে রাখা যায়।



ফলে শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল ও সুন্দর হয়ে ওঠে এবং মনও হয়ে ওঠে আনন্দ ও শান্তিময়। সুতরাং দেহ ও মনকে সুস্থ রাখতে আসনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই অধ্যায়ে নিত্যকর্ম ও যোগাসন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

**এ অধ্যায় শেষে আমরা-**

- নিত্যকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- নিত্যকর্মের একটি মন্ত্র বা শ্লোক সরলার্থসহ বলতে এবং ব্যাখ্যা করতে পারব
- জীবনাচরণে নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- যোগাসনের ধারণা, সাধারণ নিয়ম ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- শবাসন ও সিদ্ধাসনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে এবং অনুশীলন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারব
- শরীর-মন গঠনে শবাসন ও সিদ্ধাসনের গুরুত্ব ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব
- নিত্যকর্ম ও শবাসন অনুশীলন করতে উদ্বৃদ্ধ হব
- নিত্যকর্ম ও শবাসন অনুশীলন করতে পারব।

### পাঠ ১ : নিত্যকর্মের ধারণা ও মন্ত্র

এই পৃথিবী বিরাট কর্মক্ষেত্র। এখানে সকলকেই কিছু না কিছু কর্ম করতে হয়। কেননা জাগতিক কর্ম ছাড়া জীবন ধারণ করা যায় না। তাই কর্মকে জীবন এবং ধর্ম বলা যায়। আমরা প্রতিদিন যে সকল কাজ করে থাকি তাই ‘নিত্যকর্ম’।

'ନିତ୍ୟ' ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟହ ବା ପ୍ରତିଦିନ । 'କର୍ମ' ମାନେ କାଜ । ସୁତରାଂ ଶାନ୍ତିକ ଅର୍ଥେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବଲତେ ବୋର୍ଦ୍ଦ ପ୍ରତିଦିନ ଯେ କାଜ ସମ୍ପଳ କରନ୍ତେ ହୁଏ । ପ୍ରତିଦିନେର କର୍ମସୂଚି ଠିକ କରେ ନିୟମିତଭାବେ ତା ପାଲନ କରନ୍ତେ ହୁଏ । ମୋଟକଥା ପ୍ରତିଦିନ ସୁମ ଥେବେ ଉଠେ ଶାରାଦିନ ଧରେ ଏବଂ ରାତେ ସୁମାତେ ଯାଓଯାଇ ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ କାଜ ନିଷ୍ଠାର ସାଥେ ପାଲନ କରା ହୁଏ ସେଗଲୋକେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ବଲେ

ଉଦାହରଣସଙ୍କଳନ ବଜୀ ଯାଇ, ତୋରେ ସୁମ ଥେବେ ଉଠେ ଇଶ୍ଵର ଓ ଶୁଭର ନାମ ଶ୍ରବନ କରା, ପିତାମାକେ ପ୍ରଗାମ କରା, ହାତ ମୁଖ ଧୁମେ ଘାନ କରେ ପୂଜା ଓ ଉପାସନା କରା, ଶେଖାପଡ଼ା, ଖେଳାଖୁଲା ଓ ବ୍ୟାଯାମ କରା ଇତ୍ୟାଦି ।

### ନିତ୍ୟକର୍ମେର ମତ୍ତେ :

ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରଭାତେ ସୂର୍ଯ୍ୟପାଦିଶଃ ଏକଟି ନିତ୍ୟକର୍ମ । ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ନିୟମିତ ମତ୍ତେ ପ୍ରଗାମ ଜାନାନ୍ତେ ହୁଏ :

ଓঁ জৰাকুসুমসজ্জাশঃ কাশ্যপেয়ঃ মহাদৃতিম্

ধ্বান্তারিং সর্বপাপয়ঃ প্রণতেচুশি দিবাকরম্ ॥

ସରଳାର୍ଥ : କଶ୍ୟପେର ପୁତ୍ର, ଜବା ଫୁଲେର ମତୋ ରଜବର୍ଷ,  
ମହାଦୂତିମଯ, ଅଞ୍ଜକାର ଦୂରକାରୀ, ସର୍ବପାପ ବିନାଶକାରୀ  
ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଆମି ପ୍ରଗାମ ଜାନାଇ ।



- |             |   |
|-------------|---|
| ଦୀର୍ଘ କାଜ : | <ul style="list-style-type: none"> <li>* ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ପ୍ରଗାମ ମଞ୍ଚଟି ଆବୃତ୍ତି କର ।</li> <li>* ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାର ପୌଚଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲେଖ ।</li> <li>* ପ୍ରତିଦିନେର ନିତ୍ୟକର୍ମେର ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କର ।</li> </ul> |
|-------------|---|

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ଜାଗତିକ, ଶ୍ରବନ, ସଜ୍ଜାଶଃ, କଶ୍ୟପେଯ়ঃ, ମହାଦୂତିମ୍,  
ধ୍ବାନ୍ତାରିঃ, ସର୍ବପାପଯ়ঃ, ପ୍ରଣତେଚୁଶି ।

### ପାଠ ୨ : ନିତ୍ୟକର୍ମେର ଉତ୍ସୁକ୍ତ ଓ ପ୍ରଭାବ

ନିତ୍ୟକର୍ମ କରିଲେ ନିୟମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ଶେଖା ଯାଇ । ସମୟେର କାଜ ସମୟେ ଶେଷ ହୁଏ; କୋନୋ କାଜଟି ଏକେବାରେ ଅସମାନ ପଡ଼େ ଥାକେ ନା । କାଜେ ନିଷ୍ଠାବାନ ହେଉଥାଇ ଏବଂ ଶୁଜୁଖଲା ବଜାୟ ଥାକେ । ନିୟମିତ ବ୍ୟାଯାମ, ଖେଳାଖୁଲା ଏବଂ ଆହାର ଗ୍ରହଣ ଶରୀର ଭାଲୋ ଥାକେ । ଶରୀର ସୁହୃ ଥାକିଲେ ମନ ଭାଲୋ ଥାକେ । ମନ ଭାଲୋ ଥାକିଲେ ପରିବେଶକେ ଭାଲୋ ଲାଗେ ଏବଂ ସକଳ କାଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସାଥେ ମନୋନିବେଶ କରା ଯାଇ । ନିୟମିତ ପିତା-ମାତାକେ ପ୍ରଗାମ କରିଲେ

তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সুগভীর হয়। মানুষের প্রতি প্রীতি জন্মে। নিয়মিত অধ্যয়ন করলে ভালো ফলাফল করা যায়। জ্ঞানের ভাগুর সমৃদ্ধ হয় এবং জীবনে সফলতা আসে। নিয়মিত পূজা ও উপাসনা দ্বারা ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তিকে সন্তুষ্ট করা হয়। তাই আমরা গৃহে দেবতার বিগ্রহ বা প্রতিমা স্থাপন করে প্রতিদিন পূজা করি। আবার বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ দেবতার পূজা করি। এভাবে নিয়মিত পূজা ও উপাসনার ফলে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি সুগভীর হয় এবং ঈশ্বরের সাম্রাজ্য লাভ করা যায়।

আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত একটি সুন্দর জীবন যাপনের পথ অনুসন্ধান করা। সুতরাং আমরা নিত্যকর্মের নিয়মাবলি মেনে চলব এবং নিজের কাজে নিষ্ঠাবান থাকব। আমাদের হৃদয়ে থাকবে সুগভীর ঈশ্বরভক্তি।

**দলীয় কাজ :**

- \* নিত্যকর্ম মেনে চলার পক্ষে পাঁচটি যুক্তি লেখ।
- \* নিত্যকর্ম মেনে না চললে কী কী অসুবিধা হতে পারে?- তার একটি তালিকা তৈরি কর।

**নতুন শব্দ :** নিষ্ঠাবান, সমৃদ্ধ, সাম্রাজ্য, ধৈর্য, প্রীতি, অধ্যয়ন, অনুসরণ।

### পাঠ ৩ : যোগাসনের ধারণা

ঈশ্বর আরাধনার একটি পদ্ধতি হচ্ছে ‘যোগ’। সাধারণ ভাবে ‘যোগ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর সঙ্গে অন্য কিছু যুক্ত করা। ধর্ম অনুশীলনের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার বা ঈশ্বরের যোগসাধন করা। ‘যোগ’ শব্দটি সংস্কৃত ভাষা ‘যজ্ঞ’ ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এর প্রধান অর্থ হলো মিল। যোগত্ত্বিয়া জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন ঘটায়। আবার চিত্ত নিবৃত্তির এক নাম হলো যোগ। যোগ দর্শনের প্রণেতা মহার্ষি পতঞ্জলি ‘যোগ’ শব্দের অর্থ করেছেন চিত্তবৃত্তি নিরোধ। সুতরাং যোগ বলতে বোঝায়, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করে নিষ্কামভাবে ভগবানের সঙ্গে ও তাঁর সত্য চেতনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

যোগের আটটি অঙ্গ। যথা-

- ১। যম - যম মানে সংযমী হওয়া।
- ২। নিয়ম - শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া। নিয়মিত ও পরিমিত খান, আহার ও বিশ্রাম করা।
- ৩। আসন - বিশেষ ভঙ্গিতে বসাকে আসন বলে।
- ৪। প্রাণায়াম - শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতিকে প্রাণায়াম বলে।
- ৫। প্রত্যাহার - মনকে বহিমুখী হতে না দিয়ে অন্তর্মুখী করাকে প্রত্যাহার বলে।
- ৬। ধারণা - কোনো এক বিষয়ে মনকে একাগ্র করা।
- ৭। ধ্যান - কোনো এক বিষয়ে মনের অবিচ্ছিন্ন চিন্তা।
- ৮। সমাধি - ধ্যানস্থ অবস্থায় মন যখন ইষ্টচিন্তায় সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন থাকে তখন সে অবস্থাকে বলা হয় সমাধি।

**একক কাজ :** যোগের অঙ্গগুলো ধারাবাহিক ভাবে লেখ।

ଆସନ ଯୋଗେର ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗ । ସ୍ଥିରସୁଖମାସନମ୍ - ସ୍ଥିର ଓ ସୁଖାବହ ଅବହିତିର ନାମଇ ଆସନ । ସୁତରାଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରାର ଜନ୍ୟ ଯେଭାବେ ଶରୀରକେ ରାଖିଲେ ଶରୀର ସ୍ଥିର ଥାକେ ଅଥଚ କୋନୋ କଟେର କାରଣ ଘଟେ ନା, ତାକେ ଯୋଗାସନ ବଲେ ।

ଟେଶ୍ଵର ଆରାଧନାର କ୍ଷେତ୍ରେ ଦେହ ଏବଂ ମନ ଉଭୟରେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଯେଛେ । ଦେହକେ ଆଶ୍ରୟ କରେ ଧର୍ମ ସାଧନା ଅଗସର ହୁଁ । ତାଇ ଦେହକେ ସୁହୁ ରାଖା ସାଧନାର ପୂର୍ବଶର୍ତ୍ତ । ଆର ଯୋଗାସନ ହଚେ ଦେହ ଓ ମନକେ ସୁହୁ ରାଖାର ଏକଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସେଜନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନକାଳେ ମୁନି-ଖ୍ୟାମିଗଣ ଶରୀର ଓ ମନକେ ସୁହୁ ରାଖାର ଉପାୟ ହିସେବେ ଯୋଗାସନ ଅନୁଶୀଳନରେ ବିଧାନ ଦିଯେ ଗେଛେ । ଯୋଗାସନର ସଂଖ୍ୟା ଅନେକ, ଯେମନ- ଶବାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ, ଗୋମୁଖାସନ, ସର୍ବାଙ୍ଗାସନ ଇତ୍ୟାଦି ।

**ଏକକ କାଜ :** ଦେହ ଓ ମନେର ସାଥେ ଯୋଗାସନର ସମ୍ପର୍କ ଚିହ୍ନିତ କର ।

**ନତୁନ ଶବ୍ଦ :** ଜୀବାଆ, ପରମାଆ, ଯୋଗକ୍ରିୟା, ଚିନ୍ତା ନିବୃତ୍ତି, ମହର୍ଷି, ଚେତନା, ସଂୟମୀ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଏକାଗ୍ର, ଅବିଚିନ୍ନ, ଆରାଧନା, ବିଧାନ, ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଶବାସନ, ସିଦ୍ଧାସନ ।

### ପାଠ ୪ : ଯୋଗାସନର ସାଧାରଣ ନିୟମ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱ

#### ଯୋଗାସନର ସାଧାରଣ ନିୟମ :

ଯୋଗାସନ ଅନୁଶୀଳନ କରତେ ହଲେ ଅବଶ୍ୟକ କତଞ୍ଜଳୋ ସାଧାରଣ ନିୟମ ମେନେ ଚଲତେ ହୁଁ । ଯେମନ-

- ୧ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଥାକା ଦରକାର । ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧୟାଯ ଯୋଗାସନ ଅନୁଶୀଳନ କରା ଭାଲୋ ।
- ୨ । ତରା ପେଟେ ଅଥବା ଏକେବାରେ ଖାଲି ପେଟେ ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରା ଠିକ ନାଁ । ସାମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ହାଲକା ଖାବାର ଖେଯେ କିଛୁଟା ସମୟ ପରେ ଯୋଗାସନ ଅଭ୍ୟାସ କରତେ ହବେ ।
- ୩ । ନରମ ବିଛାନାର ଓପର ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରା ଯାବେ ନାଁ । ମେବେର ଉପର କମ୍ବଲ, ଶତରଞ୍ଜ ବା ଏଇ ଜାତୀୟ କିନ୍ତୁ ବିଛିଯେ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନ କରତେ ହବେ ।
- ୪ । ଯୋଗାସନ କୋନୋ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନେ ବା ନିଭୃତ କଷ୍ଟେ ଆଲୋ - ବାତାସ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନେ କରା ଦରକାର, ଯେନ କୋନୋ ବାଧା ବିପନ୍ନି ନା ଆସେ ।
- ୫ । ଆସନ କରାର ସମୟ ଆଟ୍ସାଟ ଭାରି ପୋଶାକ ନା ପରେ ଟିଲେଟାଲା ହାଲକା ପୋଶାକ ପରା ଉଚିତ ।
- ୬ । ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରାର ସମୟ ମନକେ ଧୀର, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରାଖତେ ହୁଁ ।
- ୭ । ଆସନ ଅଭ୍ୟାସକାଳେ ଶ୍ଵାସ - ପ୍ରଶ୍ଵାସ ସ୍ଵାଭାବିକ ଥାକବେ ।
- ୮ । ଆସନ ଅବଶ୍ୟାୟ ମୁଖେ ଯେନ କୋନୋ ବିକୃତି ନା ଆସେ ।

৯। আসন অভ্যাসকালে জোর করে বা ঝাঁকুনি দিয়ে কোনো ভঙ্গিমা বা প্রক্রিয়া করা ঠিক নয়।

১০। নিয়মানুযায়ী প্রত্যেকটি আসন করার পর শবাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

**দলীয় কাজ :** যোগাসনের নিয়মাবলির একটি তালিকা তৈরি কর।

### যোগাসনের গুরুত্ব :

নিয়মিত যোগাসনে দেহে স্থিরতা আসে, দেহ সুস্থ থাকে এবং দেহ লঘুভার হয়। আসন কোনো জিমন্যাস্টিক ব্যায়াম নয়, শুধুই দেহভঙ্গি। এ দেহভঙ্গিতে দেহের প্রতিটি পেশি, ম্যায় ও গ্রহিত ব্যায়াম হয়। তাতে দেহ ও মনের কর্মতৎপরতা, সুস্থিতি, সহিষ্ণুতা ও জীবনী শক্তি বৃদ্ধি পায়। আসনে দেহের গঠন সুন্দর ও উজ্জ্বল হয়, দেহ বলশালী ও নমনীয় হয় এবং দেহ রোগমুক্ত থাকে। দেহের রক্ত প্রবাহ বিশুদ্ধ হয়। দেহের মেদ কমাতে, শীর্ণতা দূর করতে যোগাসন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। যোগাসন দেহের অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে। যোগাসনে আত্মা ও মন একই কেন্দ্রবিন্দুতে নিবন্ধ হওয়ার ফলে চিন্তাধ্বল্য কমে। আসনের প্রকৃত গুরুত্ব এই যে, আসন মনকে বশে এনে উর্ধ্বর্লোকে নিয়ে যায়। যোগসাধক প্রথমে আসনের মাধ্যমে সুস্থান্ত্রণ লাভ করেন তারপর তিনি অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত হন। তিনি তাঁর সমস্ত কর্ম ও ফল বিশ্বেবায় স্টোরে সমর্পণ করেন।

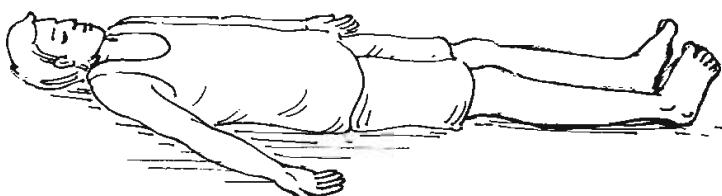
**দলীয় কাজ :** যোগাসন অনুশীলনের প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

**নতুন শব্দ :** শতরঞ্জি, বিধেয়, প্রফুল্ল, বিকৃতি, লঘুভার, পেশি, ম্যায়, গ্রহি, কর্মতৎপরতা, সুস্থিতি, সহিষ্ণুতা, নমনীয়, শীর্ণতা, অবসাদ, চিন্তাধ্বল্য, অধ্যাত্ম, সমর্পণ।

### পাঠ ৫ : শবাসনের ধারণা ও অনুশীলন পদ্ধতি

‘শব’ শব্দের অর্থ মৃতদেহ। মৃতব্যক্তির মতো নিষ্পন্দ ভাবে শুয়ে যে আসন করা হয় তার নাম শবাসন। মৃতব্যক্তির যেমন তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর কোনো কর্তৃত্ব থাকে না, তেমনি শবাসন অবস্থায় আসনকারীর দেহের কোন অংশে তার কোন কর্তৃত্ব থাকবে না।

শবাসনের লক্ষ্য মৃতদেহের মতো নিশ্চল নিঃসাড় হয়ে শুয়ে থাকা, কিন্তু চেতনা হারানো নয়।



### ଅନୁଶୀଳନ ପଦ୍ଧତି :

ମାଟିତେ ଚିଂ ହୟେ ଶୁଯେ ପା ଦୁଟି ଲସା କରେ ଦିତେ ହବେ । ପା ଦୁଟୋର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଫୁଟେର ମତୋ ଫାଁକା ଥାକବେ ଏବଂ ହାତ ଦୁଟୋକେ ଲସାଲମ୍ବିତାବେ ଶରୀରେ ଦୁ-ପାଶେ ଉରୁ ଥେକେ ଏକଟୁ ଦୂରେ ରାଖିତେ ହବେ । ହାତେର ପାତା ଉପରେ ଦିକେ ଖୋଲା ଥାକବେ । ଚୋଖ ବନ୍ଧ, ଘାଡ଼ ସୋଜା, ଗୋଟା ଶରୀର ଶିଥିଲ ଅବହ୍ୟ ଥାକବେ । ଏବାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାର ପାଂଚ ବାର ଲସା ଶ୍ଵାସ ଗ୍ରହଣ ଓ ତ୍ୟାଗ କରତେ ହବେ । ଦୈନିକ ଯୋଗଭ୍ୟାସେ କଠିନ ଆସନ କରାର ପର ବିଶ୍ରାମେର ଜନ୍ୟ ଏହି ଆସନ ୫ ଥେକେ ୧୦ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରା ଉଚିତ । ଏହାଡ଼ା ଆଲାଦା ଭାବେ ଅନ୍ତର ୧୫ ମିନିଟ ଶବାସନ କରା ପ୍ରୟୋଜନ ।

**ଏକକ କାଜ :** ଶବାସନ ଅନୁଶୀଳନ କରେ ଦେଖାଓ ।

### ପାଠ ୬ : ଶବାସନେର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପ୍ରଭାବ

ଶରୀର ଶିଥିଲକରଣ ବା ବିଶ୍ରାମେର ଜନ୍ୟ ଶବାସନ ଯୋଗସାଧନାର ଏକଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଆସନ । ଏତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରେ ସୁନ୍ଦରୋଧ ହୟ, ମ୍ଲାୟମଙ୍ଗଲୀ ଓ ଶିରା ଉପଶିରାଙ୍ଗଲୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ ପାଇ, ଶରୀର ଓ ମନେର ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୟେ ଯାଇ । ଫଳେ ଶରୀର, ମନ, ମନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଆଆଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ରାମ, ଶକ୍ତି, ଉତସାହ ଓ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ ।

ମାନସିକ ଟେନଶନ, ବେଶି ବା କମ ରକ୍ତଚାପ, ହଦରୋଗ, ପେଟେ ଗ୍ୟାସ, ଡାୟାବେଟିସ ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ଉପଶମେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଶବାସନ ଉତ୍ତର୍ମଧ୍ୟ ଭୂମିକା ରାଖେ । ଆଧୁନିକ ଯତ୍ରସଭ୍ୟତାର ପୀଡ଼ନେ ମାନୁଷେର ମ୍ଲାୟର ଉପର ପ୍ରଚଞ୍ଚ ଚାପ ପଡ଼େ, ସେଇ ଚାପେର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶବାସନ । ଅନିଦ୍ରାର ଜନ୍ୟ ଏହି ଆସନ ସର୍ବୋତ୍ତମ । ରାତେ ସୁମାତେ ଯାଓଯାର ପୂର୍ବେ ୫-୭ ମିନିଟ ବା ତାର ବେଶ ଏହି ଆସନ କରେ ଆଣେ ଆଣେ ବିଛାନାୟ ଗିଯେ ଶୁଯେ ପଡ଼ିଲେ କିଛୁକ୍ଷଣେର ମଧ୍ୟେଇ ସ୍ଥିର ଆସେ । ଶରୀର ଶିଥିଲ କରେ ଦିଯେ ବିଶ୍ରାମ କରାର ଏହି କୌଶଳ ଆୟତ୍ତ କରଲେ ସ୍ଥମନେକେ ଜୟ କରା ଯାଇ । ଛାତ୍ର-ଛାତ୍ରୀଦେର ପରିଷ୍କାର ସମୟ ଆସନଟି ମାନସିକ ଚାପ କରାତେ ଖୁବଇ ସହାୟତା କରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ପଡ଼ାଣ୍ଡନାର ପର ଏହି ଆସନେ କିଛୁକ୍ଷଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଲେ ଅବସାଦ, କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୟ, ନତୁନ ଉଦୟମ ଫିରେ ଆସେ, ମୃତି ଶକ୍ତିଓ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ସାଧକେରା ଏହି ଆସନେର ସାହାୟ୍ୟେ ଯୋଗନିଦ୍ରା ଆୟତ୍ତ କରେ ଉଚ୍ଚତରେର ଅନୁଭୂତିର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରତେ ପାରେନ । ଏହି ଆସନେ ଧ୍ୟାନେର ସ୍ଥିତିର ବିକାଶ ହୟ । ଯେ କୋନୋ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନେର ପର ଶବାସନେ ବିଶ୍ରାମ ନିତେ ହୟ । ଆମରା ଯତକ୍ଷଣ ଏକଟି ଆସନେର ଭଞ୍ଜିମାଯ ଥାକି ତଥନ ଯତଟା ଉତ୍ସ ଆସନେର ଉପକାରିତା ଲାଭ କରି ତାର ଚେଯେ ଅନେକ ବେଶି ଉପକୃତ ହିଁ ଆସନ ଅଭ୍ୟାସେର ପର ଶବାସନ କରେ ।

**ଦଳୀଯ କାଜ :** ଶବାସନେର ଉପକାରିତା ଲିଖେ ଏକଟି ପୋସ୍ଟାର ତୈରି କର ।

**ନତୁନ ଶବ୍ଦ :** ନିଶଳ, ନିଃସାଡ଼, ଶିଥିଲ, ଉପଶମ, ପୀଡ଼ନ, ପ୍ରତିଷେଧକ, ଉଦୟମ, ଯୋଗନିଦ୍ରା ।

### ପାଠ ୭ : ସିଦ୍ଧାସନେର ଧାରଣା ଓ ଅନୁଶୀଳନ ପଦ୍ଧତି

ସାଧନାୟ ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଦେର ମଧ୍ୟେ ବିଶେଷଭାବେ ଅନୁସୃତ ହୋଇଥାର ଫଳେ ଏହି ଆସନେର ନାମ ସିଦ୍ଧାସନ ହୟେଛେ । ଏହି ଆସନଟି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀଗଣ ପ୍ରାୟଇ କରନେନ ବା କରେନ । ଏହି ଦେଖିତେ ସାଧୁଦେର ଧ୍ୟାନେର ମତୋ । ସେଜନ୍ୟ ଏହି ଆସନକେ ସିଦ୍ଧାସନ ବଲା ହୟ ।

### অনুশীলন পদ্ধতি :

সামনের দিকে পা ছড়িয়ে শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড সোজা করে বসতে হবে। এবার ডান পা হাঁটু থেকে গোড়ালি দু-পায়ের সংযোগ স্থলে স্পর্শ করে রাখতে হবে। তারপর বাঁ পা হাঁটু ভেঙ্গে ডান পায়ের উপর রাখতে হবে। দু-পায়ের গোড়ালি তলপেটের নিচে লেগে থাকবে। এবার হাত দুটা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। হাতের তালু উপর দিকে করে ডান হাতের কজি ডান হাঁটুর উপর আর বাঁ হাতের কজি বাঁ হাঁটুর উপর রাখতে হবে। দু-হাতের বুঢ়ো আঙুল আর তর্জনী ছেঁয়াতে হবে। অন্য আঙুলগুলো



সোজা থাকবে। তারপর পিঠ, ঘাড় আর মাথা সোজা রেখে চোখ বন্ধ করে দুই-দুয়ের মাঝে মনকে একাগ্র করার চেষ্টা করতে হবে। শ্঵াস-শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে। পা বদল করে আসনটি পাঁচ মিনিট করতে হবে। শেষে শিক্ষাসনে বিশ্রাম নিতে হবে।

**একক কাজ :** সিক্ষাসন অনুশীলন পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বল এবং বোর্ডে লেখ।

### পাঠ ৮ : সিক্ষাসনের শুরুত্ব ও প্রভাব

সিক্ষাসনে শরীরের বিশ্রাম হয়। এই আসনে বসে থাকার ফলে শরীর যেমন বিশ্রাম পায়, তেমনি দুই পা আড়াআড়ি আর পিঠ সোজা থাকার ফলে মন ছির ও তৎপর থাকে। হাঁটু আর গোড়ালির গাঁট শক্ত হয়ে গেলে এই আসনে উপকার পাওয়া যায়। এই আসনে কটিদেশে আর উদরাঞ্চলে ভালো রক্তসঞ্চালন হয় এবং এর ফলে যেবুদ্ধের নিম্নভাগ আর পেটের ডেতরকার প্রত্যঙ্গগুলো সতেজ ও সবল হয়। কোমর ও হাঁটুর সঞ্চিহ্ন সবল হয়। এই আসন অভ্যাসে উদরাময়, হৃদরোগ, বজ্জ্বা, ডায়াবেটিস, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ দূর হয়। অর্থ রোগে এই আসন অত্যন্ত ফলপ্রদ। সিক্ষাসনে বসে জপ, প্রাণয়াম ও ধ্যানধারণাদি অভ্যাস করলে সহজে ও অল্প সময়ের মধ্যে সিদ্ধিলাভ করা যায়।

**দলীল কাজ :** সিক্ষাসন অনুশীলনের উপকারিতা লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

**নতুন শব্দ :** অনুসৃত, সংযোগ, তর্জনী, গাঁট, কটিদেশ, উদরাঞ্চল, সতেজ, সঞ্চিহ্ন, উদরাময়, অর্থরোগ, ফলপ্রদ, সিদ্ধিলাভ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

**ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରି:**

୧. ଏହି ପୃଥିବୀ ବିରାଟ ..... ।
୨. ଆମରା ଗ୍ରେ ଦେବତାର ..... ସ୍ଥାପନ କରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରି ।
୩. ଦେହକେ ସୁଖ ରାଖା ..... ପୂର୍ବଶର୍ତ୍ତ ।
୪. ଯୋଗାସନ ଅନୁଶୀଳନେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ..... ଥାକା ଦରକାର ।
୫. ଧ୍ୟାନ ହଚ୍ଛେ କୋନ ଏକ ବିଷୟେ ..... ଅବିଚିହ୍ନ ଚିନ୍ତା ।

**ଡାନପାଶ ଥେକେ ଶକ୍ତ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ନିୟେ ବାମ ପାଶେର ସାଥେ ମିଳ କରି :**

| ବାମପାଶ                                      | ଡାନପାଶ                            |
|---|-----------------------------------|
| ୧. ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଖେଳାଧୁଲା ଏବଂ ଆହାର ଗ୍ରହଣେ | ସଂୟମୀ ହୁଏଯା                       |
| ୨. ଆସନ କୋନ ଜିମନ୍ୟାସ୍ଟିକ                     | ସିଦ୍ଧାସନ                          |
| ୩. ସମ ଶଦେର ଅର୍ଥ                             | ବ୍ୟାୟାମ ନୟ ଶୁଦ୍ଧ ଦେହ ଭଞ୍ଚି        |
| ୪. ସାଧୁଦେର ଧ୍ୟାନେର ମତୋ ଦେଖିତେ               | ଶରୀର ଭାଲୋ ଥାକେ<br>ମନକେ ଏକାଗ୍ର କରା |

**ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ :**

୧. ଯୋଗଦର୍ଶନେର ପ୍ରଣେତା କେ?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| କ. ବଶିଷ୍ଠ   | ଖ. ପତଞ୍ଜଲି    |
| ଗ. ରାମକୃଷ୍ଣ | ଘ. ବାମାକ୍ଷେପା |

୨. ଆମରା ଯୋଗାସନ ଅନୁଶୀଳନ କରି, କାରଣ ଏର ଫଳେ -

- i. ଶରୀର ସୁନ୍ଦ୍ର ଥାକେ
- ii. ମନେ ଶ୍ରିରତା ଆସେ
- iii. ଜୀବାତ୍ମାର ସାଥେ ପରମାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ ଘଟେ

**ନିଚେର କୋନଟି ସଠିକ୍ ?**

- |        |                |
|--------|----------------|
| କ. i   | ଖ. ii          |
| ଗ. iii | ଘ. i, ii ଓ iii |

**নিচের অনুচ্ছেদটি পঢ় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:**

সাগর প্রতিদিন তোরে ঘূম থেকে উঠে এবং বাইরে এসে পূর্বমুখী হয়ে হাত জোড় করে মন্ত্রপাঠ করে। এরপর নিয়মানুসারে প্রাত্যহিক কাজগুলো সম্পাদন করে।

৩. সাগর প্রতিদিন কোন দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে মন্ত্র পাঠ করে?

- |          |           |
|----------|-----------|
| ক. অগ্নি | খ. সূর্য  |
| গ. বাযু  | ঘ. ইন্দ্ৰ |

৪. সাগরের প্রাত্যহিক কর্মের মধ্যে ফুটে উঠেছে -

- i. নিষ্ঠা
- ii. ঈশ্বর ভজি
- iii. নিয়মানুবর্তিতা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

**বর্ণনামূলক প্রশ্ন :**

১. 'নিত্যকর্ম' করলে নিয়মানুবর্তিতা 'শেখা যায়'- কথাটি তোমার নিজ কর্ম অনুশীলনের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
২. শবাসন অনুশীলনের প্রভাব চিহ্নিত কর।
৩. সিঙ্কাসনের দুটি প্রভাব লেখ।
৪. নিত্যকর্মের গুরুত্ব ও প্রভাব ব্যাখ্যা কর।
৫. যোগাসন অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

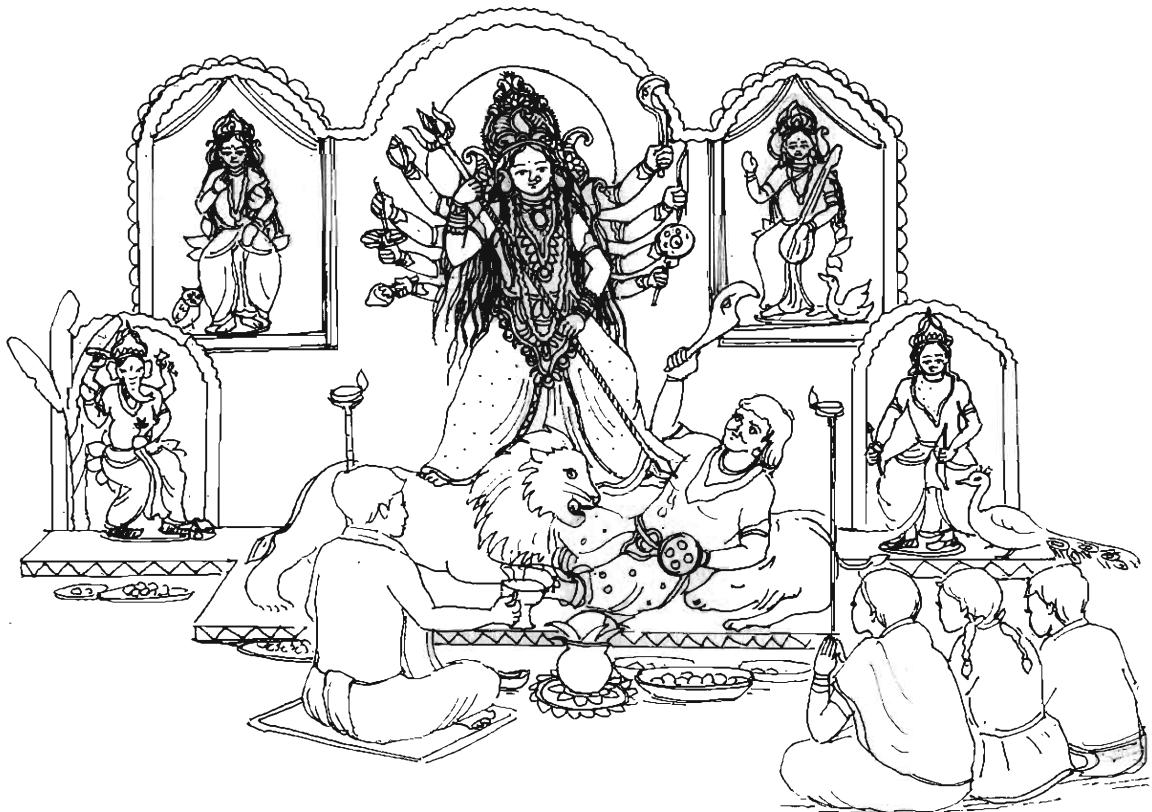
### **ସ୍ଵଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ଷଣ:**

ସର୍ତ୍ତ ଶ୍ରେଣିର ଛାତ୍ରୀ ଜୟିତା ଖୁବଇ ଚଥୁଳମତି । ଲେଖାପଡ଼ାୟ ମନୋଯୋଗ କମ । ପରୀକ୍ଷା ଆସଲେ ରାତ ଜେଗେ ପଡ଼ାଣୁନା କରେ । ଏତେ ସେ ଅସୁନ୍ଦର ହୟେ ପଡ଼େ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳାଫଳରେ ଭାଲୋ ହୟ ନା । ଜୟିତାର ମାମା ବେଡ଼ାତେ ଏସେ ଏ ଅବଙ୍ଗ୍ରା ଦେଖେ ତାକେ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନେର ପରାମର୍ଶ ଦେନ । ଜୟିତା ଏର ମାଧ୍ୟମେ ସୁନ୍ଦର ହୟେ ଓଠେ ଏବଂ ପଡ଼ାଲେଖାୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୟ ।

- |    |  |   |
|----|--|---|
| କ. | ‘ଯୋଗ’ ଶବ୍ଦଟି କୋନ ଧାତୁ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକାକିରି ଏବଂ ଏକାକିରି ?   | ୧ |
| ଖ. | ଯୋଗାସନ ବଲତେ କୀ ବୋକାୟ ?   | ୨ |
| ଗ. | ଜୟିତା କୋନ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନେର ମାଧ୍ୟମେ ପଡ଼ାଲେଖାୟ ମନୋଯୋଗୀ ହୟେଛେ ? ଏହି ଆସନଟିର<br>ଅନୁଶୀଳନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର । | ୩ |
| ଘ. | ତୁ କି ମନେ କର ଜୟିତା ଉକ୍ତ ଆସନ ଅନୁଶୀଳନେ ବେଶି ଉପକୃତ ହବେ ? ତୋମାର ଉତ୍ତରର<br>ସମ୍ପର୍କେ ଯୁକ୍ତି ଦାଓ ।          | ୪ |

## দেব-দেবী ও পূজা-পার্বণ

ঈশ্বরের সাকার রূপকে দেব-দেবী বলে। যেমন- ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, দুর্গা, কালী ইত্যাদি। এ সকল দেব- দেবী ঈশ্বরের বিশেষগুণ ও ক্ষমতার অধিকারী। এই শক্তি বা গুণ লাভ করার জন্য আমরা দেব-দেবীর পূজা করি।



পূজা শব্দের অর্থ প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা করা। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। পূজা বলতে বোঝায় ঈশ্বরের প্রতীক বা তাঁর কোনো রূপকে ফুল ও নানা উপকরণ দিয়ে স্তুতি করা এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা।

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দ। অর্থাৎ যে উৎসবগুলো পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে, এমন ধরনের অনুষ্ঠানকে পার্বণ বলে অভিহিত করে থাকি। এ অধ্যায়ে দেব-দেবীর ধারণা, পূজা-পার্বণের ধারণা, পূজার গুরুত্ব, গণেশ দেব ও সরস্বতী দেবীর পূজা পদ্ধতি, পূজার শিক্ষা ও প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

### ଏ ଅଧ୍ୟାର ଶେଷେ ଆମରା-

- ଦେବ-ଦେବୀ ସମ୍ପର୍କେ ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ପୂଜା-ପାର୍ବତେ ଧାରଣା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଗଣେଶ ଦେବେର ପରିଚୟ ଓ ପୂଜା ପର୍ଜନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରିବ
- ଗଣେଶ ଦେବେର ଥ୍ରୀମ ମନ୍ତ୍ରସହ ସରଳାର୍ଥ ବଲତେ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ଜୀବନାଚରଣେ ଗଣେଶ ଦେବେର ପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାରିବ
- ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପରିଚୟ ଓ ପୂଜା ପର୍ଜନୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରିବ
- ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାର ଥ୍ରୀମ ଓ ପୁଞ୍ଚପାଞ୍ଚଲି ମନ୍ତ୍ର ସରଳାର୍ଥସହ ବଲତେ ଓ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରିବ
- ସମାଜ ଓ ନିଜ ଜୀବନେ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରତେ ପାରିବ
- ଗଣେଶ ଓ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜାଯ୍ୟ ଉତ୍ସବ ହବ ।

### ପାଠ ୧: ଦେବ-ଦେବୀର ଧାରଣା

ଇଶ୍ୱରେର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଯଥନ ଆକାର ପାଇଁ, ତଥନ ତାଁଦେର ଦେବ-ଦେବୀ ବଲେ । ଅର୍ଥାଏ ଦେବ-ଦେବୀରା ଇଶ୍ୱରେର ସାକାର ରୂପ । ଯେମନ- ବ୍ରକ୍ଷା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ, ଦୁର୍ଗା, ସରସ୍ଵତୀ, ଲଙ୍ଘୀ, ଗଣେଶ ପ୍ରଭୃତି । ଏହା ସକଳେଇ ଇଶ୍ୱରେର ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ବା ଗୁଣେର ଅଧିକାରୀ । ବ୍ରକ୍ଷା ସୃଷ୍ଟି କରେନ, ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରେନ ଏବଂ ଶିବ ଧ୍ୱନି କରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେନ । ଆବାର ସରସ୍ଵତୀ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ, ଗଣେଶ ସଫଳତାର ଦେବତା । ଏରକମ ଅନେକ ଦେବ-ଦେବୀ ରହେଛେ ।



ଏ ସକଳ ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଆମରା ତାଁଦେର ପ୍ରତି ଶକ୍ତି ଜ୍ଞାନାଇ । ତାଁଦେର କାହ ଥେକେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି । ପ୍ରାର୍ଥନାୟ ଦେବ-ଦେବୀରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହନ । ଆମାଦେର ଯଜ୍ଞାଳ କରେନ ।

নতুন শব্দ: প্রতিপালন, ভারসাম্য।

### পাঠ ২ : পূজা-পার্বণের ধারণা

#### পূজা

সাধারণ অর্থে পূজা বলতে প্রশংসা করা বা শ্রদ্ধা নিবেদন করাকে বোঝায়। কিন্তু হিন্দুধর্মে পূজা সাকার উপাসনার পদ্ধতি। এক্ষেত্রে দেব-দেবীর প্রশংসা বা শ্রদ্ধা করার জন্য তাঁদের সেবা, স্তুতি ও গুণকীর্তন করে প্রণাম করা হয়। নিবেদন করা হয় পৃষ্ঠ-পত্র, ধূপ-দীপ, জল, ফল ইত্যাদি নৈবেদ্য। জীবের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করা হয়। এক্ষেত্রে এ বিষয়গুলোকে পূজা বলে।

পূজার আচরণগত দিক বলতে পূজা করার নীতি-নীতিকে বোঝানো হয়। অর্থাৎ পূজা কীভাবে করতে হবে, কীভাবে প্রতিমা নির্মাণ করতে হবে, কীভাবে ইধরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, কী কী উপাচারের প্রয়োজন হবে ইত্যাদি বিষয় পূজার আচরণগত দিকের সঙে সংশ্লিষ্ট। দেশ ও অঞ্চল ভেদে পূজা পদ্ধতির ভিন্নতা রয়েছে। তবে পূজা করার মৌলিক দিকগুলোর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। আবাহন, অর্ঘ প্রদান, ধ্যান, পূজামন্ত্র, পৃষ্ঠপাঞ্জলি, প্রার্থনা যজ্ঞ, প্রণাম যজ্ঞ ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন অঙ্গ। আমরা প্রতিদিন পূজা করি। আবার প্রতি সপ্তাহ প্রতি মাস বা বছরের বিশেষ বিশেষ সময়েও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার আয়োজন করে থাকি। দেব-দেবী অনুসারে পূজা পদ্ধতি ও যজ্ঞ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তবে যে-কোনো দেব-দেবীর পূজা করার ক্ষেত্রে কতগুলো সাধারণ নিয়ম-নীতি অনুসরণ করতে হয়। এই নিয়ম-নীতিগুলোকে সাধারণভাবে পূজাবিধি বলে।

#### পার্বণ

পার্বণ শব্দের অর্থ হলো পর্ব বা উৎসব। উৎসব মানে আনন্দময় অনুষ্ঠান। পার্বণ বলতে আমরা বুঝি, যেসব



পর্ব পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে। যেমন— প্রতিমা নির্মাণ, দেবতার ঘর সাজানো, বিভিন্ন ধরনের বাদ্যের আয়োজন, বিশেষ করে ঢাক, ঢেল, ঘণ্টা, করতাল,

কাঁসি, শঙ্খ ইত্যাদি; ভক্তদের সাথে ভাব বিনিয়, কিছুটা বিচিরধর্মী খাওয়া-দাওয়া, বিভিন্ন ধরনের আনন্দমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন, পরিচ্ছন্ন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান ইত্যাদি।

**একক কাজ :** পূজা অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তোলে এমন পাঁচটি আয়োজন সম্পর্কে লেখ।

নতুন শব্দ: নৈবেদ্য, উপাচার, অর্ঘ, পুস্পাঞ্জলি, পার্বণ।

### পাঠ ৩: দেব-দেবীর পূজার গুরুত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবন্ধনভাবে বাস করাই মানুষের প্রকৃতি। ধর্ম সমাজকে সুসংগঠিত করে গড়ে তোলে। আধ্যাত্মিক ও আর্থসামাজিক দিক থেকে পূজা-পার্বণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। পূজা-পার্বণের মাধ্যমে সামাজিক মিলনের সৃষ্টি হয়। সকলে মিলে যখন পূজা করা হয় তখন পূজা হয়ে ওঠে পার্বণ বা উৎসবমুখর।

প্রতিমা আনয়ন, পূজার উপকরণ সংগ্রহ, মন্দিরে পূজার সাজসজ্জা, ধূপের গন্ধ, আরতি, প্রসাদ বিতরণ, নতুন পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান প্রভৃতি আমাদের মনে সুন্দর ও পবিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এর ফলে আমাদের মনে শুভতা সৃষ্টি হয় এবং আত্ম ও সৌহার্দ্যের ভাব জাগ্রত হয়।

পূজা আমাদের আত্মকে পবিত্র করে, মনকে সুন্দর করে এবং অভীষ্ট দেবতার প্রতি একাগ্রতা ও ভক্তি জাগ্রত করে। পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেমন— ধর্মীয় আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মেলা ইত্যাদি। অনেকে স্মরণিকাও প্রকাশ করে থাকেন। পূজা-পার্বণ উপলক্ষে এসব আয়োজন আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটায়।

পূজা পার্বণে সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে উন্নত খাবার-দ্বারারের আয়োজন করা হয় এবং ঝুঁতুভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ফল খাওয়া হয়। ফলে পরিবারিক পুষ্টি সমস্যা সমাধানে পূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন পূজায় বিভিন্ন ধরনের উদ্দিদের অংশ বিশেষ প্রয়োজন হয় যা পূজা উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ফলে শিশুরা শৈশব থেকেই বিভিন্ন ধরনের গাছ-পালার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায় এবং উদ্দিদের গুণাগুণ সম্পর্কে অবহিত হয়।

**দলগত কাজ:** ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে দেব-দেবীর পূজার প্রভাব লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ: আধ্যাত্মিক, উৎসবমুখর, সৌহার্দ্য, স্মরণিকা।

## পাঠ ৪ : গণেশদেব

### গণেশ দেবের পরিচয়

গণেশ দেব সিঙ্গি বা সফলতার দেবতা। গণেশ দেব গণপতি, গজানন, হেরু, বিনায়ক প্রভৃতি নামেও পরিচিত। গণেশের শরীর মানুষের মতো। তার ওপর গজ বা হাতির মাথা বসানো। এজন্য গণেশকে গজানন বলা হয়। তাঁর চার হাত, তিন চোখ। লম্বা তাঁর উদর, স্তুল বা মোটা তাঁর শরীর। তিনি একটু বেঁটে। গণেশের বাহন ইন্দুর।

দেবতা হিসেবে গণেশ সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে মানুষের সকল প্রচেষ্টায় সফলতা দান করেন। এ কারণে বে-কোনো কাজ আরম্ভ করার পূর্বে দেবতা গণেশের পূজা করা হয়। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নববর্ষে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সিঙ্গিদাতা হিসেবে গণেশের পূজা করেন।

### গণেশ দেবের পূজা পদ্ধতি

দুর্গাপূজা ও বাসন্তীপূজার সময় এবং তান্ত্র ও মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের চতুর্থ তিথিতে বিশেষভাবে গণেশ দেবের পূজা করা হয়। এ ছাড়া যে কোনো পূজা করার আগে গণেশ দেবের পূজা করার রীতি রয়েছে। পূজা যথাযথভাবে সমাপ্ত করার জন্য পূজার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। পূজা করার বিধিসমূহ অনুসরণ করতে হয়। গণেশ পূজায় তুলসীপত্র নিষিদ্ধ।

### গণেশ দেবের প্রণাম মন্ত্র

একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্ ।

বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরুং প্রণামাম্যহম্ ॥

**সরল অর্থ :** যিনি এক-দাঁত-বিশিষ্ট, যাঁর শরীর বিশাল, লম্বা উদর, যিনি গজানন এবং বিঘ্ননাশকারী, সেই হেরুদেব গণেশকে প্রণাম জানাই।

### গণেশ দেবের পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

গণেশ দেবকে সিঙ্গিদাতা বলা হয়। এই সিঙ্গি শব্দটির অর্থ সাফল্য, পারদর্শিতা বা কৃতকার্যতা। আর সিঙ্গিদাতা



ଶକ୍ତିର ଅର୍ଥ ସଫଳତାଦାୟକ । ଗଣେଶ ଦେବ ଆମାଦେର ସଫଳତାଦାନେର ଦେବତା । ଆମରା ବିଦ୍ୟାଲାଭ, ବ୍ୟବସାସହ ସକଳ କର୍ମେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନେର ପ୍ରତ୍ୟାଶାୟ ଗଣେଶ ଦେବେର ପୂଜା କରି । ଏ ପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ହଲୋ ଭକ୍ତିତେ ସାଫଲ୍ୟଲାଭ । ଏହି ଭକ୍ତିର ମୂଳେ ରହେଛେ ଶୁଦ୍ଧତା, ଏକାଘତା, ସଂସକ୍ଷମ ଓ ଶୃଜ୍ଵଳା । ତାଇ ଆମାଦେର ଜୀବନେର ସାଫଲ୍ୟ, ପାରଦର୍ଶିତା ବା କୃତକର୍ମେ ପ୍ରୟୋଜନ ଶୁଦ୍ଧମନେ ମଞ୍ଚଲ କାମନା, କର୍ମେ ଏକାଘତା, ଧୈର୍ୟ ଏବଂ ଶୃଜ୍ଵଳା । ଯାରା ଗଣେଶ ଦେବେର ଏ ଶିକ୍ଷା ନିଜ କର୍ମେ ପ୍ରୟୋଗ କରେନ ତାରାଇ ସାଫଲ୍ୟ ଲାଭ କରେନ । ହିନ୍ଦୁଧର୍ମାବଳମ୍ବୀ ବ୍ୟବସାୟୀରା ବାହଳା ନବବର୍ଷେର ପ୍ରଥମ ମାସେର ଶୁରୁତେଇ ଗଣେଶ ଦେବେର ପୂଜା କରେନ । ଏହି ଦେବେର କୃପାତେଇ ବ୍ୟବସାୟ ସଫଳତା ଅର୍ଜିତ ହୁଏ । ଭକ୍ତିଭବେ ଆମରା ଏହି ଦେବେର ପୂଜା କରି ।

**ଏକକ କାଙ୍ଗ:** ଗଣେଶ ଦେବେର ପୂଜାର ଶିକ୍ଷା ତୋମାର ଜୀବନେ କୀଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାତେ ପାର ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

**ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ :** ସିଦ୍ଧିଦାତା, ମହାକାଯ୍ୟ, ଲବ୍ଦୋଦରଂ, ଗଜାନନ, ହେରମ୍, ବିମ୍ବ ।

#### ପାଠ ୫ : ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପରିଚୟ ଓ ପୂଜା ପର୍ଜନି

ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟା, ସଂକ୍ଷତି ଓ ଶିଳ୍ପକଳାର ଦେବୀ । ବିଭିନ୍ନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟେର କାରଣେ ସରସ୍ଵତୀ ବାଗ୍ଦେବୀ, ବିରଜା, ସାରଦା, ବ୍ରାହ୍ମି, ଶତରୂପା, ମହାଶ୍ଵେତା ପ୍ରଭୃତି ନାମେଓ ପରିଚିତ । ସରସ୍ଵତୀର ବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରର କିରଣେର ମତୋ ତ୍ରୁ । ତାର ହାତେ ଆହେ ବୀଣା ଓ ପୁନ୍ତ୍ରକ । ବ୍ରାଜହଂସ ତାଁର ବାହନ ।

ମାଘ ମାସେର ଶୁକ୍ଳା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିତେ ଦେବୀ ସରସ୍ଵତୀର ପୂଜା କରା ହୁଏ ।

ଦେବୀ ସରସ୍ଵତୀ ତ୍ରୁ ବସନ ପରିହିତା । ସାଦା ପଞ୍ଚ ଫୁଲ ତାଁର ଆସନ ।

ସାଧାରଣତ ମାଘ ମାସେର ଶୁକ୍ଳା ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିତେ ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରା ହୁଏ । ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକଭାବେ କରା ଯାଏ । ଶୁକ୍ଳ-କଲେଜ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନେଓ ସାଡ଼ମ୍ବରେ ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପୂଜା କରା ହୁଏ । ସାକାର ଝାପେ ପ୍ରତିମାର ମାଧ୍ୟମେ ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପୂଜା କରା ହୁଏ । ପୂଜାର ପର୍ଜନି ହିସେବେ ପୂଜାର ମନ୍ଦପ ସାଜାନୋ, ଉପକରଣ ସଂଘର୍ଷ, ସଂକଳନ ଅହଂ, ଆମକ୍ରମ ଜାନାନୋ ବା ପ୍ରାଣପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବସାର ଆସନ ବା ସିଂହାସନ ସମର୍ପଣ, ପା ଧୋଯାର ଜଳ ଜଳ ସମର୍ପଣ, ହାତ ଧୋଯାର ଜଳ ସମର୍ପଣ, ଆଚମନ ବା ଅଭ୍ୟାସୀଗ ଅହ-ପ୍ରତଜ୍ଞ ଶୁଦ୍ଧକରଣ ପ୍ରଭୃତି ସାଧାରଣ ପୂଜାବିଧି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ । ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପୁଞ୍ଚାଞ୍ଜଲିର ଜନ୍ମ ଲାଲ ରଙ୍ଗେ ଫୁଲେର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ । ପଲାଶ ଫୁଲ ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ।



#### ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପୁଞ୍ଚାଞ୍ଜଲି ମତ୍ତ :

ଓଁ ସରସ୍ଵତୈ ନମୋ ନିତ୍ୟେ ଭଦ୍ରକାଲୈୟେ ନମୋ ନମଃ ।

ବେଦ-ବେଦାଙ୍ଗ-ବେଦାନ୍ତ-ବିଦ୍ୟାଷ୍ଟାନେଭ୍ୟେଃ ଏବ ଚ ॥

ଏଷ ସଚନ୍ଦନ-ବିଦ୍ୟାପତ୍ର-ପୁଞ୍ଚାଞ୍ଜଲିଃ ଓ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀସରସ୍ଵତୈ ନମଃ

**সরলার্থ :** দেবী সরস্তী, অনুকালীকে নিত্য প্রণাম করি। প্রণাম জানাই বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত ইত্যাদি বিদ্যাস্থানকে এবং এ স্থানকে সর্বদা প্রণাম করি। এই চন্দন যুক্ত বিঞ্ঞপত্র ও পুষ্পের অঙ্গলি দিয়ে শ্রী শ্রী সরস্তী দেবীকে প্রণাম জানাই।

### প্রণাম মন্ত্র

ওঁ সরস্তী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।  
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোহন্তে।

**সরলার্থ:** হে মহীয়সী বিদ্যাদেবী সরস্তী, পদ্মফুলের মতো তোমার চক্ষু, তুমি বিশ্বরূপা। হে বিশাল চক্ষুধারণকারী দেবী, তুমি বিদ্যা দান কর। তোমাকে প্রণাম করি।

**নতুন শব্দ :** বেদান্ত, বেদাঙ্গ, বিশালাক্ষি, কমললোচন, মহাশ্঵েতা, ব্রাহ্মী, আচমন।

### পাঠ ৬ : সরস্তী দেবীর পূজার শিক্ষা ও প্রভাব

সরস্তী বিদ্যার দেবী। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা নিজেদের মনের অঙ্গতা দূর করা এবং জ্ঞান বিকাশের জন্য বিদ্যাদেবী সরস্তীর পূজা করেন। এর মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বেড়ে যায়। সামাজিক দিক থেকে সরস্তী পূজার গুরুত্ব রয়েছে। স্কুল-কলেজের হিন্দুধর্মাবলম্বী ছাত্রছাত্রীরা এ দিনটি গভীর ভক্তিভরে উদ্যাপন করে থাকে। বিদ্যাদেবী সরস্তীর কাছে বিনীতভাবে পুঁজ্পাঞ্জলি অর্পণ করে এবং প্রার্থনা করে মাঝে মাঝে তাদের বিদ্যা দান করেন।

সামাজিক প্রেক্ষাপটে সরস্তী পূজার মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণির পূজারীরা বিভিন্ন পূজামন্ডপে পুঁজ্পাঞ্জলি দেয়ার জন্য একত্রিত হন এবং নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন যা জ্ঞান বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে কৃশ্ল বিনিয়য় করেন এবং এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও পারিবারিক পর্যায়ে সম্পর্কের গভীরতা বৃদ্ধি পায়। এ সুসম্পর্ক সমাজকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতেও সহায়তা করে।

আধ্যাত্মিক দিক থেকে সরস্তী পূজার মাধ্যমে পূজারীদের মধ্যে বিদ্যা অর্জনের একাগ্রতা ও মনোবল অনেকটা বৃদ্ধি পায় এবং তা একজন পূজারীর নৈতিকতাকে যেমন সমৃদ্ধ করে তেমনি ভবিষ্যতের স্বপ্ন অর্জনের শক্তি যোগায়।

**একক কাজ :** তুমি কীভাবে সরস্তী পূজা উদ্যাপন করে থাকো।

**নতুন শব্দ:** সমৃদ্ধশালী, কৃশ্ল, মনোবল।

## ଅନୁଶୀଳନୀ

### ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର:

1. ଦେବତାରା ଈଶ୍ଵରେର ..... ରୂପ ।
2. ସରସ୍ଵତୀ ..... ଦେବୀ ।
3. ସକଳେ ମିଳେ ପୂଜା କରଲେ ପୂଜା ହେଁ ଓଠେ ..... ।
4. ପୂଜା-ପାର୍ବତୀର ମାଧ୍ୟମେ ..... ମିଳନେର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।

### ଡାନପାଶ ଥେକେ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟାଂଶ ନିୟେ ବାମ ପାଶେର ସାଥେ ମିଳ କର:

| ବାମପାଶ                 | ଡାନପାଶ   |
|------------------------|--|
| 1. ବିଷ୍ଣୁ              | ତୁଳସୀ ପାତା ନିଷିଦ୍ଧ                                     |
| 2. ସରସ୍ଵତୀ             | ଲାଲ ଫୁଲେର ପ୍ରୋଜନ ହୁଏ                                   |
| 3. ଗଣେଶ ପୂଜାଯ          | ସଫଲତାର ଦେବତା   |
| 4. ସରସ୍ଵତୀ ଦେବୀର ପୂଜାଯ | ଆମାଦେର ପ୍ରତିପାଳନ କରେନ                                  |
| 5. ଗଣେଶ                | ଅନ୍ୟାଯେର ବିରମଦେ ଦାଁଡାବାର ପ୍ରେରଣା ଦେଇ<br>ବିଦ୍ୟାଦାନ କରେନ |

### ବହନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ:

1. କୋଣ ଦେବତା ଧ୍ୱନି କରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେନ?
 

|           |           |
|-----------|-----------|
| କ. ବ୍ରହ୍ମ | ଖ. ବିଷ୍ଣୁ |
| ଗ. ଶିବ    | ଘ. ଗଣେଶ   |
2. ପୂଜାର ମାଧ୍ୟମେ ଘାନୁମେର ମନେ ଜାଗତ ହୁଏ-
  - i. ଆତ୍ମବୋଧ
  - ii. ଅଞ୍ଚରେର ପରିବର୍ତ୍ତତା
  - iii. ବିଲାସ ଜୀବନ ଯାପନ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. i ও ii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী সৌরভ বিদ্যার্জন ও জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সকাল থেকে উপবাস করে পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের মাধ্যমে দেবীকে প্রণতি জানায়।

৩. সৌরভ কোন দেবীকে প্রণতি জানিয়েছে?

ক. লক্ষ্মী

খ. সরস্বতী

গ. দুর্গা

ঘ. মনসা

৪. উক্ত পূজার শিক্ষা থেকে সৌরভ যে নৈতিক জ্ঞান অর্জন করবে তা হলো-

ক. সামাজিক সম্প্রীতি সামাজিক বন্ধনের পূর্বশর্ত

খ. বিদ্যার্জন ব্যক্তি জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ

গ. সমৃদ্ধি অর্জনই উন্নতির সোপান

ঘ. আসুরিক শক্তির বিনাশই শান্তি লাভের উপায়

**সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :**

১. পূজার মৌলিক উপাদানগুলো কী?

২. পূজা ও পার্বণের ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

৩. সরস্বতী দেবীর পরিচয় দাও।

**বর্ণনামূলক প্রশ্ন :**

১. পূজার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

২. গণেশ পূজা থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করে থাকি? -এ শিক্ষার প্রয়োগ চিহ্নিত কর।

৩. সরস্বতী পূজার আধ্যাত্মিক ও সামাজিক প্রভাব চিহ্নিত কর।

### **ସୂଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ:**

ଦୀନ୍ତ ବିଦ୍ୟାୟ ସାଫଲ୍ୟ ଅର୍ଜନେର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିବହ୍ର ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରେ । ସେ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନେ ବାଡ଼ିତେ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା କରେ । ଏ ପୂଜାଯ ବହୁଲୋକେର ସମାଗମ ଘଟେ । ଆବାର ଦୀନ୍ତର ବାବା ବ୍ୟବସାୟେର ସାଫଲ୍ୟ କାମନା କରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଦେବତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଧୂପ ଜ୍ଵାଲିଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେନ । ତାହାଡ଼ା ତିନି ସକଳ ବାଧାବିଷ୍ଟ ଦୂର କରାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହରେ ନିର୍ଧାରିତ ଦିନେ ବିଶେଷଭାବେ ଏ ପୂଜା କରେ ଥାକେନ । ଏ ପୂଜାତେଓ ସମାଜେର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକେର ସମାଗମ ଘଟେ । ଦୀନ୍ତ ଓ ତାର ବାବା ଉଭୟେଇ ନିଜ ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅର୍ଜନେ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ କରେ ତୃଣ ହୁଏ ଏବଂ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ତାଦେର ବାଡ଼ିଟି ଏକଟି ସାମାଜିକ ମିଳନ ମେଲାଯ ପରିଣତ ହୁଏ ।

- କ. ପୂଜା ଶବ୍ଦେର ଅର୍ଥ କୀ?
- ଖ. ଆମରା ପୂଜା କରି କେନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଗ. ଦୀନ୍ତର ବାବା କୋନ ଦେବତାର ପୂଜା କରେନ? ଉତ୍ତର ଦେବତାର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା କର ।
- ଘ. ଦୀନ୍ତ ଏବଂ ତାର ବାବାର ନିବେଦନକୃତ ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବେର ତୁଳନା କର ।

## ধর্মীয় উপাখ্যানে নেতৃত্ব শিক্ষা

‘নীতি’ শব্দ থেকে ‘নেতৃত্ব’ শব্দের উৎপত্তি। যে শিক্ষা দ্বারা মানুষের মনে নীতিবোধ জন্মে, কিছু আচার ও নিয়ম-কানুন আয়ত্ত হয়, তাকে ‘নেতৃত্ব শিক্ষা’ বলা হয়। ‘নেতৃত্ব শিক্ষা’ ধর্মের অঙ্গ। মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য নেতৃত্ব শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থসমূহে তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যানের মধ্যদিয়েও নেতৃত্ব শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সত্যবাদিতা, ক্ষমার ধারণা ও গুরুত্ব এবং তৎসম্পর্কিত দৃষ্টান্তমূলক উপাখ্যান সন্নিবেশিত হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্মীয় আদর্শের আলোকে সত্যবাদিতা ও ক্ষমার ধারণা দুটি ব্যাখ্যা করতে পারব
- সত্যবাদিতা ও ক্ষমার আদর্শের প্রমাণ সম্পর্কিত একটি উপাখ্যান বর্ণনা করতে পারব
- উপাখ্যানের শিক্ষা মূল্যায়ন করতে পারব
- পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সত্যবলা ও ক্ষমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব
- সত্য কথা বলার অভ্যাস ও ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব
- ব্যক্তি ও সামজিক জীবনে ক্ষমার আদর্শ ও সত্যবলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে সত্য বলার অভ্যাস গঠনে উদ্বৃদ্ধ হব

### পাঠ ১ ও ২ : সত্যবাদিতা

#### সত্যবাদিতার ধারণা

সত্যবাদিতা একটি বিশেষ গুণ। এ গুণ যার থাকে, তিনি সমাজে বিশেষ ভাবে সম্মানিত হন। সত্যবাদিতা মানব চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। গোপন না করে অকপটে সবকিছু প্রকাশ করার নামই ‘সত্যবাদিতা’। সত্য মানব জীবনের স্বরূপ বিকশিত করে। সত্যের মাধ্যমে প্রকৃত ঘটনা বা তথ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। সত্যবাদী কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। সত্যবাদিতা ধর্মের অঙ্গ। সকলেরই উচিত সত্যকথা বলা, সৎ পথে চলা এবং সত্যবাদিতার অনুশীলন করা। এ বিশেষত মহাপুরুষ আচেন তাঁরা সকলেই সত্যবাদী। সত্য প্রকাশ করাই ছিল তাদের জীবনের অন্যতম ব্রত।

**একক কাজ :** কোন গুণদ্বারা তুমি সত্যবাদী লোককে চিহ্নিত করবে দৃষ্টান্তসহ লিখ।

সত্যবାଦିତା ସମ୍ପର୍କେ ଉପନିଷଦ ଥେକେ ଏକଟି ଉପାଖ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଛି ।

### ଉପାଖ୍ୟାନ : ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟକାମ

ଆଚିନକାଳେ ଗୋତମ ନାମେ ଏକ ଖ୍ୟାତି ଛିଲେନ । ଏକଦିନ ତିନି ତା'ର ଆଶ୍ରମେ ଶିଷ୍ୟଦେର ନିଯେ ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟା ବିଷୟେ ଆଲୋଚନା କରାଇଲେନ । ଏମନ ସମୟ ଏକଟି ବାଲକ ଏସେ ତା'ଙ୍କେ ପ୍ରପାମ ଶେଷେ ମାଥା ଲିଚୁ କରେ ତାର ସମୁଖେ ଦାଁଡ଼ାଳ । ଖ୍ୟାତି ତାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ‘ତୁ ମୁଁ କେବେଳା କିମ୍ବା କୋଠା ଥେକେ ଏମେହି?’

ବାଲକଟି ଉତ୍ସର କରଲ, ‘ଆମାର ନାମ ସତ୍ୟକାମ । ଏଥାନ ଥେକେ ଏକଟୁ ଦୂରେ ପ୍ରାମେ ଆମାର ବାଡି । ମେଖାନ ଥେକେଇ ଏମେହି ।’

ଖ୍ୟାତି ବଲଲେନ, ‘ଏଥାନେ କୀ ଚାଓ?’ ବାଲକଟି ବିନୀତ ଭାବେ ଉତ୍ସର ଦିଲ, ‘ଶୁରୁଦେବ, ଆମି ଆପନାର ନିକଟ ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ଯ୍ୟ ପାଲନ କରେ ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରତେ ଚାହିଁ ।’

ତଥନ ଖ୍ୟାତି ତାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରଲେନ, ‘ତୋମାର ଗୋତ୍ର କୀ?’ ବାଲକଟି କରଜୋଡ଼େ ବଲଲ, ‘ଶୁରୁଦେବ, ଆମି ଆମାର ଗୋତ୍ର କୀ ତା ଜାନିନା । ବାଡିତେ ଆମାର ମା ଆଛେନ । ଆମି ମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରେ କାଳ ଆପନାକେ ବଲବ ।’ ଗୃହେ ଏମେ ମାକେ ସବ କଥା ଖୁଲେ ବଜଳ ସତ୍ୟକାମ । ତାର ମା ତାକେ ବଜଳ, ‘ବାବା ସତ୍ୟକାମ ଆମି ତୋମାର ଗୋତ୍ର କୀ ତା ଜାନିନା । ଆମାର ନାମ ଜାବାଳା । ତାହିଁ ତୁ ମୁଁ ଜାବାଲ ସତ୍ୟକାମ ।’

ପରେର ଦିନ ସତ୍ୟକାମ ଖ୍ୟାତି ଆଶ୍ରମେ ଗିଯେ ଶୁରୁଦେବକେ ପ୍ରଣାମ କରେ ବଲଲ, ‘ଶୁରୁଦେବ, ଆମି ମାକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରାଇଲାମ । ଆମାର ଗୋତ୍ର କୀ? କିନ୍ତୁ ମା ବଲଲେନ ଯେ ତିନିଓ ଜାନେନ ନା ଆମାର ଗୋତ୍ର କୀ । ଆମାର ମାୟେର ନାମ ଜାବାଳା । ତାହିଁ ଆମି ଜାବାଲ ସତ୍ୟକାମ ।’

ସତ୍ୟକାମେର ମୁଖେ ଏମନ ସରଳ ସତ୍ୟକଥା ଶୁଣେ ଖ୍ୟାତି ତାକେ ବୁକେ ଟେଲେ ନିଯେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରେ ବଲଲେନ, ‘ବରସ, ସତ୍ୟକାମ, ତୁ ମୁଁ ସତ୍ୟକଥା ବଲେଇ । ସୁତରାଂ ତୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ । ବ୍ରାହ୍ମପାଇଁ ଏମନ ସତ୍ୟ କଥା ବଲାତେ ପାରେ । ଆମି ତୋମାକେ ଉପନିଷଦ ଦେବ, ବ୍ରକ୍ଷବିଦ୍ୟା ଦାନ କରବ ।’ ଗୋତ୍ରହିନ ହେଁବେ ସତ୍ୟକାମ ସତ୍ୟକଥା ବଲେଇ ବଲେ ଖ୍ୟାତି ତାକେ ତାଡିଯେ ନା ଦିଲେ ବୁକେ ଟେଲେ ନିଲେନ । ବ୍ରକ୍ଷଚର୍ଯ୍ୟ ପାଲନ କରତେ ଅନୁମତି ଦିଲେନ । ସେଦିନ ଥେକେ ସତ୍ୟକାମ ଖ୍ୟାତି ଗୋତମେର ଆଶ୍ରମେ ଥେକେ ବିଦ୍ୟାଚର୍ଚା ଆରମ୍ଭ କରଲ ।

### ଉପାଖ୍ୟାନେର ଶିକ୍ଷା

ସତ୍ୟ ସର୍ବଦା ପ୍ରକାଶିତ । ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରା ଉଚିତ । ସତ୍ୟ କଥନଙ୍କ ଗୋପନ କରା ଯାଇ ନା ।

**ଏକକ କାଜ :** ସତ୍ୟବାଦୀ ସତ୍ୟକାମ ଉପାଖ୍ୟାନେର ଶିକ୍ଷା ଉଲ୍ଲେଖ କର ଏବଂ ତୋମାର ଜୀବନେ ଏ ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କର ।



### **পাঠ ৩ : পরিবার, বিদ্যালয় ও সমাজে সত্য কথা বলার গুরুত্ব**

সত্য ব্যক্তি জীবনকে সুন্দর করে। সত্যবাদীকে সকলে ভালোবাসে, বিশ্বাস, সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। সত্যবাদী সকলেই আস্থার পাত্র। সত্যবাদীর সাহস সর্বদাই অধিক। এই সাহসের মূলে রয়েছে ব্যক্তির সৎ চিন্তা এবং পরিপূর্ণ বিবেকবোধ। আমাদের পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজের সকলকে সত্য বলার অভ্যাস গঠন করা উচিত।

পরিবারিক জীবনে সত্যকথা বলার প্রয়োজনীতা অধিক। সত্যকথা বলার মাধ্যমে পরিবারে পরম্পর পরম্পরের কাছাকাছি আসা সহজ হয়। পরিবারে একে অন্যকে সহজে বুঝতে পারে। পরিবারিক কোনো সিদ্ধান্তগ্রহণ করা সহজ হয়। তাছাড়া পরিবারে একে অন্যের উপর নির্ভর করা যায়। সত্যকথা বলার মাধ্যমে পরিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। যেকোনো জটিলতা সহজে কাটিয়ে উঠা যায়। সুতরাং আমরা পরিবারের সকলে সত্য কথা বলব এবং সৎ জীবন গড়ব। সৎ জীবনই আমাদের পরিবারের মূলভিত্তি।

বিদ্যালয়ে আমরা নানা কার্যক্রমে জড়িত হই। এসব কার্যক্রমে আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো দায়িত্ব পালন করি। শিক্ষক, সহপাঠীসহ অন্যান্য সকলের সাথে বিভিন্ন কাজ করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের সত্যকথা বলার গুরুত্ব অধিক। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মচারী সত্যবাদীকে খুব পছন্দ করে। সত্যবাদী সর্বদা স্পষ্টভাষী ও সৎসাহসী হয়ে থাকে। তাদের বিবেকবোধ অত্যন্ত সজাগ থাকে। এ গুণের কারণে সত্যবাদীকে সকলে পছন্দ এবং বিভিন্ন কাজে দায়িত্ব প্রদান করে।

সমাজে সত্যবাদীকে সকলে বিশ্বাস করে। সত্যবাদী সমাজের আদর্শ। সমাজে সত্যবাদী ব্যক্তির আদর্শকে অনেকেই অনুসরণ করে। সমাজের বিভিন্ন বিরোধ, দম্পত্তি নানা সমস্যা সমাধানে সত্যবাদী ব্যক্তিই এগিয়ে আসেন।

**একক কাজ: পরিবার ও বিদ্যালয়ে সত্যকথা বলার গুরুত্বসমূহ চিহ্নিত কর।**

### **পাঠ ৪ : সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা**

সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা পরিবারের প্রধান। তাঁদেরকেই এ বিষয়ে অধিক সচেতন হতে হয়। মা-বাবাকে পরিবারের সকল কাজকর্মে সত্যকথা বলার অভ্যাস করতে হবে। পরিবারে সত্যকথা বলার পরিবেশ সৃষ্টি হলেই সন্তানের আচরণে তা প্রতিভাত হবে। সন্তান কোনো কাজে কোনো কারণে সত্য বলা হতে বিরত থাকলে মা-বাবা এ ক্ষেত্রে তার ভুল সংশোধনের সুযোগ দিয়ে সত্য বলতে উৎসাহিত করবেন। এ ক্ষেত্রে মা-বাবাকে সন্তানের বন্ধু হতে হবে এবং তাদের সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতে হবে।

পরিবারের বিভিন্ন কাজে মা-বাবা সন্তানের সাথে থাকেন। এ সময়ে সত্যবাদীর গল্প কিংবা ঘটনা বলে তাদের জীবনবোধে সাড়া জাগাতে পারেন। অনেক পরিবারে বাবা-মা এবং সন্তানরা একসাথে খাবার গ্রহণ করেন। এ সময়ে সত্যবলার পুরক্ষার এর উপর কোনো ঘটনা বা এলাকার কোনো সত্য ঘটনার অবতারণা করে সন্তানের মনকে জাগিয়ে তুলতে পারেন। আমাদের ধর্মগ্রন্থে সত্যবলার অনেক কাহিনি রয়েছে। এসব গল্প বলার মাধ্যমেও পরিবারের সদস্যগণ শিশুদের সত্যকথা বলতে উৎসাহিত করতে পারেন।

**একক কাজ: সত্য কথা বলার উৎসাহ প্রদানে তোমার পরিবারের সদস্যগণ কী ভূমিকা পালন করেছেন?**

## ପାଠ ୫ : କ୍ଷମା

**କ୍ଷମାର ଧାରଣା**

କ୍ଷମା ଏକଟି ମହା ଗୁଣ । କ୍ଷମା ଧର୍ମର ଅଙ୍ଗ । ଶାନ୍ତ ଆଛେ -

ଧୃତି-କ୍ଷମା-ଦମୋହତ୍ୱେଂ ଶୌଚମିନ୍ଦ୍ୟନିଷାହଃ ।

ଧୀରିଦ୍ୟା ସତ୍ୟମକ୍ରୋଧୋ ଦଶକଂ ଧର୍ମଲକ୍ଷଣମ୍ ॥

ଅର୍ଥାତ୍ ସହିଷ୍ଣୁତା, କ୍ଷମା, ଦସ୍ତା, ଚୁରି ନା କରା, ଉଚିତା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ-ସଂସକ୍ଷମ, ଉତ୍ସବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଓ ଅକ୍ରୋଧ- ଏହି ଦଶଟି ଧର୍ମର ସ୍ଵରୂପ ବା ବାହ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ । ଏଥାନେ ଏହି ଦଶଟି ଲକ୍ଷଣର ମଧ୍ୟେ ବିଭିନ୍ନ ଯେ ଗୁଣ ବା ଲକ୍ଷଣ- ମେଟି ହଜେ କ୍ଷମା । ଆମରା ଜାନି ଧର୍ମର ପରିଚୟ ପାଇଁ ଯାଇ ଧାର୍ମିକେର ମଧ୍ୟେ । ସୁତରାଂ ଯିନି ଧାର୍ମିକ ତାଁର ମଧ୍ୟେ କ୍ଷମା ନାମକ ଗୁଣଟି ଥାକିଥିଏ ହବେ । ଅନୁତଷ୍ଟ ଅପରାଧୀକେ ଶାନ୍ତି ନା ଦିଯେ ଛେଡ଼େ ଦେଖାକେ ‘କ୍ଷମା’ ବଲେ । ଶାନ୍ତି ଦେଯାର ମତୋ ଶକ୍ତି ସାହସ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଥାକା ସମ୍ବ୍ରେତ ଅପରାଧୀ ବା ଅନ୍ୟାଯକାରୀର ଉପର ପ୍ରତିଶୋଧ ନା ନିଯେ ବା ବଳ ପ୍ରଯୋଗ କରେ ତାକେ ପରାତ୍ମ ବା ପର୍ଯୁଦସ୍ତ ନା କରେ ଛେଡ଼େ ଦେଖାକେଇ କ୍ଷମା କରା ବଲେ । ‘କ୍ଷମା’ ଦ୍ୱାରା ଅପରାଧୀର ମନେ ଅନୁଶୋଚନା ହୁଏ । ଏତେ ତାର ଆଜ୍ଞାତକ୍ରି ସୁଯୋଗ ଘଟେ । ଭବିଷ୍ୟତେ ଅନ୍ୟାଯକାରୀ ବା ଅପରାଧୀ ପୁନରାୟ ଅପରାଧ କରା ଥେକେ ବିରତ ଥାକେ । କାରଣ ତାର ବିବେକ ଏସବ ଖାରାପ କାଜ କରା ଥେକେ ତାକେ ନିର୍ବୃତ କରାବେ । ‘କ୍ଷମା’ ଦ୍ୱାରା ଶକ୍ତିକେ ତାର ଶକ୍ତିତା ଥେକେ ନିର୍ବୃତ କରା ସମ୍ଭବ । ଆର ଏଭାବେଇ ସମାଜ ଥେକେ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହତେ ପାରେ । ପୃଥିବୀତେ ଯତ ମହାପୂରସ୍ଵ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେହୁ ତାଁରା କରିଲେଇ ଏହି ‘କ୍ଷମା’ ଗୁଣେ ଅଧିକାରୀ ଛିଲେନ । ଏହି କ୍ଷମା ଗୁଣଇ ତାଁଦେରକେ ମହାନ ବଲେ ସକଳେର ନିକଟ ପରିଚିତ କରିଲେହେ । ତାଁଦେର ଦ୍ୱାରାଇ ସମାଜେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଇଲେ । ଆମରା କ୍ଷମାଶୀଳ ହବ । ତାହଲେ ଆମାଦେର ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ ଓ ସମାଜ ଶୃଷ୍ଟିଲାଭିତ ଥାକବେ ।

**ଏକକ କାଙ୍କ : ଧର୍ମର ଦଶଟି ବାହ୍ୟକ ଲକ୍ଷଣର ନାମ ଲେଖ ।**

କ୍ଷମାର ଆଦର୍ଶ ବିଷୟକ ଏକଟି ଉପାଧ୍ୟାନ-

### ଉପାଧ୍ୟାନ : କ୍ଷମାର ଆଦର୍ଶ

ପ୍ରାୟ ପୌଚଶତ ବହୁ ଆଗେର କଥା । ମେ ସମୟ ଜାତିଭେଦ, ବର୍ଣ୍ଣଭେଦ ସମାଜକେ କଳୁଷିତ କରେଛି । ସମାଜେର ଏହି ଭେଦାଭେଦ ଦୂର କରେ ସମାଜକେ କଳୁଷମୁକ୍ତ କରାତେ, ଧର୍ମୀୟ ଗୋଡ଼ାମି ଭେଦେ ଦିତେ ଧର୍ମୀୟ ଆଚାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହଜ କରେ ଦିଲେନ ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ । ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ବା ଶ୍ରୀଗୌରସୁନ୍ଦରାଇ ଶ୍ରୀଚିତନ୍ୟ ମହାପ୍ରତ୍ନ । ତାଁର ସହଚର ଛିଲେନ ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ । ଆରାଓ ଛିଲେନ- ଶ୍ରୀଆଦିତ ଆଚାର୍ୟ, ଶ୍ରୀହରିନାଦୀଶ, ଶ୍ରୀରୂପ, ଶ୍ରୀସନାତନ, ଶ୍ରୀଜୀବ, ଶ୍ରୀଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଦାସ ପ୍ରମୁଖ ।

ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରତ୍ନ ତାଁଦେର ବଲଲେନ, କୃକ୍ଷନାମ କର । ଜାତିଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷେ ହରିନାମ ବିଲାପ, ଶ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମେତେ ଉଠିଲେନ କୃକ୍ଷନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ । ଯାକେ ପାନ, ତାକେଇ ବଲେନ କୃକ୍ଷନାମେର କଥା, ତଙ୍ଗନେର କଥା ।

ମେ ସମୟ ନବଦ୍ୱାପେ ଜଗାଇ ମାଧ୍ୟାଇ ନାମେ

ଫର୍ମା ନ-୮, ହିନ୍ଦୁଧର୍ମ-୬୬



ଦୁଇ ଭାଇ ବାସ କରତ । ତାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହୟେଓ ସବ ସମୟ ପାପ କାଜେ ମନ୍ତ୍ର ଛିଲ । ମଦ ଖେଯେ ମାତାଳ ହୟେ ମାନୁଷେର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଇ ଛିଲ ତାଦେର ଦୈନନ୍ଦିନ କାଜ । ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରେ ନବଦ୍ଵୀପେର ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୟେ ଉଠେଛିଲ । ଜଗାଇ-ମାଧାଇଁଯେର ଏମନ ଦୂରବସ୍ଥା ଦେଖେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ପ୍ରାଣ କେଂଦ୍ର ଉଠିଲ । କରଣୀଯ ତାଙ୍କ ମନ ଗଲେ ଗେଲ । ତିନି ସଙ୍ଗୀ ସାଥୀଦେର ନିଯେ ଜଗାଇ ମାଧାଇଁଯେର ବାଡ଼ିର କାହେ ଗିଯେ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣ କରଲେନ-

ବଲ କୃଷ୍ଣ ଭଜ କୃଷ୍ଣ କହ କୃଷ୍ଣ ନାମ ।  
କୃଷ୍ଣ ମାତା କୃଷ୍ଣ ପିତା କୃଷ୍ଣ ଧନ ପ୍ରାଣ ।  
ତୋମା ସବ ଲାଗିଯା କୃଷ୍ଣେର ଅବତାର ।  
ହେନ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ସବେ ଛାଡ଼ ଅନାଚାର ॥ (ଚିତ୍ତନ୍ୟ-ଭାଗବତ)

ସାରାରାତ ମଦ୍ୟପାନ କରେ ଜଗାଇ-ମାଧାଇ ସେ ସମୟ ଦିବା ନିଦ୍ରାଯ ମଞ୍ଚ ଛିଲ । କୀର୍ତ୍ତନେର ଶବ୍ଦେ ତାଦେର ଘୁମ ଭେଙ୍ଗେ ଗେଲ । ଜଗାଇ-ମାଧାଇ ବାଇରେ ବେରିଯେ ଏଲୋ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ମୁଖେ ହରିନାମ ଶୁଣେ ଦୁଇଭାଇ ଭୀଷଣ କ୍ଷେପେ ଗେଲ । ତାଦେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ହଦୟ ବିଦୀର୍ଘ ହୟେ ଗେଲ । ତାଙ୍କ ଦୁଚୋଥେ ଅବିରଳ ଧାରାଯ ଅଞ୍ଚ ଗଡ଼ିଯେ ପଡ଼ିତେ ଲାଗଲ । ତିନି ‘ହରିବୋଲ’, ‘ହରିବୋଲ’, ବଲେ କେଂଦ୍ର ଉଠିଲେନ ।

ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ଏହେନ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ଜଗାଇ-ମାଧାଇଁଯେର ମନ ମୋଟେଇ ନରମ ହଲୋ ନା, ବରଂ ତାରା କ୍ରୋଧେ ଜୁଲେ ଉଠିଲ । ମାଧାଇ ଏକଟି କଳସୀର କାନା ନିଯେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ମାଥାଯ ଆଘାତ କରଲ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର କପାଳ କେଟେ ରଙ୍ଗ ବରତେ ଲାଗଲ । ସେ ଅବସ୍ଥାତେତେ ତିନି ହରିନାମ କରତେ ଲାଗଲେନ । ସେଇ ତାଙ୍କ କିଛିଉ ହୟନି । ଏମନିଭାବେ ତିନି ମାଧାଇକେ ବଲିଲେନ-

‘ମାରିଲି କଲପିର କାନା ସହିବାରେ ପାରି ।  
ତୋଦେର ଦୁର୍ଗତି ଆମି ସହିବାରେ ନାରି ॥  
ମେରେଛିସ ମେରେଛିସ ତୋରା ତାତେ କ୍ଷତି ନାଇ ।  
ସୁମଧୁର ହରିନାମ ମୁଖେ ବଲ ଭାଇ ॥’

ଏ ସଂବାଦ ଶୋନାମାତ୍ର ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟଗଣସହ ସେଥାନେ ଉପସ୍ଥିତ ହଲେନ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ଐ ରଙ୍ଗାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖେ ତିନି କ୍ଷୁଦ୍ର ହୟେ ଉଠିଲେନ । ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁକେ ନିରାନ୍ତ କରଲେନ । ତିନି ଶାନ୍ତ ହଲେନ ।

ଏ ଘଟନାଯ ଅନୁତଷ୍ଟ ହୟେ ଜଗାଇ-ମାଧାଇ ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗେର ଚରଣେ ଲୁଟିଯେ ପଡ଼େ । ତଥନ ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ସହାସ୍ୟ ବଲିଲେନ ଜଗାଇକେ ଆମି କ୍ଷମା କରତେ ପାରି । କିନ୍ତୁ ମାଧାଇ ତୋ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ନିକଟ ଅପରାଧୀ । ଆମାର ଭଙ୍ଗକେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଆମି ତାଦେର କ୍ଷମା କରତେ ପାରିନା ।

ତଥନ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଦଗଦ କଷ୍ଟେ ମହାପ୍ରଭୁକେ ବଲିଲେନ, ‘ଆମି ଜାନି ତୁମି ଏ ଦୁଟି ଜୀବକେ ଉଦ୍ଧାର କରବେ । ତରୁ ଆମାର ଗୌରବ ବାଡ଼ାନୋର ଜନ୍ୟଇ ଆମାର ଅନୁମତିର କଥା ବଲଛ । ତୋମାର ଇଚ୍ଛାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋକ, ଆମି ମାଧାଇକେ କ୍ଷମା କରଲାମ ।’ ଏହି ବଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାଧାଇକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରଲେନ, ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗ ତଥନ ଜଗାଇକେ ବୁକେ ଜଡ଼ିଯେ ଧରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରଲେନ । ଭକ୍ତଗଣ ସମସ୍ତରେ ବଲେ ଉଠିଲେନ, ‘ହରିବୋଲ’, ‘ହରିବୋଲ’ ।

ଏ ସ୍ଟନାର ପର ଜଗାଇ-ମାଧାଇ ହୟେ ଗେଲ ନତୁନ ମାନୁଷ । କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ ବଲତେ ତାଦେର ନୟନେ ଅଶ୍ରୁ ବାରେ । ଏଭାବେ ବଡ଼ ସାଧକ ହୟେ ଗେଲ ଜଗାଇ ମାଧାଇ । ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର କ୍ଷମାଇ ମହାପାପୀ ଜଗାଇ ମାଧାଇକେ ସାଧକେ ପରିଣତ କରେଛି । ଏଟାଇ କ୍ଷମାର ଆଦର୍ଶ ।

**ଏକକ କାଜ :** ଶ୍ରୀନିତ୍ୟାନନ୍ଦେର ଆଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କେ ପାଂଚଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ ।

**ଉପାଧ୍ୟାନେର ଶିକ୍ଷା :** କ୍ଷମା ମହତ୍ୱରେ ଲକ୍ଷଣ । କ୍ଷମା ଦ୍ୱାରା ଅସଂ ମାନୁଷକେ ସଂ ମାନୁଷେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରା ଏବଂ ଦୁର୍ଜ୍ୟ ଶକ୍ତିକେଓ ବଶ କରା ଯାଇ ।

#### ପାଠ ୬ : ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଲୟ ଓ ସମାଜେ କ୍ଷମାର ଗୁରୁତ୍ୱ

କ୍ଷମା ମହତ୍ୱ ଗୁଣ । କ୍ଷମାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବାର ଓ ସମାଜେ ସମାଦୃତ । ଶିଶୁ କ୍ଷମାର ଶିକ୍ଷା ପରିବାରେର ମଧ୍ୟ ହତେଇ ଅର୍ଜନ କରେ ଥାକେ । ଆମାଦେର ପାରିବାରିକ ଜୀବନେର ବିଭିନ୍ନ କାଜେ କ୍ଷମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ । କ୍ଷମା ମାନୁଷକେ ମହତ୍ୱ କରେ ତୋଳେ । ପରିବାରେ କ୍ଷମାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପରମ୍ପରରେ ମଧ୍ୟେ ମାନସିକ ଦୂରତ୍ୱ କମିଯେ ଦେଇ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନେ ଅନେକ ସମୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ନିଯେ ଆମାଦେର ମଧ୍ୟେ ମତବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରେ କେଉ ଅନ୍ୟାଯ କରେ ଆବାର କେଉବା ତା ସହ୍ୟ କରେ । ଏ ସହ୍ୟବୋଧେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ କେଉ ଅନ୍ୟେର ରୁଚି ଆଚରଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନା ହୟେ କ୍ଷମା କରେ ଦେଇ । କ୍ଷମା କରାର ଏହି ଗୁଣ ପରିବାରେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କେଓ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । କ୍ଷମାବୋଧ ଆମାଦେର ଆଚରଣକେ ପରିଶୀଳିତ କରେ । କ୍ଷମାଶୀଳ ସଦସ୍ୟେର ପ୍ରତି ପରିବାରେ ସକଳେର ଶ୍ରଦ୍ଧାବୋଧ ଅଧିକ ଥାକେ । ଆମାଦେର ବିଦ୍ୟାଲୟ ପରିବେଶେଓ କ୍ଷମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ । ବିଦ୍ୟାଲୟେ ଆମାଦେର ବଞ୍ଚିଦେର ସାଥେ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ନାନା ବିଷୟ ନିଯେ ମତବିରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହୟ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରେଓ କେଉ ଅନ୍ୟାଯ କରେ ଆବାର କେଉବା ଅନ୍ୟାଯ ନା କରେ ବଞ୍ଚିର ଅନ୍ୟାଯ ଆଚରଣ ସହ୍ୟ କରେ । କେଉ ବଞ୍ଚିର ଅନ୍ୟାଯ ଆଚରଣ ଶୁଦ୍ଧରେ ଦେଓଯାର ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ବଞ୍ଚିକେ କ୍ଷମା କରେ ଦେଇ । ଏତେ ବଞ୍ଚିଦେର ମଧ୍ୟେ ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । କ୍ଷମା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର କରେ ତୋଳେ । ଆମାଦେର ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ରହେଛେନ ଯାରା କ୍ଷମାଶୀଳ । ତାଦେର ଏହି କ୍ଷମାଶୀଳ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମରା ନାନାଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହଇ । କ୍ଷମାର ଗୁଣ ବିଦ୍ୟାଲୟ ପରିବେଶକେ ସୁନ୍ଦର କରେ ତୁଳତେ ପାରେ । ସମାଜ ଜୀବନେଓ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ । କ୍ଷମାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜେ ସମାଦୃତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପାତ୍ର ।

**ଏକକ କାଜ:** ପାରିବାରିକ ଜୀବନେ କ୍ଷମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

### পাঠ ৭ : ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা

ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। যে পরিবারে মা-বাবা ক্ষমাশীল আচরণ করে সে পরিবারে সন্তানের মধ্যেও এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হবে। পরিবারে সকল সদস্য একই প্রকৃতির আচরণ করে না। একই পরিবারের সদস্যদের আচরণের ধরণও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কেউ একটু সহজ ও সরল প্রকৃতির আবার কেউবা জটিল প্রকৃতির। কোনো কারণে মতবিরোধ সৃষ্টি হলে পরিবারে একেক জনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করার ধরনও একেক প্রকৃতির। এ ক্ষেত্রে মা-বাবাকে অত্যন্ত সচেতন হতে হয়। পরিবারে যারা সর্বদাই অন্যায় ও ঝুঁট আচরণ করে তাদের প্রতি মা-বাবাকে ধৈর্য ও সহনশীল হতে হয়। ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য অন্যায়কারীর নিকট তুলে ধরতে হয়। তাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে ছোট ছোট অন্যায়গুলো ক্ষমা করে দিতে হয়। জীবনে অন্যায় আচরণের প্রভাব সম্পর্কে তাদের নিকট বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে হয়। সমাজ জীবনে যারা ক্ষমাশীল হিসেবে শ্রদ্ধার পাত্র তাদের জীবনের ঘটনা সন্তানদের মাঝে গল্পের ছলে বলতে হয়। পরিবারে আমরা যখন একই সাথে কোনো কাজ করি কিংবা খাবার খেতে বসি এ সময়ে বাবা কিংবা মা ধর্ম গ্রন্থের ক্ষমার আদর্শের কাহিনি শুনিয়েও আমাদের বিবেকবোধে নাড়া দিতে পারেন।

**একক কাজ:** তোমার পরিবারে ক্ষমার আদর্শ গঠনে মা কিংবা বাবা কী ভূমিকা রাখতে পারেন তা বুঝিয়ে লেখ।

### অনুশীলনী

#### শূন্যস্থান পূরণ কর:

১. সত্যবাদিতা..... চরিত্রের একটি মহৎ গুণ।
২. প্রাচীনকালে গৌতম নামে এক..... ছিলেন।
৩. ক্ষমা দ্বারা অপরাধীর মনে..... হয়।
৪. শ্রীগৌর সুন্দরই..... মহাপ্রভু।
৫. নিত্যানন্দ..... আলিঙ্গন করলেন।

**২. ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বামপাশের সাথে মিল কর:**

| বামপাশ                          | ডানপাশ                                 |
|---------------------------------|--|
| ১. অনুত্ত অপরাধীকে শান্তি       | প্রকাশিত                               |
| ২. মানবিক মূল্যবোধ সৃষ্টির জন্য | তারা অধৈর্য হতে পারে                   |
| ৩. শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বললেন  | না দিয়ে ছেড়ে দেয়া কে ক্ষমা বলে      |
| ৪. সত্য সর্বদা                  | নৈতিক শিক্ষার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ |
| ৫. ভঙ্গণ সমস্যারে বলে উঠলেন     | ‘কৃষ্ণ নাম কর’<br>‘হরিবোল’! ‘হরিবোল’   |

**৩. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:**

**১. সত্যকামের মায়ের নাম কী?**

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ক. সুমিত্রা  | খ. রাজকুমারী |
| গ. চন্দ্রমণি | ঘ. জবালা     |

**২. সত্যবাদিতা বলতে বোঝায় -**

- i. সদাচরণ করা
- ii. কোন কিছু গোপন করা
- iii. অকপটে সবকথা খুলে বলা

**নিচের কোনটি সঠিক?**

- |             |            |
|-------------|------------|
| ক. i        | খ. i ও ii  |
| গ. ii ও iii | ঘ. i ও iii |

**নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :**

প্রাণি অবসর পেলেই ফুল বাগানে গিয়ে গাছের পরিচর্যা করে। কিন্তু সে লক্ষ্য করল, কে যেন তার গাছের ফুল ছিঁড়ে ফেলে রাখে। একদিন সে বারান্দায় বসে আছে। এমন সময় এক ছোট্ট বালক এসে তার বাগানের সামনে দাঁড়াল। দেখা মাত্রই প্রাণি তাকে ধমকের স্বরে বলল, তুমি আমার গাছের ফুল ছিঁড়?

উত্তরে সে নির্ভয়ে সরলভাবে বলল, হ্যা, আমি প্রতিদিন তোমার গাছের ফুল ছিঁড়ি। ছোট্ট বালকের মুখে এমন ২০ কথা শুনে প্রাণি বিস্মিত হয়ে যায়।

## ସଂକଷିପ୍ତ ଧ୍ୟାନ :

- নৈতিক শিক্ষা বলতে কী বোঝ?
  - সত্যকথা বলার অভ্যাস গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
  - ধর্মের বাহ্য লক্ষণগুলো লেখ।

### ବର୍ଣନାମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ :

১. ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনে সত্যবাদিতা সম্পর্কিত উপাখ্যানের শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর ।
  ২. ক্ষমার আদর্শ স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দের মহল্লের পরিচয় দাও ।
  ৩. ক্ষমার আদর্শ গঠনে পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর ।

সুজনশীল প্রশ্ন :

সুরেশ তার প্রতিবেশী দিজেন বাবুর জমি দখল করে নেয়। ফলে দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধ চলছিল। কিন্তু এক পর্যায়ে সুরেশ জটিল রোগে আক্রান্ত হলে দিজেন বাবু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এ ঘটনায় সুরেশের মনে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হয় এবং সে দিজেন বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। দিজেন বাবু সুরেশকে বুকে জড়িয়ে ধরে ক্ষমা করে দেন।

- ক. ধর্মের বাহ্য লক্ষণ কয়টি?

খ. অপরাধীকে ক্ষমা করা হয় কেন ব্যাখ্যা কর।

গ. দিজেন বাবুর ক্ষমার মধ্যে তোমার পঠিত উপাখ্যানের কার নৈতিক আদর্শ ফুটে উঠেছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘সুরেশের অনুশোচনা যেন মাধাইয়ের অনুশোচনার অনুজ্ঞপ’- তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

## আদর্শ জীবনচরিত

অন্তর্ভুক্ত আমের মহাশূলক ও মহীয়সী নারী অনুপ্রবণ করেছেন। আজীবন তাঁরা জগতের কল্যাণ করেছেন। মানুষের মঙ্গল করেছেন। তাঁদের জীবনী থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। আমাদের জীবন সুস্থলভাবে পঞ্চ তোলার অনুরোধ স্বাত করতে পারি। তাই তাঁদের জীবনী আমাদের কাছে আদর্শ জীবনচরিত হিসেবে বিবেচ। এ অধ্যায়ে পোচকন আদর্শ মহাশূলক এবং মহীয়সী নারীর জীবনচরিত বর্ণনা করা হলো। তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীলোকনাথ প্রশান্তার্তী, রাধী রামশাশি, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বামাকেশ।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালের জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে শ্রীকৃষ্ণের জীবনাদর্শের শিক্ষা যাদ্যা করতে পারব
- নৈতিকতা গঠনে শ্রীলোকনাথ প্রশান্তার্তীর জীবনাদর্শের শিক্ষা বর্ণনা করতে পারব
- রাধী রামশাশির জীবনাদর্শ সম্পর্কে জ্ঞানতে পারব
- রাধী রামশাশির সংকারমূলক কার্য বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- নৈতিক চরিত্র গঠনে বামাকেশের জীবনাদর্শ বর্ণনা করতে পারব
- মহাশূলক ও মহীয়সী নারীদের জীবনাদর্শের শিক্ষা নিজ জীবনান্তরণে যেমন চালতে উচুক হব
- পাঠাপুর্ণক বহির্ভূত মহাশূলক-মহীয়সী নারীদের জীবনী ও অবদান সম্পর্কে অনুসন্ধান পরিচালনা করতে পারব।

## পাঠ ১ : শ্রীকৃষ্ণ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান् – ‘কৃষ্ণে ভগবান् স্বয়ম্’। জগতের কল্যাণের জন্য তিনি মানববৃপ্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দুষ্টকে দমন করে তিনি শিষ্টকে পালন করেছিলেন। আমরা এখানে শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালের কর্মকান্ড সম্পর্কে জানব।

তখন দ্বাপর যুগ। মথুরায় রাজত্ব করতেন রাজা কংস। তিনি ছিলেন ভীষণ অত্যাচারী। নিজের পিতা উগ্রসেনকে বন্দী করে সিংহাসন দখল করেন।

কংসের খুড়তুত বোন দেবকী। পরমা সুন্দরী। দেবকীকে কংস খুব ভালোবাসেন। তাই আদর করে রাজা শুরের পুত্র বসুদেবের সঙ্গে তাঁর বিয়ে দেন। বসুদেব ছিলেন পরম ধার্মিক ও বৃপ্তবান। বসুদেবের সঙ্গে বোনের বিয়ে হওয়ায় কংস খুব খুশি। নিজে রথ চালিয়ে তিনি তাঁদের রাজ্যে পৌছে দিচ্ছিলেন। এমন সময় দৈববাণী হলো – ‘শোন কংস, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান তোমায় হত্যা করবে।’

এ-কথা শুনে কংস ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। তিনি তরবারি দিয়ে দেবকীকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। তখন বসুদেব মিনতি করে বললেন, ‘আপনি ওকে হত্যা করবেন না। আমরা আমাদের প্রতিটি সন্তানকে জন্মাত্র আপনার হাতে তুলে দেব।’

বসুদেবের কথায় কংস শান্ত হলেন। তিনি রাজধানীতে ফিরে বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে আটকে রাখলেন। একে একে তাঁদের ছয়টি পুত্র সন্তান হলো। বসুদেব তাদেরকে কংসের হাতে তুলে দিলেন। কংস তাদের পাথরে আছড়ে হত্যা করলেন।

দেবকীর সপ্তম সন্তান বলরাম। ভগবান তাঁকে দেবকীর গর্ভ থেকে বসুদেবের প্রথম স্ত্রী রোহিণীর গর্ভে নিয়ে যান। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান শ্রীকৃষ্ণ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে তাঁর জন্ম। সেদিন প্রচণ্ড বাড়-বৃষ্টি হচ্ছিল। বসুদেব তাকিয়ে দেখলেন কারাকক্ষের দরজা খোলা। কারারক্ষীরা সব ঘুমে অচেতন। কোথাও কেউ জেগে নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঐ অবস্থায়ই বসুদেব শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে, নদী পার হয়ে, গোকুলে চলে গেলেন। সেখানেও সবাই ঘুমে অচেতন। তিনি নন্দরাজার বাড়িতে চুকলেন। তাঁর স্ত্রী যশোদার পাশে কেবল জন্ম নেয়া একটি মেয়ে শিশু ঘুমাচ্ছে। বসুদেব মেয়েটিকে কোলে নিয়ে নিজের পুত্রকে সেখানে রাখলেন। তারপর দ্রুত চলে এলেন কংসের কারাগারে। মেয়েটিকে শুইয়ে দিলেন দেবকীর পাশে।

কারাগারের দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। কারারক্ষীরা জেগে উঠলেন। পরের দিন প্রভাতে সবাই দেখল, দেবকীর এক মেয়ে হয়েছে। কংস এসে যখন মেয়েটিকে আছড়ে মারতে গেলেন, তখন সে হঠাতে আকাশে উঠে গেল এবং কংসকে উদ্দেশ্য করে বলল, ‘তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।’

এ-কথা শুনে কংস ভয়ে চমকে উঠলেন। ক্রোধে ক্ষিণ্ণও হলেন। তিনি তক্ষনি আদেশ দিলেন গোকুলে যত শিশু আছে সবাইকে মেরে ফেলতে।

কংসের আদেশে পুতনা রাক্ষসীকে ডাকা হলো এবং তাকে বলা হলো গোকুলের সমস্ত শিশুকে মেরে ফেলতে হবে। বিনিময়ে তাকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা দেয়া হবে।



ସର୍ବମୁଦ୍ରାର ଲୋଡେ ପୃତନା ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀର ବୂପ ଧରେ ଗୋକୁଳେ ଚଲଲ । ପ୍ରଥମେଇ ଗେଲ ନନ୍ଦରାଜେର ବାଡ଼ି । କେଂଦେ କେଂଦେ ସଶୋଦାକେ ବଲଲ, ‘ମା, ଆମି ବଡ଼ଇ ଦୁଃଖିନୀ । ଆମାର ଦୂଧେର ଶିଶୁ ମାରା ଗେଛେ । ଆମାର କୋନୋ ଟାକା-ପଯସା ଚାଇନେ । ଦୁବେଳା ଦୂଟୋ ଖେତେ ଦିଓ । ବିନିମୟେ ଆମି ତୋମାର ଶିଶୁପୁତ୍ରକେ ପାଲନ କରବ ।’

ପୃତନାର କଥାଯ ସଶୋଦାର ଘାରା ହଲୋ । ତିନି ପୃତନାକେ କାଜେ ରାଖଲେନ । ଏକଦିନ ପୃତନା କୃଷ୍ଣକେ କୋଳେ ନିଯେ ବାଇରେ ଗେଲ । ଚାରଦିକେ ତାକିଯେ ଦେଖଲ କେଉ ନେଇ । ତଥନ ନିଜେର ସନ କୃଷ୍ଣେର ମୁଖେ ଚୁକିଯେ ଦିଲ । ସନେ ମାଥାନେ ଛିଲ ତୀର ବିଷ । ତାର ଧାରଣା ଛିଲ, ଏହି ବିଷେ କୃଷ୍ଣେର ମୃତ୍ୟୁ ହବେ । କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତୋ ଭଗବାନ । ଶିଶୁ ହଲେଓ ତିନି ସବଇ ବୁଝିତେ ପାରଲେନ । ତାଇ ପୃତନାର ସନେ ଏମନ ଟାନ ଦିଲେନ ଯେ, ତାତେ ପୃତନାରଇ ମୃତ୍ୟୁ ହଲୋ । ଏଭାବେ ପୃତନାକେ ବିନାଶ କରେ ତିନି ଗୋକୁଳେର ଶତ ଶତ ଶିଶୁକେ ବାଁଚାଲେନ ।

ପୃତନାର ମୃତ୍ୟୁ ସଂବାଦ ପେଯେ କଂସ ଖୁବଇ ଚିନ୍ତିତ ହଲେନ । ତିନି ଭାବଲେନ, କୋନୋ ନାରୀର ପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣକେ ମାରା ସମ୍ଭବ ନନ୍ତ୍ୟ । ତାଇ ତିନି ତୀର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ପୁରୁଷ ଅନୁଚରକେ ଡାକଲେନ । ତାକେ ସବ ବୁଝିଯେ ବଲଲେନ । ଅନୁଚର ବଲଲ, ‘ମହାରାଜ, ଚିନ୍ତା କରବେନ ନା । ଆଜ ସୂର୍ଯ୍ୟାନ୍ତେର ମଧ୍ୟେଇ ଆପଣି ଶକ୍ତର ମୃତ୍ୟୁ ସଂବାଦ ପାବେନ ।’ ଏହି ବଲେ ଅନୁଚର ଗୋକୁଳେର ଦିକେ ଚଲଲ । ସୋଜା ଗିଯେ ଉଠିଲ ନନ୍ଦରାଜେର ବାଡ଼ିତେ । ମା ସଶୋଦା ତଥନ ଏକଟା ଶକ୍ଟ ବା ଗାଡ଼ିର ନିଚେ କୃଷ୍ଣକେ ଶୁଇଯେ ରେଖେ କାଜ କରାଇଲେନ । ଏହି ସୁଯୋଗେ ଅନୁଚର ଶକ୍ଟ ଚାପା ଦିଯେ କୃଷ୍ଣକେ ମାରିତେ ଏଗିଯେ ଗେଲ । କୃଷ୍ଣ ତାର ମନୋଭାବ ବୁଝିତେ ପାରଲେନ । ତାଇ ସଜୋରେ ଏକ ଲାଥି ମାରଲେନ । ଫଳେ ଶକ୍ଟଟିର ଚାପେ ଅନୁଚର ମାରା ଗେଲ । ଏଭାବେ କୃଷ୍ଣ କଂସେର ଅନୁଚରେ ହାତ ଥେବେଓ ଗୋକୁଳେର ଶିଶୁଦେର ରକ୍ଷା କରଲେନ ।

ଏବାର କଂସ ତୃଗାବର୍ତ୍ତ ନାମକ ଏକ ଅସୁରକେ ପାଠାଲେନ କୃଷ୍ଣକେ ମାରାର ଜନ୍ୟ । ତୃଗାବର୍ତ୍ତ ଗୋକୁଳ ଗିଯେ ପ୍ରଚାନ୍ଦ ସୂର୍ଯ୍ୟବାୟର ସୃଷ୍ଟି କରଲ । ସମ୍ଭବ ଗୋକୁଳ ଭୌଷଣ ବାଡ଼େ ଅଞ୍ଚକାର ହେଯ ଗେଲ । ତୃଗାବର୍ତ୍ତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୃଷ୍ଣକେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତେ ତୁଲେ ଆହାଡ଼େ ମାରବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟବାୟର ଫଳେ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଉଚ୍ଚତେ ଉଠେ ଏଲେନ ବଟେ । କିନ୍ତୁ ତୀକେ ଆହାଡ଼ ମାରାର ଆଗେ ତିନିଇ ତୃଗାବର୍ତ୍ତର ବୁକେ ଦିଲେନ ଭୀଷଣ ଚାପ । ଫଳେ ମଟିତେ ପଡ଼େ ମେ ମାରା ଗେଲ । ଏଭାବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୈଶବ ଅବହ୍ଵାଯଇ ଦୁଷ୍ଟର ଦମନ କରେ ଶିଷ୍ଟର ପାଲନ କରରେହେନ ।

শ্রীকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, ভগবান সর্বদা দুষ্টের দমন করেন এবং শিষ্টের পালন করেন। মানবরূপে জন্ম নিয়ে তিনি দুর্জনদের হত্যা করে জগতের মঙ্গল করেন। ভগবান সহায় থাকলে দুষ্টরা কিছু করতে পারেনা। তিনিই সবাইকে রক্ষা করেন। তাই আমরা সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করব। তাঁর জীবনাদর্শ অনুসরণে সাহসী ভূমিকা নিয়ে শিশুদের কল্যাণে এগিয়ে যাব।

**একক কাজ :** শ্রীকৃষ্ণের শৈশবকালের একটি ঘটনা লেখ।

**নতুন শব্দ :** স্বয়ম্, শিষ্ট, দৈববাণী, ঘুটঘুটে, কারাগার, কারারক্ষী, ক্ষিণ্ঠ, পৃতনা, শকট, ঘূর্ণিবায়ু।

## পাঠ ২ : শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা উত্তর চবিশ পরগনা। এর অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার একটি গ্রাম চাকলা। এ গ্রামেই ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে লোকনাথের জন্ম। পিতা রামকানাই চক্রবর্তী এবং মাতা কমলা দেবী।

লোকনাথ ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার চতুর্থ পুত্র। রামকানাইর বড়ই ইচ্ছা— তাঁর একটি পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করুক। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে বৎশ পবিত্র করুক।

পিতার ইচ্ছা পূরণ করার জন্য লোকনাথ এগিয়ে এলেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। এ-কথা শুনলেন লোকনাথের বন্ধু বেণীমাধব চক্রবর্তী। তিনিও সিদ্ধান্ত নিলেন সন্ন্যাস নেবেন। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী হলেন তাঁদের গুরু। তিনি ছিলেন একজন যোগী পুরুষ। তিনি তাঁদের দীক্ষা দিলেন। তারপর একদিন দুই বালক ব্রহ্মচারীকে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করলেন।

প্রথমে তাঁরা গেলেন কোলকাতার কালীঘাটে। কালীঘাট তখন সাধন-ভজনের এক পবিত্র অরণ্যভূমি। গুরুর তত্ত্বাবধানে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে কঠোর সাধনায় রত হলেন। এভাবে তাঁদের ২৫ বছর কেটে গেল। তারপর তাঁরা গেলেন কাশীধামে। গুরু ভগবান গাঙ্গুলী তখন বৃদ্ধ। শরীর খুবই দুর্বল। তাই তিনি কাশীধামের পরম সাধক হিতলাল মিশ্রের হাতে লোকনাথ ও বেণীমাধবকে তুলে দিলেন। তারপর গঙ্গার ঘাটে গিয়ে তিনি যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

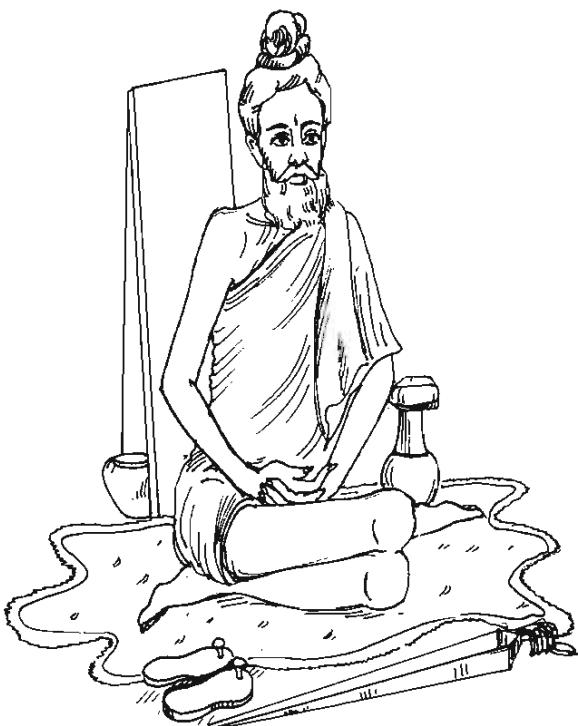
হিতলাল মিশ্র লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে চলে যান হিমালয়ে। সেখানে দীর্ঘকাল কঠোর সাধনা করে দুজনেই সিদ্ধিলাভ করেন। যোগবিভূতির অধিকারী হন। এরপর তাঁরা দেশ পরিভ্রমণে বের হন। আফগানিস্তান,

ମଙ୍ଗା, ମଦିନା, ଚୀନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶ ଭ୍ରମ କରେ ତା'ରା ହିମାଲୟେ ଫିରେ ଆସେନ । ହିତଲାଳ ତଥନ ବଲେନ, ‘ଆମାର ସାଥେ ଆର ତୋମାଦେର ଥାକାର ପ୍ରୟୋଜନ ନେଇ । ତୋମରା ନିଜଭୂମିତେ ଯାଓ । ସେଥାନେ ତୋମାଦେର କାଜ କରତେ ହବେ ।’

ଏବାର ଦୁଇ ବଞ୍ଚିର ବିଚିନ୍ନ ହବାର ପାଲା । ବେଣୀମାଧ୍ୱର ଗେଲେନ ଭାରତେର କାମାଖ୍ୟାର ଦିକେ । ଆର ଲୋକନାଥ ଏଲେନ କୁମିଳାର ଦାଉଦକାନ୍ଦିତେ । ଏଥାନ ଥେକେଇ ଲୋକନାଥେର ଲୋକସେବା ଓ ସାଧନାର ନୃତ୍ୟ ଜୀବନେର ଶୁରୁ ।

ଦାଉଦକାନ୍ଦିତେ ଲୋକନାଥ ଏକଦିନ ଏକ ବଟଗାଛେର ନିଚେ ବସେ ଧ୍ୟାନ କରଛେ । ଏମନ ସମୟ ଭେଙ୍ଗୁ କରକାର ନାମେ ଏକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଏସେ ତା'ର ପା ଜଡ଼ିଯେ ଧରଲେନ । ବଲେନ, ‘ବାବା, ଆମାକେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତ । ଆମି ଏକ ଫୌଜଦାରି ମାମଲାଯ ପଡ଼େଛି । ରେହାଇ ପାବାର ଉପାୟ ନେଇ ।’

ଭେଙ୍ଗୁକେ ଦେଖେ ଲୋକନାଥେର ଦୟା ହଲୋ । ତିନି ଯେ ସର୍ବଜୀବେର ମଧ୍ୟେଇ ବ୍ରକ୍ଷାକେ ଖୁଜିତେନ । ସର୍ବଜୀବେର ମହିଳ ସାଧନଇ ଛିଲ ତା'ର ସାଧନାର ଲକ୍ଷ୍ୟ । ତାଇ ତିନି ଭେଙ୍ଗୁକେ ଅଭ୍ୟ ଦିଯେ ବଲେନ, ‘ଯା, ତୁହି ମୁକ୍ତି ପାବି ।’ ଭେଙ୍ଗୁ ଠିକଇ ମୁକ୍ତି ଗେଲେନ । ତାଇ ଖୁଶି ହେଁ ତିନି ଲୋକନାଥକେ ତା'ର ବାଡ଼ି ନିଯେ ଗେଲେନ । ଲୋକନାଥ ସେଥାନେ କିଛୁଦିନ ଥେକେ ନାରାୟଣଗଞ୍ଜ ଜେଲାର ବାରଦୀ ଗ୍ରାମେ ଚଲେ ଗେଲେନ ।



ବାରଦୀର ଜମିଦାର ତଥନ ନାଗବାବୁ । ତିନି ଏକବାର ଲୋକନାଥେର କୃପାୟ ମାମଲାଯ ଜୟଳାଭ କରେନ । ତାଇ ତିନି ବାରଦୀ ଗ୍ରାମେ ଲୋକନାଥେର ଥାକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଦେନ । କ୍ରମେ ସେଥାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଁ ଲୋକନାଥେର ଆଶ୍ରମ । ଦଲେ-ଦଲେ ଭକ୍ତରା ଆସତେ ଥାକେନ । ଲୋକନାଥେର ଅଲୋକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବେ ଅନେକ କୃଷ୍ଣ ମାନୁଷ ସୁନ୍ଦର ହନ । ଅନେକେ ବିପଦ ଥେକେ ଉଦ୍ଧାର ପାନ । ପାପୀ- ତାପୀ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରେନ । ସାଧକେରା ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେନ । ଏଭାବେ ଲୋକନାଥ ‘ବାବା ଲୋକନାଥ ବ୍ରକ୍ଷଚାରୀ’ ହିସେବେ ପରିଚିତ ହେଁ ଓଠେନ । ଦେଶ-ବିଦେଶେ ତା'ର ଖ୍ୟାତି ଛଡ଼ିଯେ ପଡ଼େ ।

ଲୋକନାଥ ଜାତି, ଧର୍ମ ବା ବର୍ଣ୍ଣର ବିଚାର କରତେନ ନା । ତା'ର କାହେ ସବ ମାନୁଷଙ୍କ ଛିଲ ସମାନ । ତା'କେ ଏକ ଗୋୟାଲିନୀ ଦୁଧ ଦିତେନ । ଲୋକନାଥ ତା'କେ ମା ବଲେ ଡାକତେନ । ଲୋକନାଥେର ଅନୁରୋଧେ ଗୋୟାଲିନୀ ଶେଷେ ଆଶ୍ରମେଇ ଥାକତେନ ।

লোকনাথ শুধু মানুষ নয়, জীবজগ্ত ও পশুপাখিকেও সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর আশ্রমে অনেক পশুপাখি থাকত। তিনি নিজের হাতে তাদের খাবার দিতেন। পাখিরা নির্ভয়ে তাঁর গায়ে এসে বসত। আসলে তিনি সব জীবের মধ্যেই ব্রহ্মের উপস্থিতি উপলক্ষ্মি করতেন। তিনি মনে করতেন, ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূপে। তিনি বলতেন, ‘যত্নে বৃপৎ কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি’—আমি তোমার কল্যাণতম বৃপৎই প্রত্যক্ষ করি। তাই জীবের কল্যাণ করে তিনি যে আনন্দ পেতেন, সেটাই ছিল তাঁর ব্রহ্মানন্দ।

বাবা লোকনাথ ছিলেন অশেষ কৃপাবান মহাপুরুষ। তাই তিনি সংসারী লোকদের প্রতি পরম আশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন,

‘রণে বনে জলে জঙলে যখনই বিপদে পড়িবে,  
আমাকে স্মরণ করিও, আমিই রক্ষা করিব।’

এই পরম পুরুষ বাবা লোকনাথ ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে বারদীর আশ্রমে পরলোক গমন করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১৬০ বছর।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনী থেকে আমরা এই নৈতিক শিক্ষা পাই যে, পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। মানুষ, পশু-পাখি সকল জীবকে ভালোবাসতে হবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ কোনরূপ ভেদাভেদ করা যাবে না। সমাজের উচু-নীচু সবাইকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। সকলের মধ্যে যে আত্মা আছে, তার সঙ্গে নিজের আত্মাকে এক করে দেখতে হবে। তবেই ব্রহ্মলাভ হবে।

**একক কাজ :** শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর লোকসেবার একটি ঘটনা লিখ।

**নতুন শব্দ :** ব্রহ্মচারী, যোগীপুরুষ, ফৌজদারি, পশ্যামি, ব্রহ্মজ্ঞান।

### পাঠ ৩ : রাণী রাসমণি

রাণী রাসমণি ছিলেন এক মহীয়সী নারী। গরিবের ঘরে জন্ম হলেও এক জমিদারের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ফলে তিনি সত্য সত্যই রানির পদে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু রানি হলে কি হবে? তিনি কখনও বিলাসী জীবন যাপন করেন নি। আজীবন ধর্মচর্চা ও জনকল্যাণমূলক কাজ করে গেছেন। এজন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

୧୭୯୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ରାଣୀ ରାସମଣି କୋଲକାତାର ଉତ୍ତରେ ଗଞ୍ଜାର ପୂର୍ବତୀରେ ହାଲିଶହରେ ନିକଟ କୋନା ନାମକ ଗ୍ରାମେ ଜନ୍ମ ଏହଙ୍କରଣ କରେନ । ପିତାର ନାମ ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସ । ମାତାର ନାମ ରାମପିଲ୍ଲା ଦାସୀ । ହରେକୃଷ୍ଣ ଦାସେର ପେଶା ଛିଲ ଗୃହ-ନିର୍ମାଣ ଓ କୃଷିକାଜ । ଜନ୍ମେର ପର ମା ରାମପିଲ୍ଲା ମେଘେର ନାମ ରାଖେନ ରାଣୀ । ପରେ ତା'ର ନାମ ହୟ ରାସମଣି । ଆରା ପରେ ଦୁଟି ନାମ ଏକତ୍ରିତ ହୟେ ପ୍ରତିବେଶୀଦେର କାହେ ତିନି ରାଣୀ ରାସମଣି ନାମେ ପରିଚିତ ହନ । ୧୮୦୪ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦେ ଜମିଦାର ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ଦାସେର ସଙ୍ଗେ ତା'ର ବିଯେ ହୟ । ତାଦେର ଚାର କନ୍ୟା— ପଦ୍ମମଣି, କୁମାରୀ, କରୁଣା ଏବଂ ଜଗଦଦ୍ୱା ।

ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ଛିଲେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କର୍ମକୁଶଳ । ତା'ର ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୟେଛିଲେନ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଶ୍ରୀ ରାସମଣି । କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରେ ତିନି ଛିଲେନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାଯିକ । ଏର ଫଳେ ତା'ର ସାଫଲ୍ୟ ଆରା ବୃଦ୍ଧି ପେତେ ଥାକେ । ପିତାର ମୁତ୍ୟର ପର ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ବିଶାଳ ସମ୍ପଦେର ଅଧିକାରୀ ହନ ।

ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଛିଲେନ ଉଦାର ପ୍ରକୃତିର ମାନୁଷ । ମେହି ସଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତ ହୟେଛିଲ ଶ୍ରୀ ରାସମଣିର ଅନୁପ୍ରେରଣା । ଫଳେ ଏହି ଜମିଦାର ପରିବାର ଜନକଳ୍ୟାଣେର ଜନ୍ୟ ଅନେକ କାଜ କରେ ଗେହେନ । ୧୨୩୦ (୧୮୨୩ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦ) ସାଲେ ବନ୍ୟାୟ ବାଂଲାର ଅନେକ ପରିବାର ଅସହାୟ ହୟେ ପଡ଼େ । ରାଣୀ ରାସମଣି ତାଦେର ସାହାଯ୍ୟେର ଜନ୍ୟ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରେନ । ଏ ବହରଇ ରାସମଣିର ପିତା ପରଲୋକ ଗମନ କରେନ । ରାସମଣି କନ୍ୟାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପିତାର ପାରଲୋକିକ ଦ୍ଵିତୀୟ କରାର ଜନ୍ୟ ଗଞ୍ଜାର ଘାଟେ ଯାନ ।

କିନ୍ତୁ ଯାତାଯାତେର ରାଣ୍ଡା ଏବଂ ଗଞ୍ଜାର ଘାଟେର ଅବଶ୍ଵା ଛିଲ ଖୁବଇ ଶୋଚନୀୟ । ତାଇ ଜନଗଣେର ସୁବିଧାର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ରାଣୀ ସ୍ଵାମୀକେ ଅନୁରୋଧ କରେନ ସଂକ୍ଷାରେର ଜନ୍ୟ । ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଟାକା ଖରଚ କରେ 'ବାବୁ ଘାଟ' ଓ 'ବାବୁ ରୋଡ' ନିର୍ମାଣ କରାନ ।

ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ଓ ରାସମଣିର ଦାସ୍ତତ୍ୟ ଜୀବନ ଖୁବ ବେଶି ଦୀର୍ଘଶୀଘ୍ରୀ ହୟନି । ଯାତ୍ର ୪୯ ବହର ବୟବେ ରାଜଚନ୍ଦ୍ର ଇହଲୋକ ତ୍ୟାଗ କରେନ । ଏର ଫଳେ ଜମିଦାରିର ସମସ୍ତ ଦାସିତ୍ୱ ପଡ଼େ ରାଣୀ ରାସମଣିର ଓପର । କିନ୍ତୁ ଜମିଦାରିର ପାଶାପାଶ ତିନି ଜନକଳ୍ୟାଣ ଓ ଧର୍ମଚର୍ଚ ସମାନଭାବେ କରେ ଗେହେନ ।

୧୨୪୫ (୧୮୩୮ ଖ୍ରିଷ୍ଟାବ୍ଦ) ସାଲେ ରାଣୀ ରାସମଣି ୧,୨୨,୧୧୫ ଟାକା ଖରଚ କରେ ଏକଟି ବୃପାର ରଥ ତୈରି କରାନ । ତାତେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକେ ବସିଯେ ରଥ୍ୟାତ୍ରାର ଦିନ ପରିବାରେର ଲୋକଜନକେ ନିଯେ କୋଲକାତାର ରାଣ୍ଡା ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେର କରେନ ।



୧୨୫ ଏକବାର ତିନି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ରେ ଯାନ । ମେଥାନକାର ରାଣ୍ଡାଘାଟ ଛିଲ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ । ତୀର୍ଥ୍ୟାତ୍ରୀଦେର ଖୁବ କଷ୍ଟ ହତୋ ଚଲାଫେରା କରତେ । ରାସମଣି ତାଦେର ସୁବିଧାର କଥା ଚିନ୍ତା କରେ ସମସ୍ତ ରାଣ୍ଡା ସଂକ୍ଷାର କରେ ଦେନ ।

শুধু তা-ই নয়। ঘাট হাজার টাকা ব্যয় করে তিনি জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা এই তিনি বিগ্রহের জন্য হীরক খচিত তিনটি মুকুটও তৈরি করিয়ে দেন।

রাণী রাসমণি অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন। সেসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হলো গঙ্গার জলকর বন্ধ করা। একবার ইংরেজ সরকার গঙ্গায় মাছ ধরার জন্য জেলেদের ওপর কর আরোপ করেন। নিরূপায় জেলেরা তখন রাসমণির শরণাপন্ন হন। রাসমণি সরকারকে দশ হাজার টাকা কর দিয়ে মুসুড়ি থেকে মেটিয়াবুরুজ পর্যন্ত সমস্ত গঙ্গা জমা নেন এবং রশি টানিয়ে জাহাজ ও নৌকা চলাচল বন্ধ করে দেন। এতে সরকার আপত্তি তোলেন। উভরে রাণী বলেন যে, নদীতে জাহাজ চলাচল করলে মাছ অন্যত্র চলে যাবে। এতে জেলেদের ক্ষতি হবে। এ অবস্থায় সরকার রাণীকে তাঁর টাকা ফেরত দেন এবং জলকর তুলে নেন।

রাণী তাঁর প্রজাদের সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করতেন। একবার এক নীলকর সাহেব মকিমপুর পরগণায় প্রজাদের ওপর উৎপীড়ন শুরু করেন। এ-কথা রাণী শুনতে পান এবং তাঁর হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়। তিনি প্রজাদের উন্নতিকল্পে এক লক্ষ টাকা খরচ করে ‘টেনার খাল’ খনন করান। এর ফলে মধুমতী নদীর সঙ্গে নবগঙ্গার সংযোগ সাধিত হয়। এছাড়া সোনাই, বেলিয়াঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার স্থাপন এবং কালীঘাট নির্মাণ তাঁর অনন্য কীর্তি।

ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে রাণী রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন। রাণী একদিন বিশেষ দর্শনের জন্য কাশীধামে যাওয়া স্থির করেন। যাত্রার পূর্বরাত্রে মা কালী তাঁকে স্বপ্নে বলেন, ‘কাশী যাওয়ার আবশ্যিকতা নেই, গঙ্গার তীরে আমার মৃত্তি প্রতিষ্ঠা করে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা করো। আমি ঐ মৃত্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয়ে তোমার নিকট থেকে নিত্য পূজা গ্রহণ করব।’ মায়ের এই আদেশ পেয়ে রাসমণি গঙ্গার তীরে জমি কিনে মন্দির নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের অঞ্জ রামকুমারকে পুরোহিত নিয়োগ করা হয়। রাণী সেখানে প্রতিদিন পূজা দিতেন। রামকুমারের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ স্বয়ং পুরোহিতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর কারণেই ঐ মন্দির আজ দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির নামে খ্যাত। এখানেই রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার রাণী রাসমণি ইহুদায় ত্যাগ করেন।

রাণী রাসমণির জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা লাভ করতে পারি যে, মানুষের জন্মের চেয়ে তার কর্মই বড়। জন্ম যেখানেই হোক, কর্মের দ্বারা মানুষ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। এটাই প্রত্যেকের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। সম্পদকে মানুষের সেবায় লাগাতে হবে। শুধু নিজের সুখই নয়, অপরের সুখের জন্যও সম্পদ ও ক্ষমতার ব্যবহার করতে হবে। কর্মের অবসরে ধর্মচর্চায় মন দিতে হবে। তাতে দেহ-মন শুন্দি হয়, পরিত্র হয়। এভাবে ধর্মচর্চা ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারলে জীবন সার্থক হয়।

**দলীয় কাজ :** রাণী রাসমণির সংক্ষারমূলক কাজ চিহ্নিত করে একটি পোস্টার তৈরি কর।

ନତୁନ ଶବ୍ଦ : ମହିଯସୀ, ଜଗଦଧା, ଅମାୟିକ, ଖଚିତ, ଜଲକର, ଦେବୋତ୍ତର, ଦାନପତ୍ର ।

### ପାଠ ୪ : ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ

ଭାରତେର ପଞ୍ଚମବଜେର ଭୁଗଳୀ ଜେଲାର କାମାରପୁର ପ୍ରାମେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣେର ଜନ୍ୟ ୧୮୩୬ ଖ୍ରିଷ୍ଟକାନ୍ଦେର ୧୭ ଫେବ୍ରୁଆରି । ତାଁର ପିତା କୁଦିରାମ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ମାତା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବୀ । କୁଦିରାମ ଶିଶୁପୁତ୍ରେର ନାମ ରାଖେନ ଗଦାଧର । ଏହି ଗଦାଧରଙ୍କ ପରମର୍ତ୍ତମାନ ପରମହଂସ ନାମେ ଜଗଦିଷ୍ୟାତ ହନ ।

ବାଲକ ଗଦାଧର ଦେଖତେ ଛିଲେନ ଖୁବଇ ସୁନ୍ଦର । ସଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାବ ତାଁର । ପ୍ରକୃତିକେ ଖୁବଇ ଭାଲୋବାସତେନ । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ୟ ତାଁକେ ମୁଢ଼ କରତ । ଆକାଶେ ଉଡ଼ନ୍ତ ବଲାକାର ଝାଁକ ଦେଖେ ମାରେ ମାରେ ତିନି ଭାବାବିଷ୍ଟ ହେଁ ପଡ଼ିଲେ । ବାଧାଧରା ଲେଖାପଡ଼ାଯ ତାଁର ମନ ଛିଲନା । କିନ୍ତୁ ଭଜନ-କୌର୍ତ୍ତନେର ପ୍ରତି ଖୁବ ଆକର୍ଷଣ ଛିଲ । ଲୋକମୁଖେ ଶୁଣେ ଶୁଣେ ତିନି ବହୁ ଭୂବନ-ଭୋତ୍ର ଏବଂ ରାମାଯଣ-ମହାଭାରତେର କାହିଁନି ଆଯନ୍ତ କରେ ଫେଲେଛିଲେନ ।

ପିତାର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଗଦାଧରର ଜୀବନେ ଏକ ଅନ୍ତତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ । ତିନି କଥନଓ ଶ୍ଵାନେ ଗିଯେ ବସେ ଥାକେନ । କଥନଓ ବା ନିର୍ଜନେ ଆମ ବାଗାନେ ଗିଯେ ସମୟ କାଟାନ । ସାଧୁ-ବୈଷ୍ଣବଦେର ଦେଖଲେ କୌତୁଳ ଭରେ ତାଁଦେର ଆଚରଣ ଲକ୍ଷ କରେନ । ତାଁଦେର ନିକଟ ଭଜନ ଶେଖେନ ।

ଏକ ସମୟ ଗଦାଧର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଲୀମନ୍ଦିରେ ଆସେନ । ତାଁର ବଡ଼ ଭାଇ ରାମକୁମାର ମନ୍ଦିରେ ପୁରୋହିତ । ଗଦାଧର କଥନଓ କଥନଓ ମାଯେର ମନ୍ଦିରେ ଭାବତନ୍ୟ ହେଁ ଥାକେନ । କଥନଓ ଆବାର ଆତମଗ୍ନି ଅବହ୍ଵାୟ ଗନ୍ଧାତୀରେ ଘୁରେ ବେଡ଼ାନ ।

ରାମକୁମାରେର ମୃତ୍ୟୁର ପର ଗଦାଧର ମାଯେର ପୂଜାର ଭାର ଗ୍ରହଣ କରେନ । ଏଥାନେଇ ତାଁର ସାଧନ ଜୀବନେର ଶୁରୁ । ତିନି ଭବତାରିଣୀର ପୂଜାର ମନ-ପ୍ରାଣ ଢେଲେ ଦେନ । ମାକେ ଶୋନାନ ରାମପ୍ରସାଦୀ ଆର କମଳାକାନ୍ତେର ଗାନ । ‘ମା’, ‘ମା’ ବଲେ ଆକୁଳ ହେଁ ଯାନ । ତାଁର ଆକୁଳ ଆହ୍ଵାନେ ଏକଦିନ ମା ଭବତାରିଣୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରାପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହନ ।

ଏ-ସମୟ ଗଦାଧରର ଜୀବନେ ଘଟେ ଆର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଭାବେର ଆବେଶେ ତିନି ଉନ୍ନାଦେର ନ୍ୟାୟ ଆଚରଣ କରେନ । ତ୍ରମେ ତ୍ରମେ ତାଁର ଉନ୍ନାଦନା ବେଡ଼େ ଯାଯ । ଏ ଖବର ଗେଯେ ମା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ତାଁକେ ବାଡ଼ି ନିୟେ ଯାନ ଏବଂ ରାମ ମୁଖୁଜ୍ୟେର ମେଯେ ସାରଦାଦେବୀର ସଙ୍ଗେ ତାଁର ବିଯେ ଦେନ ।

ବିଯେର ଅଞ୍ଚଳ କିଛଦିନ ପରେଇ ଗଦାଧର ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରେ ଫିରେ ଆସେନ । ଆବାର ତାଁର ମଧ୍ୟେ ଦିବ୍ୟୋନ୍ନାଦନାର ଭାବ ଦେଖିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ । ଏ-ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮୬୧ ସାଲେର ଶେଷଭାଗେ ସିଦ୍ଧା ଭୈରବୀ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରେ ଆସେନ । ଗଦାଧର ତାଁକେ ଶୁରୁ ମାନେନ ଏବଂ ତାତ୍ତ୍ଵିକ ସାଧନାୟ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରେନ । ଏହି ଭୈରବୀଙ୍କ ଗଦାଧରକେ ଅସାମାନ୍ୟ ଯୋଗୀ ଏବଂ ଅବତାର ପୁରୁଷ ବଲେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରେନ ।



এরপর গদাধরের সাধন জীবনে আসেন সন্ন্যাসী তোতাপুরী। সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করে তিনি গদাধরের নাম রাখেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধনপথ শাঙ্ক, বৈষ্ণব, তাত্ত্বিক প্রভৃতি মতে সাধনা করেন। এমনকি ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্মতেও সাধনা করেন। সব ক্ষেত্রেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি বলেন, ‘নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করলে সব পথেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়।’ তাঁর উপলব্ধ সত্য হলো, ‘যত মত তত পথ’। অর্থাৎ পথ বহু হলেও লক্ষ্য এক – ঈশ্বর লাভ।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই সাধনা ও তাঁর পরমতসহিষ্ণুতার কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে অনেক জ্ঞানী-গুণী দক্ষিণেশ্বরে আসতে লাগলেন। তিনি তাঁদের গঞ্জের মাধ্যমে অনেক জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিতেন।

প্রবীণদের পাশাপাশি তরুণরাও আসতে লাগলেন। একদিন এলেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি ঈশ্বর দেখেছেন এমন একজন ব্যক্তিকে খুঁজছিলেন। নরেন্দ্রনাথ সরাসরি শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, ‘আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?’ উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ‘হ্যাঁ, নিশ্চয় দেখেছি। এই তোকে যেমন দেখছি। তোকেও দেখাতে পারি।’ নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় ঈশ্বর দর্শন করে ধন্য হলেন এবং তাঁর শ্রীপদপয়ে নিজেকে সমর্পণ করলেন। এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ।

পরমপুরূষ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী শুধু মুখের কথা নয়, সেগুলো তাঁর জীবনচর্চায় বৃপ্তায়িত সত্য। তিনি অহংকারশূন্য হয়ে জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করেছেন। জীবসেবার আদর্শে মানুষকে উদ্বৃদ্ধ করেছেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট এই মহাপুরূষ পরলোক গমন করেন।

### শ্রীরামকৃষ্ণের কয়েকটি উপদেশ :

১. পিতাকে ভক্তি কর, পিতার সঙ্গে গ্রীতি কর। জগত্কৰ্ত্তাপে যিনি সর্বব্যাপী হয়ে আছেন, তিনিই মা। জননী, জন্মস্থান, বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে যে ধর্ম করবে, তার ধর্ম ছাই হয়ে যাবে।
২. মা গুরুজন, ব্রহ্মাময়ী-স্বরূপা। যতক্ষণ মা আছেন, মাকে দেখতে হবে।
৩. একমাত্র ভক্তির দ্বারা জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। ভক্তের জাতি নেই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুন্দি হয়।
৪. ছাদের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক একটি উপায়।
৫. আন্তরিক হলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছানো যায়। ‘যত মত তত পথ’।

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী থেকে আমরা এই নীতিশিক্ষা পাই যে, প্রকৃতিকে ভালোবাসতে হবে। ঈশ্বরজ্ঞানে জীবের সেবা করতে হবে। পিতা, মাতা এবং জন্মভূমিকে শ্রদ্ধা করতে হবে। সকল ধর্মকেই শ্রদ্ধা করতে হবে। তাহলে আর ধর্মীয় সংঘাত দেখা দেবে না। সকল ধর্মেরই লক্ষ্য এক- ঈশ্বর লাভ। সকল ধর্মে

ଭକ୍ତି ଥାକଲେ ଜୀତିଭେଦ ଥାକବେ ନା । ଭକ୍ତିର କୋନୋ ଜୀତି ନେଇ । ଭକ୍ତିତେ ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହସ । ଆମରା ସକଳେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ଏହି ଜୀବନାଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରବ ।

**ଏକକ କାଜ :** ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣର ଉପଦେଶ ତୁମି କୀଭାବେ ମେନେ ଚଲବେ ତୀର୍ଥ ଏକଟି ତାଲିକା ତୈରି କର ।

**ନନ୍ଦନ ଶକ୍ତି :** ପରମହଂସ, ଆବେଶ, ମୁଖ, ଦିବ୍ୟୋନ୍ମାଦନା, ଶାଙ୍କ, ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍ଗିକ, ସିଙ୍କିଲାଭ, ଶ୍ରୀପାଦପଦ୍ମ,  
ବ୍ରକ୍ଷମଯୀ, ସଂଘାତ ।

### ପାଠ ୫ : ବାମାକ୍ଷେପା

ବାମାକ୍ଷେପା ଛିଲେନ ଏକଜନ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାଧକ । ତିନି ତାଙ୍ଗିକ ମତେ ସାଧନା କରେ ସିଙ୍କିଲାଭ କରେନ । ତୀର୍ଥ ସାଧନାର ଶ୍ଵଲ ଛିଲ ତାରାପାଠ । ପଞ୍ଚମବଜେର ବୀରଭୂମ ଜେଲାର ତାରାପାଠ ଅବହିତ । ଏଥାନେ ଆରା ଅନେକ ତତ୍ତ୍ଵସାଧକ ସାଧନା କରେ ସିଙ୍କିଲାଭ କରେନ । ସେବନ- ଆନନ୍ଦନାଥ, କୈଳାସପତି ପ୍ରମୁଖ । ତାରାପାଠ ହିନ୍ଦୁଦେର ଏକଟି ବିଶିଷ୍ଟ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ।

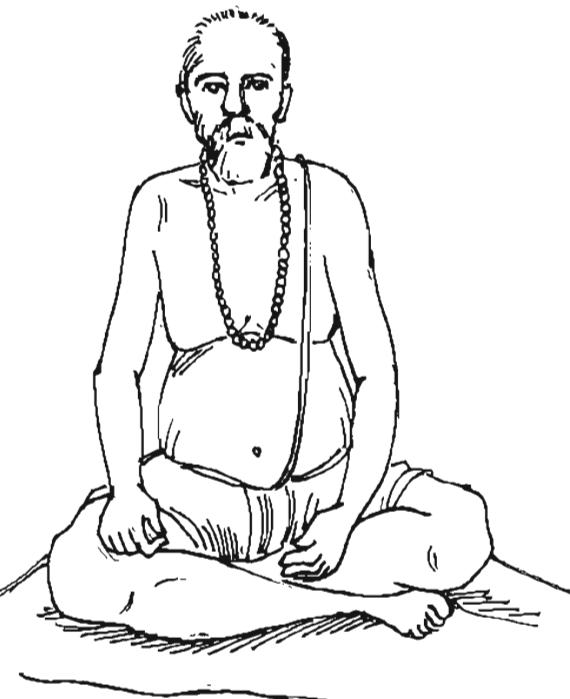
ତାରାପାଠରେ ନିକଟେ ଅଟଳା ଗ୍ରାମ । ୧୮୩୭ ଖ୍ରୀଟାବ୍ଦେ ଶିବ ଚତୁର୍ଦୟୀ ତିଥିତେ ବାମାକ୍ଷେପା ଏଥାନେ ଜନ୍ମିତାହଣ କରେନ । ତୀର୍ଥ ପିତା ସର୍ବାନନ୍ଦ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ, ମାତା ରାଜକୁମାରୀ ଦେବୀ । ବାମାକ୍ଷେପା ତୀର୍ଥ ପିତା-ମାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ।

ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ଜୟକାଳୀ । ଏହାହା ଦୂର୍ଗାଦେବୀ, ଦ୍ରବମଯୀ ଓ ସୁନ୍ଦରୀ ନାମେ ତୀର୍ଥ ଆରା ତିନ ବୋନ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମେ ଏକ ଭାଇ ଛିଲେନ ।

ବାମାକ୍ଷେପାର ଆସଳ ନାମ ବାମାଚରଣ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ । ପରେ ତାରାମାୟେର ସାଧନାଯ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେପାମି ବା ଏକରୋଥା ଭାବ ଦେଖେ ସବାଇ ତାଙ୍କେ ବାମାକ୍ଷେପା ବଲେଇ ଡାକତେନ ।

ପିତା ସର୍ବାନନ୍ଦ ସେତ-ଖାମାରେ କାଜ କରତେନ । ଏତେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆୟ ହତୋ, ତାତେଇ ତୀର୍ଥ ସଂସାର କୋନୋ ରକମେ ଚଲେ ଯେତ ।

ସର୍ବାନନ୍ଦ ଛିଲେନ ବଡ଼ଇ ଧର୍ମଭିକୁ ଓ ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ମାନୁଷ । ଅଞ୍ଚ ବସିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନିଯେ ତିନି ତାରାମାୟେର ସାଧନାୟ ଭୁବେ ଯାନ । ଶ୍ରୀ ରାଜକୁମାରୀଓ ଛିଲେନ



ଧର୍ମପାଣୀ ଓ ଭକ୍ତିମତୀ । ଏମନ ବାବା-ମାଯେର ସନ୍ତାନ ହୟେ ବାମାଚରଣ ଓ ତାରାମାୟେର ଭକ୍ତ ହନ । ‘ଜୟତାରା ଜୟତାରା’ ବଲେ ତିନି ମାଟିତେ ଲୁଟୋପୁଟି ଖାନ । ବାମାଚରଣ ବଡ଼ଇ ସରଳ ଓ ଆପନଭୋଲା । ତୀର୍ଥ ସରଳତା ଅନ୍ୟେର ଚୋଥେ ଛିଲ ପାଗଲାମି ।

প্রথাগত লেখাপড়ার প্রতি বামাচরণের মন ছিলনা। পাঠশালা কোনোরকমে শেষ করে উচ্চ বিদ্যালয়ে আর যাওয়া হয়নি। তবে তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল। তিনি সুমিষ্ট স্বরে গান গাইতে পারতেন। একদিন তারামায়ের মন্দিরে গানের আসর বসেছে। বেহালা বাজাচ্ছেন পিতা সর্বানন্দ। সর্বানন্দ এক সময় বামাচরণকে কৃষ্ণ সাজিয়ে দিলেন। আর বামা নেচে-নেচে মিষ্টি কঢ়ে গান গাইতে লাগলেন। গাঁয়ের মানুষ বামার কৃষ্ণরূপ দেখে আর গান শুনে অতিশয় আনন্দ পেলেন।

একদিন বামাচরণ জেদ ধরেন শুশানে যাবেন। পিতা সর্বানন্দ কিছুতেই থামাতে পারেন না। অবশেষে বামাচরণকে নিয়ে তিনি শুশানপুরীতে গেলেন। মহাশুশান দেখে বামার মনে ভাবান্তরের সূচি হয়। তিনি শুশানভূমিকে ভালোবেসে ফেলেন।

এ ঘটনার পর বামা যেন কেমন হয়ে গেছেন। সত্যি সত্যি তিনি ক্ষেপায় পরিণত হন। এ ক্ষেপাটি তাঁর গভীর ধর্ম নিষ্ঠার জন্য। শুশানভূমির সাথে, তারামায়ের সাথে তাঁর নিবিড় ভাব গড়ে উঠল। শুরু হলো বামাচরণের শুশানলীলা। সে সময় শুশানে ছিলেন তত্ত্বসাধক ও বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ। আরও ছিলেন ব্রজবাসী কৈলাসপতি। কৈলাসপতি বামাকে দীক্ষা দেন। আর মোক্ষদানন্দ দেন সাধনার শিক্ষা। শুরু হলো মহাশুশানে বামাচরণের তত্ত্বসাধন।

এরপর হঠাতে একদিন পিতা সর্বানন্দের মৃত্যু হয়। বামাচরণের বয়স তখন ১৮ বছর। সংসারের কথা ভেবে মা রাজকুমারী ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। বামাকে বলেন কিছু একটা করতে। বামা একের পর এক কাজ নেন। কিন্তু কোথাও মন বসাতে পারেন না। তাঁর কেবল তারামায়ের রাঙ্গা চরণের কথা মনে পড়ে। একবার এক মন্দিরে ফুল তোলার কাজ নেন। কিন্তু রক্তজবা তুলতে গিয়ে মনে পড়ে যায় তারামায়ের চরণযুগলের কথা। আর অমনি তিনি বেহুশ হয়ে পড়েন। কখনো বা ভাবে বিভোর হয়ে গান ধরেন। এক মনে গাছতলায় বসে থাকেন। ফলে তাঁর কোনো কাজই বেশিদিন টেকে না। এভাবেই তিনি বামাক্ষেপা নামে পরিচিত হয়ে উঠেন।

বামাক্ষেপার এই ক্ষেপামি চলতেই থাকে। তারামায়ের সাধনায় তিনি মন-প্রাণ ঢেলে দেন এবং এক সময় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর সিদ্ধিলাভের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এক সময় নাটোরের মহারানি অল্লদাসুন্দরী তাঁর কথা জানতে পারেন। তারাপীঠের রঞ্জনাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল তখন নাটোরের রাজপরিবার। তাই রানির নির্দেশে বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করা হয়।

বামাক্ষেপা ছিলেন খুবই সহজ-সরল এক আত্মাভোলা মানুষ। খাদ্যাখাদ্য, পূজা-মন্ত্র কোনো কিছুই তিনি মানতেন না। ‘এই বেলপাতা লে মা, এই অল্ল লে মা, এই জল লে মা, এই ফুল ধূপ লে মা’। এই ছিল বামার পূজা।

বামা তারামায়ের ভক্ত হলেও নিজের মাকেও খুব শ্রদ্ধা করতেন। মা রাজকুমারী মারা যাওয়ার পর তাঁর দেহ তারাপীঠে আনা হয়। বামা তখন দ্বারকা নদীর ওপারে তারাপীঠ শুশানে। বর্ষাকালে নদীতে প্রচণ্ড ঢেউ। তাই ভয়ে কেউ মৃতদেহ ওপারে শুশানে নিতে চাইছে না। এপারেই দাহ করার আয়োজন করছে। কিন্তু মায়ের আত্মার সদ্গতির জন্য তারাপীঠের শুশানেই তাঁকে দাহ করা দরকার। এ কথা ভেবে বামাক্ষেপা মা-তারার নাম নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলেন। এপারে এসে মায়ের শরীর নিজের সঙ্গে বেঁধে সাঁতরে ওপারে গেলেন এবং শুশানে মায়ের দেহ দাহ করলেন।

**বামাক্ষেপা লোকশিক্ষার জন্য বলতেন:**

(১) ধর্ম অন্তরের জিনিস। বেশি আড়ম্বর করলে নষ্ট হয়।

- (୨) ମାୟାକେ ଜୟ କରତେ ପାରଲେଇ ମହାମାୟାର କୃପା ପାଓୟା ଯାଇ ।
- (୩) ତାରା ମା-ର କରଣା ପେଲେଓ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହେଁ ।
- (୪) ଗୁରୁ, ମତ୍ର ଆର ଭଗବାନ- ଏଂଦେର ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବତେ ନେଇ । ତୋମରାଓ ଭାବବେ ନା, ତୋମାଦେର ମଙ୍ଗଳ ହବେ । କଲିଯୁଗେ ମୁକ୍ତିସାଧନା ଆର ହରିନାମ ଛାଡ଼ା ଜୀବେର ଗତି ନେଇ ।
- (୫) ଦିନରାତ ଯେ କାଳୀତାରା, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ନାମ କରେ, ପାପ ତାକେ ସ୍ପର୍ଶ କରତେ ପାରେ ନା ।

ତତ୍ତ୍ଵସାଧନାୟ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରେ ବାମାକ୍ଷେପା ୧୯୧୧ ଖ୍ରିସ୍ଟାବ୍ଦେ ପରଲୋକ ଗମନ କରେନ ।

ବାମାକ୍ଷେପାର ଜୀବନୀ ଥେକେ ଆମରା ଏହି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇ ଯେ, ମନେ-ପ୍ରାଣେ କୋନୋ କିଛୁ ଚାଇଲେ ତା ପାଓୟା ଯାଇ । ଧର୍ମ ଅନ୍ତର ଦିଯେ ପାଲନ କରତେ ହେଁ । ବାହିରେ ତା ନିଯେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରା ଠିକ ନଯ । ଦେବ-ଦେବୀର ପୂଜାଯ ଭକ୍ତିଇ ପ୍ରଧାନ । ମତ୍ର- ତତ୍ତ୍ଵ, ନିୟମ-କାନୁନ ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ ନଯ । ଭକ୍ତି ଭରେ ମା-ତାରା ଏବଂ ରାଧା-କୃଷ୍ଣର ନାମ ନିଲେ ପାପ ତାକେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା । ପିତା-ମାତାକେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରତେ ହବେ ।

ସାଧକ ବାମାକ୍ଷେପାର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଆମରା ଆମାଦେର ଜୀବନେ କାଜେ ଲାଗାବ ।

**ଏକକ କାଜ :** ବାମାକ୍ଷେପାର ଲୋକଶିକ୍ଷାସମୂହ ଉଦାହରଣସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ : କ୍ଷେପା, ଶ୍ଯାଶାନ, ବେଦଜ୍ଞ, ବେଂହୁଶ, ଆତ୍ମଭୋଲା, ଦାହ ।

### ଅନୁଶୀଳନୀ

#### ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ପାଇଁ :

୧. ଦେବକୀର ..... ଗର୍ଭର ସତ୍ତାନ ତୋମାୟ ହତ୍ୟା କରବେ ।
୨. ମାକେ ଶୋନାନ ..... ଆର କମଳାକାନ୍ତେର ଗାନ ।
୩. ରାଣୀ ରାସମଣି ତାର ପ୍ରଜାଦେର ..... ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିପାଲନ କରତେନ ।
୪. ମହାଶ୍ୱାଶନ ଦେଖେ ବାମାର ମନେ ..... ସୃଷ୍ଟି ହେଁ ।
୫. କ୍ରମେ ସେଖାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଁ ..... ଆଶ୍ରମ ।

ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বামপাশের সাথে মিল কর:

| বামপাশ   | ডানপাশ            |
|--|-------------------|
| ১. পূতনার কথায় যশোদার                         | কান্না পেল        |
| ২. এই নরেন্দ্রনাথই হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের         | তন্ত্রসাধনা       |
| ৩. তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন বুদ্ধিমতি স্ত্রী | পশ্যামি           |
| ৪. শুরু হলো মহাশূশানে বামাচরণের                | স্বামী বিবেকানন্দ |
| ৫. যতে রূপৎ কল্যাণতমং তৎ তে                    | রাসমণি            |
|  | মায়া হলো         |
|  | শ্রেষ্ঠ শিষ্য     |

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. শিশু কৃষকে প্রথম মেরে ফেলতে কে গিয়েছিল?
 

|            |             |
|------------|-------------|
| ক. হিড়িমা | খ. তাড়কা   |
| গ. পূতনা   | ঘ. সূর্পণখা |
২. রাণী রাসমণির সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি কোনটি?
 

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| ক. কালীঘাট নির্মাণ        | খ. জলকর বন্ধ করা              |
| গ. ভবানীপুরে বাজার স্থাপন | ঘ. দক্ষিণেশ্বরে মন্দির স্থাপন |
৩. বামাক্ষেপাকে তারাপীঠের পুরোহিত নিয়োগ করেন কে?
 

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| ক. রাণী রাসমণি    | খ. চন্দ্রমণি দেবী        |
| গ. রাজকুমারী দেবী | ঘ. মহারাণি অশ্বদাসুন্দরী |

## ৪. ব্রহ্মানন্দ বলতে বোঝায় -

- i. জীবের মধ্যে ব্রহ্মের উপস্থিতি
- ii. ব্রহ্মজ্ঞানে জীবের সেবা
- iii. জীবের কল্যাণ করে যে আনন্দ

নিচের কোনটি সঠিক?

- |        |           |
|--------|-----------|
| ক. i   | খ. ii     |
| গ. iii | ঘ. i ও ii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

গোপাল বাবুর ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ খুব বেশি। তাই তিনি হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সাধন পথ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এমনকি অন্য ধর্ম সম্পর্কেও তিনি জানতে চান। তিনি উপলব্ধি করলেন সাকার, নিরাকার কিংবা অন্য যে পথেই সাধনা করা যায়— সবার লক্ষ্য এক ও অভিন্ন— ঈশ্বর লাভ।

## ৫. গোপাল বাবুর আচরণে কোন সাধকের আদর্শ ফুটে উঠেছে?

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| ক. বামাক্ষেপা | খ. শ্রীরামকৃষ্ণ      |
| গ. রামকুমার   | ঘ. লোকনাথ ব্রহ্মচারী |

## ৬. উক্ত সাধকের সাধনতত্ত্বের সাথে গোপাল বাবুর উপলব্ধির মিলটি হলো-

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ক. যত মত তত পথ                    | খ. গুরু, মন্ত্র আর ভগবান এক             |
| গ. দেব-দেবীর পূজায় ভক্তিই প্রধান | ঘ. ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ বিকাশ কল্যাণতম রূপে |

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. শ্রীকৃষ্ণ কেন মানবরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
২. রাণী রাসমণি জগন্নাথ ক্ষেত্রে গিয়ে কী ভূমিকা রাখেন?

৩. বামাক্ষেপা মায়ের আত্মার সদ্গতির জন্য কী করেছিলেন?
৪. লোকনাথ কাকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং কেন?

### **বর্ণনামূলক প্রশ্ন :**

১. কৎস কর্তৃক শিশুকৃষ্ণকে হত্যার উপায়সমূহ আলোচনা কর।
২. শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন জীবনের বর্ণনা দাও।
৩. রাণী রাসমণির জনকল্যাণমূলক কাজের বিবরণ দাও।
৪. লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিতে জীবসেবার গুরুত্ব বর্ণনা কর।

### **সূজনশীল প্রশ্ন:**

- ১। শান্তিলতা দেবী জনদরদি নারী। তিনি সিটি কর্পোরেশনের একজন মেয়র পদে নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁর সমস্ত অর্থ-সম্পদ মানুষের সেবায় দান করেন। তিনি জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে রাস্তা, নর্দমা সংস্কার ও শিশুদের খেলার মাঠ নির্মাণ করেন। ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদাবাজি করা বন্ধ করে দেন। এছাড়া তিনি বেশ কয়েকটি মন্দির সংস্কার ও তীর্থ নিবাস স্থাপন করেন। ইতোমধ্যে তাঁর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

- ক. রাণী রাসমণির মায়ের নাম কী?
- খ. রাণী রাসমণির 'রাণী' নাম কীভাবে স্বার্থক হলো? ব্যাখ্যা কর।
- গ. শান্তিলতা দেবীর কর্মকাণ্ডে রাণী রাসমণির কোন কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শান্তিলতা দেবীর মধ্যে রাণী রাসমণির প্রভাব লক্ষ করা যায়— কথাটি মূল্যায়ন কর।

୨. ସନ୍ତୋଷ ବାବୁ ଚାକରିର ସୁବାଦେ ଶହରେ ବସବାସ କରେନ । ତା'ର ବୃଦ୍ଧ ମା-ବାବା ଗ୍ରାମେର ବାଡ଼ିତେ ଥାକେନ । ଏକଦିନ ତାର ମାୟେର ଅସୁନ୍ଧତାର କଥା ଶୁଣେ ତିନି ରାତେଇ ବାଡ଼ିତେ ଛୁଟେ ଯାନ ଏବଂ ଦେଖିତେ ପାନ ମା ମୃତ୍ୟୁ ଶୟାଶ୍ୱୀ । ତିନି ବିଲମ୍ବ ନା କରେ ମାକେ କୋଳେ ତୁଲେ ଡାଙ୍ଗରେର କାଛେ ରଗ୍ଗୀନା ହନ । କିନ୍ତୁ ଖେଳାଘାଟେ ଏସେ ଦେଖେନ ନୌକା ବାଁଧା ଆଛେ, ମାଝି ନେଇ, ବୈଠାଓ ନେଇ । ଏ ଅବସ୍ଥାଯ ତିନି ମାକେ ନୌକାଯ ତୁଲେ ନଦୀତେ ଝାଁପ ଦେନ ଏବଂ ରଶି ଦିଯେ ଟେନେ ନୌକା ଓପାରେ ନିଯେ ଯାନ । ଏରପର ଡାଙ୍ଗର ବାଡ଼ିତେ ଗେଲେ ଡାଙ୍ଗରେର ତାଙ୍କ୍ଷଣିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ମା ସୁନ୍ଧ ହେଁ ଓଠେନ ।

କ. ତାରାପୀଠ କୋଥାଯ ଅବସ୍ଥିତ ?

ଘ. ବାମାଚରଣ କୀଭାବେ ବାମାକ୍ଷେପା ନାମେ ପରିଚିତ ହେଁ ଓଠେନ ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

ଗ. ସନ୍ତୋଷ ବାବୁର କର୍ମର ମଧ୍ୟେ ବାମାକ୍ଷେପାର କୋନ ଘଟନାର ମିଳ ପାଓଯା ଯାଯ ?

ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

ଘ. ସନ୍ତୋଷ ବାବୁର ମାତୃଭକ୍ତି ଯେନ ବାମାକ୍ଷେପାର ମାତୃଭକ୍ତିର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି' - ତୋମାର ଉତ୍ତରେର ସପକ୍ଷେ ଯୁକ୍ତି ଦାଓ ।

## হিন্দুধর্ম ও নেতৃত্ব মূল্যবোধ

আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে হিন্দুধর্মের স্বরূপ ও বিশ্বাস, স্মৃতি ও সৃষ্টিসহ কিছু ধর্মীয় কৃত্য এবং হিন্দু ধর্মের আদর্শের মূর্ত প্রতীক অবতার, মহাপুরুষ ও মহীয়সী নারীদের জীবন চরিত সম্পর্কে জেনেছি। আরও জেনেছি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের উৎস হিসেবে কিছু ধর্মগুরুর পরিচয়। ধর্মগ্রন্থে তত্ত্বাতিক আলোচনার পাশাপাশি নেতৃত্ব শিক্ষার দৃষ্টান্ত হিসেবে উপাখ্যান থাকে। সে সকল উপাখ্যানের মধ্য দিয়ে যেভাবে নেতৃত্ব শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে তার পরিচয়ও আমরা পেয়েছি।

এ অধ্যায়ে ধর্ম ও নেতৃত্বার ধারণা, নেতৃত্ব মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব, হিন্দুধর্মের কতিপয় মূল্যবোধ- জীবসেবা, দয়া, ভক্তি বা শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্মপ্রেম সম্পর্কে এবং পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে এসব নেতৃত্ব মূল্যবোধ গঠনের উপায় এবং ধূমপান যে একটা অনেতৃত্ব কাজের প্রকার তাও নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- ধর্ম ও নেতৃত্বার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব
- নেতৃত্ব মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব
- হিন্দুধর্মের কতিপয় নেতৃত্ব মূল্যবোধ (জীবসেবা, দয়া, ভক্তি বা শ্রদ্ধা কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মপ্রেম) ব্যাখ্যা করতে পারব
- পরিবারিক ও সামাজিক জীবনে জীবসেবার অভ্যাস, জীবসেবা, দয়া, ভক্তি বা শ্রদ্ধা, কর্তব্যনিষ্ঠা, আত্মপ্রেম প্রভৃতি নেতৃত্ব মূল্যবোধ গঠনের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব
- ধূমপান অনেতৃত্ব কাজ- একথা ব্যাখ্যা করতে পারব
- সামাজিক জীবনে নেতৃত্ব আচরণে উদ্বৃদ্ধ হব।
- ধূমপান থেকে বিরত থাকব এবং অন্যকে বিরত থাকতে উদ্বৃদ্ধ করব।

## ପାଠ ୧ : ଧର୍ମ ଓ ନୈତିକତାର ଧାରଣା

### ଧର୍ମ

ଆମରା ଜାନି ଯା ଧାରଣ କରେ, ତାକେ ଧର୍ମ ବଲେ । ମାନୁସ, ପଞ୍ଚପାଥି, ଗାଛପାଳା, ସମୁଦ୍ର-ନଦୀ, ପାହାଡ଼-ପର୍ବତ-ମରଙ୍ଗୁମି- ସବକିଛୁକେ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରେ ଆଛେ । ଆବାର ଧର୍ମ ଶନ୍ଦଟିର ଏକଟି ଅର୍ଥ ନ୍ୟାୟବିଚାର ଓ ଜୀବନାଚରଣେର ବିଧି-ବିଧାନ । ଆମାଦେର ଧର୍ମ ମେନେ ଚଲତେ ହବେ- ଏ କଥାର ଅର୍ଥ ହଲୋ ଆମାକେ ଜୀବନାଚରଣେର କ୍ଷେତ୍ରେ ବିଧିବିଧାନ ମେନେ ଚଲତେ ହବେ । ନ୍ୟାୟବିଚାର କରତେ ହବେ । ଅନ୍ୟଦିକେ ଧର୍ମ ହଲୋ କୋନୋ ଜୀବ ବା ବନ୍ଧୁର ଗୁଣ ବା ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ । ସେମନ- ଆଶ୍ରମରେ ଧର୍ମ ଦହନ କରା । ମାନୁସେରଙ୍କ ନିଜ୍ସ ଧର୍ମ ରଯେଛେ । ତାର ନାମ ମନୁସ୍ୟତ୍ଵ ବା ମାନବତା । ଏହାଡ଼ା ଯା ଥେକେ ମୋକ୍ଷଲାଭ ହୁଏ, ତାର ନାମ ଧର୍ମ ।

ସୁତରାଂ ବଲା ଯାଯ- ସେ ବିଶେଷ ଗୁଣ, ଯା ଆମାଦେର ଧାରଣ କରେ, ଯାର ଅନୁଶୀଳନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବେର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ ଏବଂ ନିଜେର ମୋକ୍ଷଲାଭ ହୁଏ, ତାର ନାମ ଧର୍ମ ।

‘ମନୁସଂହିତା’ ନାମକ ଗ୍ରନ୍ଥେ ବଲା ହୁଯେଛେ- ମାନୁସେର ଧର୍ମେର ବା ମନୁସ୍ୟତ୍ଵେର ପାଁଚଟି ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ରଯେଛେ । ସେମନ- ଅହିଂସା, ଚୁରି ନା କରା, ସଂସାରୀ ହୁଏଯା, ଦେହ ଓ ମନେ ଶୁଣି ବା ପରିଚହନ ଥାକା ଏବଂ ସଂପଥେ ଥାକା ।

**ଏକକ କାଜ :** \* ଧର୍ମଶନ୍ଦଟିର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥେର ଏକଟି ତାଲିକା ପ୍ରକଟ କର ।

\* ଧର୍ମେର ପାଁଚଟି ଲକ୍ଷଣେର ନାମ ଲେଖ ।

### ନୈତିକତା

ଯେ-କାଜ କରଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, କାରାର କୋନୋ କ୍ଷତି ହୁଏ ନା, ସେ କାଜ ହଚେ ଭାଲୋ କାଜ । ସେମନ, ଆମାର ଯୋଗାସନ କରି । ଏତେ ଆମାଦେର ଶରୀର ଓ ମନେର ଉପକାର ହୁଏ । ଆମାଦେର ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କାରାର କ୍ଷତି ହୁଏ ନା । ଏଟା ଭାଲୋ କାଜ ।

ଆବାର ଆମି ଅନ୍ୟେର ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପ୍ରାତିର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଲାମ । ସମ୍ପ୍ରାତିର ଭାବ ବଜାଯ ରେଖେ ସମାଜେ ଚଲିଲାମ । ତା ହଲେ କୀ ହବେ? ତାହଲେ ଆମାର ଏବଂ ଆମାର ପାଶାପାଶି ସମାଜେର ସକଳ ମାନୁସେର ମଙ୍ଗଳ ହବେ । ଏଟା ଭାଲୋ କାଜ । ଅନ୍ୟଦିକେ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲିଲେ ଚାରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପାପ ହୁଏ । ଏତେ ଅନ୍ୟେର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ । ସୁତରାଂ ମିଥ୍ୟା କଥା ବଲା ମନ୍ଦ କାଜ ଏବଂ ମହାପାପ । ଆମରା ଏଟା କରିବାକୁ ନାହିଁ ।

କୋନଟା ଭାଲୋ କାଜ ଆର କୋନଟା ମନ୍ଦ କାଜ ତା ବିଚାର କରାର ଜ୍ଞାନକେ ବଲେ ‘ନୀତି’ । ଆର ‘ନୈତିକତା’ ବଲାତେ ବୋର୍ଦ୍ଦାରୀ ଭାଲୋ କାଜ ଓ ମନ୍ଦ କାଜେର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝେ ଭାଲୋ କାଜ କରାର ଏବଂ ମନ୍ଦ କାଜ ନା କରାର ମାନସିକତା । ନୈତିକତା ଏକଟି ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣ । ନୈତିକତା ଏକଟି ମୂଲ୍ୟବୋଧ ।

**ଦଲୀଲ କାଜ :** ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀରେ ଦୁଟି ଦଲେ ଭାଗ କରେ ଦେବେନ । ଏକଟି ଦଲ ଏକଟି ନୈତିକ ଗୁଣେର କଥା ବଲାବେ । ଅନ୍ୟଦିଲ ଆରେକଟି ବଲାବେ । ଏରକମ ପାଁଚବାର ଚଲାବେ । ପ୍ରତିବାରେର ଜନ୍ୟ ୧ ପଯେନ୍ଟ । ସାରା ବେଶ ପଯେନ୍ଟ ପାବେ, ତାରା ବିଜୟୀ ହବେ ।

**ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ :** ଦହନ, ସମ୍ପ୍ରାତି, ଉତ୍ସୁକ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ, ଅନୁଶାସନ, ନୈତିକତା ।

## পাঠ ২ : নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের গুরুত্ব

নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে ধর্মের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। ধর্ম সত্য ও ন্যায়ের কথা বলে। মানুষের মঙ্গলের কথা বলে। নৈতিক মূল্যবোধও সেই একই কথা বলে।

হিন্দুধর্মের শিক্ষায়, উপদেশে ও অনুশাসনে নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, ঈশ্বর আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। জীবকে কষ্ট দিলে ঈশ্বরকে কষ্ট দেওয়া হয়। এ জীবসেবা হিন্দুধর্মের অঙ্গ। হিন্দুধর্মের শিক্ষা। আবার জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ। একটি নৈতিক মূল্যবোধ।

অহিংসা, চুরি না করা, সংযমী হওয়া, শুচিতা বা দেহ-মনের পরিত্রাতা এবং সৎপথে থাকা- ধর্মের এ পাঁচটি লক্ষণের মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবেই নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে।

হিন্দুধর্মতত্ত্ব নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের সহায়ক। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে প্রদত্ত ধর্মীয় উপাখ্যান সমূহ নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার উদাহরণ রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

হিন্দুধর্মের উপদেশ-অনুশাসন মেনে চললে এবং ধর্মীয় উপাখ্যান সমূহের দ্রষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিয়ে জীবনে প্রয়োগ করলে জীবন হবে ধর্মীয় চেতনায় দীপ্ত এবং নৈতিক শিক্ষায় উজ্জ্বল। আর সে উজ্জ্বলতায় সমাজ হবে উত্সাহিত।

হিন্দুধর্মের নানা প্রতীকে, পূজার উপকরণেও রয়েছে নৈতিকতার প্রতীকী প্রকাশ। দুর্গাপূজার সময় সর্বতোভদ্রমঙ্গল অঙ্গণে, হলুদ, আবির, বেলপাতাগুড়ো প্রভৃতি রঙ ব্যবহার করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ ঘটে শিল্পচেতনার। ‘স্বাস্থ্যিকা’ চিহ্ন শাস্তির প্রতীক। ‘চক্র’ ন্যায় বিচারের প্রতীক। অন্যায়কে ধ্বংস করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে হলে সাহসের প্রয়োজন। চক্র সাহসের চিহ্ন। শঙ্খ মঙ্গলের প্রতীক। একসঙ্গে শঙ্খধবনির মধ্য দিয়ে আহান জানানো হয়: তোমরা এসো, এক হও, এক হয়ে মাঙলিক কাজে অংশ নাও।

**একক কাজ :** নৈতিক মূল্যবোধ গঠনে হিন্দুধর্মের পাঁচটি প্রভাব লেখ।

**নতুন শব্দ :** শুচিতা, প্রদত্ত, জাগ্রত, দীপ্ত, উত্সাহিত

### ପାଠ ୩ : ଜୀବସେବା

ଆମରା କିଛୁ କାଜ କରି, ନିଜେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟ ବା ନିଜେର ଆନନ୍ଦେର ଜନ୍ୟ । ଆବାର ଆମରା ଏମନ କିଛୁ କାଜ କରି ଯାତେ ଅନ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳ ହୁଁ, ଅନ୍ୟେର ଆନନ୍ଦ ହୁଁ । ଅନ୍ୟେର ମଙ୍ଗଳ ବା ଅନ୍ୟେର ଆନନ୍ଦେର ଜନ୍ୟ ଯେ କାଜ କରା ହୁଁ ତାର ନାମ ‘ସେବା’ ।

ସେବା ନାମ ଭାବେ କରା ଯାଏ । କେଉ ଅସୁନ୍ଦର ହୁଁ ପଡ଼ିଲ, ଆମରା ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଲାମ । ଏକେ ବଲତେ ପାରି ରୋଗୀର ସେବା । ବାଡିତେ ଅତିଥି ଆସଲେନ, ତାର ଯତ୍ର କରିଲାମ । ଏକେ ବଲା ହୁଁ ଅତିଥି ସେବା । ସେବାର ଏକଟି ଅର୍ଥ ଉପାସନା କରା, ତାକେ ବଲେ ଠାକୁର ସେବା ।

ବାଡିତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କନ କେଉ ଏଲେ ମା ବଲେନ ‘ସେବା ଦେ’ । ଏଥାନେ ସେବା ମାନେ ପ୍ରଣାମ କରା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାନାନୋ । କେଉ ନା ଖେଯେ ଆଛେ, ତାକେ ଖେତେ ଦେଓୟାକେଓ ବଲା ହୁଁ ସେବା । ଆମରା ଯେ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରି, ତାକେଓ ବଲା ହୁଁ ସେବା । ଜୀବେର ମଙ୍ଗଲେର ଜନ୍ୟ ଆମରା ଯେ କାଜ କରି, ତାର ନାମ ଜୀବ ସେବା । ସମାଜେର ମଙ୍ଗଳ ହୁଁ ଏମନ କାଜକେ ବଲା ହୁଁ ସମାଜ ସେବା ।

ଆବାର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ଵେ ଏ ସେବା କଥାଟି ଖୁବଇ ଗଭୀର ଅର୍ଥେ ବ୍ୟବହାର କରା ହେବେହେ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକଟି ବିଶ୍ୱାସ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ଵର ଆଜ୍ଞାରୂପେ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଅବହାନ କରେନ । ତାହି ଆମରା ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି, ତାର ଧାରା ଆମାଦେର ଭେତର ଆଜ୍ଞାରୂପେ ଯେ ଈଶ୍ଵର ବାସ କରେନ, ତାର ସେବା କରି । ଜୀବ ସେବାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ଈଶ୍ଵରେର ସେବା କରା ହୁଁ ଯାଏ । ଜୀବସେବା ସେମନ ଧର୍ମର ଦିକ ଥେକେ ଆଚରଣୀୟ, ତେମନି ନୈତିକତାର ଦିକ ଥେକେଓ ପାଲନୀୟ ଶୁଣ ।

ଆମରା ଧର୍ମୀୟ ଉପାଖ୍ୟାନ ଥେକେ ଜେନେହି, ପୁରାକାଳେ ରାଜ୍ୟଦେବ ଅଯାଚକ ବ୍ରତ ପାଲନେର ସମୟ ଆଟଚିତ୍ତିଶ ଦିନ ଅଭୂତ ଥାକାର ପର ଖାଦ୍ୟ ପେଯେଛିଲେନ । କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଅଭୂତ ଥେକେ କୁର୍ବାର୍ତ୍ତଦେର ସେବା କରେଛିଲେନ ।

କେବଳ ଏ ଉପାଖ୍ୟାନଟି ନାହିଁ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଟାହେ ଜୀବସେବାର ଏମନ ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖେହେ ।

**ନୃତ୍ୟ ଶବ୍ଦ :** ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଉପାସନା, ଆଚରଣୀୟ, ଅଯାଚକ ବ୍ରତ ।



### ପାଠ ୪ : ଦୟା

୨୫ କାରାଓ କଟ୍ଟ ଦେଖିଲେ ମନ କାଁଦେ । ତାର କଟ୍ଟ ଦୂର କରେ ଦିତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଁ । ମନେର ଏ ଭାବକେ ବଲା ହୁଁ ଦୟା ।

দয়া একটি নৈতিক গুণ। সমাজের জন্য একটি প্রয়োজনীয় প্রবৃত্তি হচ্ছে দয়া। দয়া করা হয় কাকে? যে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে, তাকে খাদ্য দিয়ে আমরা দয়া করি।

আমরা জানি, জীবের মধ্যে আত্মারূপে ঈশ্বর অবস্থান করেন। তাই জীবকে দয়া করলে, জীবের দুঃখ দূর করলে, ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন। ঈশ্বর নিজেই দরিদ্ররূপে ঘুরে বেড়ান দয়া পাবেন বলে। বিষ্ণুকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

‘জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া তরে,  
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি ধাকি ঘরে।’



শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু দয়াকে অত্যন্ত শুল্কত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছেন। ভগবানের নামে ঝুঁটি, জীবের প্রতি দয়া এবং বৈক্ষণকে মানুষের সেবা করাকে তিনি সনাতন ধর্ম অর্থাৎ হিন্দুধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। এ বিষয়ে তার শিক্ষা হচ্ছে :

‘নামে ঝুঁটি জীবে দয়া বৈক্ষণকে সেবন।  
ইহা হৈতে ধর্ম আৱ নাহি সনাতন।।।’

মোটকথা, দয়ার প্রবৃত্তির দ্বারা আমাদের মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয়। দয়ার দ্বারা সমাজের মঙ্গল হয়। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, রাজা হরিচন্দ, মহাবীর কর্ণ প্রমুখ দয়ার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আমরাও আমাদের জীবনে ও সমাজে দয়ার আদর্শের প্রতিফলন ঘটাব।

**একক কাজ :** নিজের বা অন্যের জীবন থেকে জীবসেবা ও দয়ার দুটি করে ঘটনা উল্লেখ কর।

**নতুন শব্দ :** প্রবৃত্তি, ঝুঁটি, সহানুভূতিশীল, প্রতিফলন।

**পাঠ ৫ : ভক্তি বা শ্রদ্ধা**

ভক্তি বা শ্রদ্ধা একটি নৈতিক গুণ এবং তা ধর্মেরও অঙ্গ।

আমরা মা-বাবাকে শ্রদ্ধা করি। শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি। যারা আমাদের শুরুজন তাদের আমরা শ্রদ্ধা করি। আর শুরুজনেরা আমাদের স্নেহ করেন।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বড়দের প্রতি ছোটদের যে শিষ্টাচার তাকে  
বলে শৰ্কা। ছোটদের প্রতি বড়দের যে মমতামাখা আচরণ, তার  
নাম দেই।

শৰ্কা ও ভঙ্গি সমার্থক। তবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটু পার্থক্য  
আছে। ভঙ্গি হচ্ছে ভঙ্গির পাত্রের প্রতি চরম অনুরাগ। শৰ্কা  
যখন গভীর হয়, তখন তাকে বলে ভঙ্গি।

আমরা ঈশ্বরকে ভঙ্গি করি। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি  
করেছেন। তিনি আমাদের পালন করেন। তিনি নানাভাবে  
আমাদের মঙ্গল করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভঙ্গি দুভাবে প্রকাশ করা  
যায়।

এক. সরাসরি ঈশ্বরের নাম জপ, নাম কীর্তন ইত্যাদি মাধ্যমে।



দুই. আমাদের মা-বাবা-শিক্ষকসহ শুরুজনদের ভঙ্গি করার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভঙ্গির প্রকাশ ঘটে।

আমরা দেব-দেবীদের বিশেষ গুণ ও শক্তি অর্জনের জন্যে তাঁদের ভঙ্গি করি। পূজার মধ্য দিয়ে  
দেবতাদের প্রতি আমাদের ভঙ্গি প্রকাশ পায়।

আমরা জানি, ঈশ্বর যখন ভঙ্গকে কৃপা করেন, তখন তাঁকে ভগবান বলে। ভঙ্গ যেমন ভগবানকে ভঙ্গি করেন,  
তেমনি ভগবানও ভঙ্গকে দেখে রাখেন। তাই তো বলা হয়, ‘ভঙ্গের ভগবান’ কিংবা ‘ভঙ্গের বোকা ভগবান  
বহন করেন।’

ভঙ্গ সুখ ও দুঃখকে একইভাবে গ্রহণ করেন। কর্মের ফলের দিকে না তাকিয়ে কেবল কর্তব্যকর্ম করে  
যান। তিনি সহিষ্ণু, পরদুঃখকাতর। পরের সুখে সুখী হন। অন্যের দুঃখে দুঃখী হন। কেউ তাঁর পর নয়।  
সকল মানুষকে তিনি আপন ভাবেন।

তিনি নিজে ও তাঁর সকল কাজ ঈশ্বরে সমর্পণ করেন। অর্থাৎ তাঁর সকল কাজ ঈশ্বরের কাজ। তিনি  
শুধু কাজাতি সম্পাদন করছেন।

ভঙ্গের এই ফলের আশা না করে কর্তব্য পালন করে যাওয়া, সুখ ও দুঃখকে সমানভাবে গ্রহণ করা,  
পরোপকার, সহিষ্ণুতা, অহিংসা প্রভৃতি নৈতিক শৃণুগুলো যে মূল্যবোধ সৃষ্টি করে, তা ব্যক্তি ও সমাজের জন্য  
খুবই প্রয়োজনীয়।

২৫ ভঙ্গিতে ব্যক্তির মুক্তি আর সমাজেরও মঙ্গল।

ধর্মীয় উপাখ্যানে প্রহ্লাদ, প্রুব, অর্জুন, রাজা রাণ্ডিদেব প্রমুখের ভক্তির কাহিনী উজ্জ্বল হয়ে আছে।

আবার দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে শবর শ্রেণির এক কন্যা শবরীর ভক্তির উপাখ্যান দেদীপ্যমান হয়ে রয়েছে।

**একক কাজ :** তুমি তোমার মা-বাবা ও গুরুজনদের প্রতি কীভাবে ভক্তি প্রদর্শন কর।

**নতুন শব্দ :** শিষ্টাচার, সমার্থক, অনুরাগ, জপ, সহিষ্ণু, পরদুঃখকাতরতা, সমর্পণ, দেদীপ্যমান

## পাঠ ৬ : কর্তব্যনিষ্ঠা

আমরা আমাদের পরিবারে ও সমাজে নানা রকমের কাজ করি। আমাদের মধ্যে যারা শিক্ষার্থী, তাদের কাজ কী? এর উত্তর হবে: ভালো করে লেখাপড়া করা এবং জ্ঞান অর্জন করা। যাঁরা চাকরি করেন, তাঁদের নিজেদের কাজ যত্নের সঙ্গে করতে হয়। সমাজেও মানুষকে নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করতে হয়। সে কর্তব্য পালনে কেউ অবহেলা করলে গোটা সমাজেরই ক্ষতি হয়।

আমরা নিচয়ই লেভেলক্রসিং দেখেছি। রেল লাইন আর সড়ক যেখানে একে অন্যকে ভেদ করে চলে গেছে, সেই জায়গাটাকে বলে লেভেলক্রসিং।

ট্রেন আসার আগেই ঠিক সময় রেল লাইন ভেদ করে যাওয়া সড়কটি দুপাশ থেকে প্রতিবন্ধক দণ্ড ফেলে বন্ধ করে দিতে হয়। এ জন্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী আছেন। তিনি ট্রেন আসার ঠিক আগে প্রতিবন্ধক ফেলে সড়ক পথ বন্ধ করলেন না। তা হলে কী হবে? সড়ক দিয়ে গাড়ি চলতে থাকবে, লোকজন চলতে থাকবে। ট্রেনও এসে পড়বে।

তাতে ঘটবে দুর্ঘটনা। তাই লেভেলক্রসিং- এ প্রতিবন্ধকতা ফেলার এবং ওঠানোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীর কর্তব্যনিষ্ঠার ওপর যানবাহন ও জনগণের চলাচলের নিরাপত্তা নির্ভর করে।

একথা জীবন ও সমাজের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সুতরাং আমরা কর্তব্যনিষ্ঠার আদর্শ অনুসরণ করে চলব। এর দ্বারা আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিজীবন সুন্দর হবে এবং সমাজে থাকবে শৃঙ্খলা ও শান্তি। জীবন ও সমাজ হবে আনন্দময়।

আরুণির কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যানটি আমরা পড়েছি। সেই যে ধৌম্যের শিষ্য আরুণি। তিনি গুরুর আদেশে ক্ষেত্রের আল বেঁধে বর্ষার জল আটকাতে গিয়েছিলেন। কিন্তু জল আটকানোর জন্য আল বাঁধতে না পেরে নিজেই আল হয়ে ক্ষেত্রের পাশে শুয়েছিলেন।

আরুণির এ কর্তব্যনিষ্ঠার উপাখ্যান ধর্মগ্রন্থে স্বীকৃত লেখা রয়েছে। আর আমাদের যেন ডেকে বলছে, ‘তোমরাও আরুণির মতো কর্তব্যনিষ্ঠ হও।’

**ଏକକ କାଜ୍: ସାମାଜିକ ଜୀବନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠାର ପ୍ରଭାବ ଲିଖ ।**

**ନତୁନ ଶକ୍ତି : ଲେଭେଲକ୍ରିସି୯, ପ୍ରତିବନ୍ଦକ, ଆଲ ।**

### ପାଠ ୭ : ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମ

କାଜଳ ଆର ସଜଳ । ଦୁଇ ଭାଇ । ଦୁଜନେ ଖୁବ ମିଳ । କାଜଲେର ଖୁଶିତେ ସଜଳ ଖୁଶି ହୟ । ସଜଲେର ଖୁଶିତେ କାଜଳ ଖୁଶି ହୟ । ଆବାର କାଜଳ କଟ୍ ପେଲେ ସଜଳ କଟ୍ ପାଯ । ସଜଳ କଟ୍ ପେଲେ କାଜଳ କଟ୍ ପାଯ । ଏହି ଯେ କାଜଳ ଓ ସଜଲେର ଏକେର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟେର ଭାଲୋବାସା ବା ମନ୍ତା, ଏକେଇ ବଲେ ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମ ।

ଆମାଦେର ପରିବାରେ ଓ ସମାଜେ ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମ ଖୁବଇ ଦରକାରି ଏକଟି ନୈତିକ ଗୁଣ । ଯେ ସକଳ ନୈତିକ ଗୁଣେର ଜନ୍ୟ ପରିବାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ଥାକେ, ସେଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମ ଏକଟି । ଆର ପ୍ରତିଟି ପରିବାର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକଲେ ଗୋଟା ସମାଜଓ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାକବେ ।

ଆମରା ଜାନି, ରାମାଯଣେ ରାମ-ସୀତା ସଥିନ ଚୌଦ୍ଦ ବହୁରେର ଜନ୍ୟ ବନେ ଯାନ, ତଥନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଓ ରାଜ ପ୍ରାସାଦେର ଭୋଗ ବିଲାସ ତ୍ୟାଗ କରେ ରାମେର ସଙ୍ଗେ ବନେ ଯାନ । ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମେର କୀ ଅପୂର୍ବ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ । ଏକଇଭାବେ ଭରତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନେର ଭାବ ପେଯେଓ ରାମକେ ଫିରିଯେ ଆନତେ ଯାନ । ରାମ ଫିରଲେନ ନା । ଭରତ ତାଁର ପାଦୁକା ସିଂହାସନେ ରେଖେ ନିଚେ ବସେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରତେ ଲାଗଲେନ । ଆମରା ଜାନି, ରାମ ଫିରେ ଆସାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭରତ ରାଜ୍ୟଭାବ ଫିରିଯେ ଦିଲେନ । ତାଇ ଭରତେର ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୟେ ଆଛେ ।

ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆର ଭରତେର ଏ ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମ ରାମାଯଣେ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ହୟେ ଆଛେ । ତାଁଦେର ଏ ଭାଗ୍ୟପ୍ରେମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମରାଓ ଅନୁସରଣ କରବ । ତାହଲେ ଆମାଦେର ପରିବାର ଓ ସମାଜ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆନନ୍ଦମୟ ହବେ ।

### ପାଠ ୮ : ପାରିବାରିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନେ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନେର ଉପାୟ

‘ଶୃଜନାବୋଧ’ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗଠନେର ଅନ୍ୟତମ ଉପାୟ । ଈଶ୍ୱର ଜୀବ ଓ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କରେଛେ । ଈଶ୍ୱରେର ସୃଷ୍ଟିର ମଧ୍ୟେ ଏକଟା ଶୃଜନା ରଯେଛେ । ତେମନି ଆମରାଓ ଆମାଦେର ଜୀବନେ ଆନବ ଶୃଜନାବୋଧ । ଈଶ୍ୱରେର ଶୃଜନାବୋଧେର ପ୍ରକାଶ ଘଟେଛେ ତାଁର ସୃଷ୍ଟିକର୍ମେ । ଆମରାଓ ଆମାଦେର ନିଜେଦେର ଜୀବନେ ଓ ଆଚରଣେ ଶୃଜନା ବୋଧେର ପ୍ରକାଶ ଘଟାବ ।

ପାରିବାରିକ ଜୀବନେ ଏକଟି ପରିବାରେର ସଦସ୍ୟଗଣ ପରମ୍ପରେର ସଙ୍ଗେ ନାନା ଭାବେ ଜଡ଼ିତ । ତାଇ ନିଜେର ଅଧିକାର ଭୋଗ କରାର ସଙ୍ଗେ ପରିବାରେର ଅନ୍ୟନ୍ୟ ସଦସ୍ୟେର ପ୍ରତି ଆମାଦେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରଯେଛେ । ଏ ସତ୍ୟ ଆମରା ଯେନ ଭୁଲେ ନା ଯାଇ ।

ସମାଜେର କ୍ଷେତ୍ରେ ଓ ସମାଜେର ସକଳ ସଦସ୍ୟେର ଏକକଭାବେ ଏବଂ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଲନ କରତେ ହୟ । ଆର ତା କରତେ ଗିଯେଇ କତଞ୍ଚିଲୋ ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧେର ଉତ୍ସବ ଘଟେଛେ । ଯେମନ- ସତତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସମ୍ପ୍ରୀତି, ସେବା, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ଏକତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ଜୀବସେବା, ଦୟା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ପ୍ରଭୃତି ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ।

ধর্মও সকল নৈতিক মূল্যবোধকে তার উপদেশ ও অনুশাসনে পরিণত করেছে। হিন্দুধর্মগত্তে ধর্মের যে দশটি বাহ্য লক্ষণের কথা বলা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে অহিংসা, সত্যবাদিতা, অক্রোধ বা রাগ না করা, ধীশক্তি, বিদ্যা, সংযম ইত্যাদি। যিনি ধার্মিক, তিনি এগুলো পালন করেন। আর এভাবেই নৈতিক মূল্যবোধ পরিণত হয় ধর্মীয় অনুশাসনে। আবার ধর্মীয় অনুশাসন থেকে তৈরি হয় নৈতিক মূল্যবোধ।

নিজের মুক্তি বা মোক্ষলাভ এবং জগতের কল্যাণ- এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের একটি মূল কথা।

জীবকে ঈশ্বর জ্ঞান করলে আর কোনো সংকীর্ণতা থাকতে পারে না। কারণ ঈশ্বরকে ভক্তি করা, তার সেবা করা আমাদের ধর্মীয় তথা নৈতিক কর্তব্য। সততা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, দয়া-মায়া-স্নেহ প্রভৃতি সূত্রে যদি গোটা পরিবার বাঁধা থাকে, তাহলে পারিবারিক জীবন নৈতিকতায় মন্ডিত হবেই।

সমাজ জীবনের ক্ষেত্রেও এ কথা সত্য। সমাজ ও জীবনকে সত্য, সুন্দর ও শান্তি মন্ডিত করা নৈতিকতার লক্ষ্য। ধর্মও তাই। সুতরাং ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিকতা অনুসরণ এবং অনুশীলন করে আমরা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন করতে পারি।

**দলগত কাজ:** নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের উপায় লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

**নতুন শব্দ :** ধীশক্তি, সৌহার্দ্য, সংকীর্ণতা, মন্ডিত।

### পাঠ ৯ : ধূমপান অনৈতিক কাজ

আমরা এতক্ষণ কিছু নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন একটি অনৈতিক কাজ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এসো, আমরা ভালোর পাশাপাশি মন্দকেও চিনে রাখি। আলোর বিপরীতে যেমন থাকে অঙ্ককার, তেমনি নৈতিকতার বিপরীতে লুকিয়ে থাকে অনৈতিক কাজের হাতছানি।

ধূমপানের কথাই ধরা যাক। আমাদের চারপাশে এতো লোক ধূমপান করে যে, আমাদের মনেই হয় না কাজটি খুবই অনৈতিক। ধূমপানের কথায় উঠে আসে মাদকসংক্রিতি প্রসঙ্গ। মাদক বলতে এমন কিছু জিনিসকে বোঝায় যা আমাদের নেশাগ্রস্ত করে।

আমাদের দেহ ও মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে। আমাদের শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে অসুস্থ করে তোলে। এমনকি মাদকসেবী মারা পর্যন্ত যায়।

ধূমপানও এক ধরনের মাদকসংক্রিতি।

ধূমপান বলতে বোঝায় বিড়ি, সিগারেট, চুরুক্ট, তামাক ইত্যাদিতে বিশেষভাবে আগুন ধরিয়ে সেগুলোর ধূম বা ধোঁয়া পান করা।

ধূমপানকে বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা বিষপান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ বিড়ি সিগারেট তামাক বা চুরঁটের ধোঁয়ায় থাকে ‘নিকোটিন’ জাতীয় পদার্থ। এ পদার্থ বিষ। এ বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে মানুষের অসুস্থ্রতা এবং মৃত্যুর কারণ হয়। ধূমপানের মধ্য দিয়ে নিকোটিন জাতীয় বিষ শরীরে প্রবেশ করে। তাতে শরীর ও মনের খুবই ক্ষতি হয়।

চিকিৎসকগণ বলেন, ধূমপানের ফলে শ্বাসকষ্ট, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষা, ফুসফুসের ক্যানসার, গ্যাসট্রিক-আলসার, ক্ষুধামন্দা, হৃদরোগ ও মানসিক অবসাদসহ অনেক ধরনের রোগ হয়।

এসব রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির অকালমৃত্যুও ঘটে। অন্যদিকে ধূমপায়ী ব্যক্তি শুধু নিজেরই ক্ষতি করে না, অন্যদেরও নানাভাবে ক্ষতি করে। ধূমপানের সময় তার চারপাশের শিশু, নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক সকলেই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একে পরোক্ষ ধূমপান বলা হয়, যা অধূমপায়ীদের জন্য সাংঘাতিক ক্ষতিকর।

ধূমপান একটি বদ্যাস। একটি দুর্বার ও ক্ষতিকর নেশা।

হিন্দুধর্মে সকল প্রকার নেশাকেই শুধু নয়, নেশাগ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাকেও মহাপাপ বলা হয়েছে।

তাছাড়া এ দেহ ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। একে পবিত্র রাখব। এমন কিছু করব না যাতে নিজের কিংবা অন্যের শরীর ও মনের ক্ষতি হয়।

এসো, আমরা প্রতিজ্ঞা করি:

‘রাখব উচ্চ নিজের মান,  
করব নাকো ধূমপান।  
  
মনে রাখি কথাখান,  
ধূমপানে বিষ পান।  
  
ধূমপানকে না বলব,  
নীতিধর্ম মেনে চলব।’

দলীয় কাজঃ ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলো লিখে একটি পোস্টার তৈরি কর।

নতুন শব্দ : চুরঁট, নিকোটিন, নিউমোনিয়া, ব্রংকাইটিস, সংস্পর্শ, দুর্বার।

## অনুশীলনী

### শূন্যস্থান পূরণ কর:

- ১) মানুষের নিজস্ব ধর্ম ..... |
- ২) পরের কষ্ট দূর করার প্রয়োগের নাম ..... |
- ৩) নীতি হচ্ছে ভালো কাজ ও মন্দ কাজ ..... করার জগান |
- ৪) রাজা রাতিদেব ..... এত পালন করেছিলেন |
- ৫) শৃঙ্খলাবোধ হচ্ছে ..... গঠনের অন্যতম উপায় |

### ডানপাশ থেকে শব্দ বা বাক্যাংশ নিয়ে বাম পাশের সাথে মিল কর:

| বামপাশ                            | ডানপাশ                     |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ১. ধর্মের সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের  | বৈমণ্ডল সেবন               |
| ২. জীবের মধ্যে আত্মারপে           | মন কোমল ও সহানুভূতিশীল হয় |
| ৩. নামে ঝটিল জীবে দয়া            | ঈশ্বর সন্তুষ্ট হন          |
| ৪. দয়ার প্রযুক্তির দ্বারা আমাদের | গভীর সম্পর্ক রয়েছে        |
|                                   | ঈশ্বর আছেন                 |

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. মানুষের ধর্মের বা মনুষ্যত্বের কয়টি বিশেষ লক্ষণ রয়েছে?

- |      |       |
|------|-------|
| ক. ২ | খ. ৩  |
| গ. ৫ | ঘ. ১০ |

২. শ্রদ্ধা যখন গভীর হয় তখন তাকে কী বলে?

- |          |              |
|----------|--------------|
| ক. স্নেহ | খ. দয়া      |
| গ. ভক্তি | ঘ. শিষ্টাচার |

৩. নৈতিকতা বলতে বোঝায়-

- i. ভালো কাজ করার মানসিকতা
- ii. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা
- iii. অন্যের অঙ্গল না করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উভয় দাও:

ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী কণার বাড়ির পাশে একটি বিড়াল ছানা অসহায়ভাবে পড়ে আছে দেখে তার মায়া হয়।  
সে এটিকে বাড়িতে নিয়ে আসে এবং আদর যত্নে বড় করে তোলে। বিড়ালটি এখন কণার খুবই ভক্ত।

৪. কণার আচরণে কোন নৈতিক মূল্যবোধের প্রকাশ ঘটেছে?

- |            |                  |
|------------|------------------|
| ক. ভক্তি   | খ. শ্রদ্ধা       |
| গ. জীবসেবা | ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা |

৫. কণার উক্ত আচরণের অঙ্গনিহিত সারকথা হলো-

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| ক. ভক্তিই মুক্তির পথ     | খ. শ্রদ্ধাই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ |
| গ. জীবসেবাই ঈশ্বরের সেবা | ঘ. কর্তব্যনিষ্ঠা মানুষকে মহান করে তোলে  |

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন :

১. ধর্ম বলতে কী বোঝা?
২. নৈতিকতা বলতে কী বোঝা?
৩. কর্তব্য নিষ্ঠার ধারণা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
৪. ভক্তির ধারণা ব্যাখ্যা কর।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন :

১. ধর্ম ও নৈতিকতার সম্পর্ক উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
২. হিন্দুধর্ম অধ্যয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে নৈতিক মূল্যবোধ গঠনের মূলকথা- ব্যাখ্যা কর।
৩. সদাচরণের মূলেই রয়েছে ভক্ত-শ্রদ্ধা- কথাটি বুঝিয়ে লেখ।
৪. জীবসেবা একটি নৈতিক গুণ দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।
৫. আত্মপ্রেম দৃষ্টান্তের মাধ্যমে ব্যাখ্যা কর।

### সূজনশীল প্রশ্ন:

১। প্রণববাবু শিক্ষকতা করেন। তার স্ত্রী ব্যাংকে চাকুরি করেন। তাদের দুটি ছেলে মেয়ে। প্রণববাবু ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার জন্য আমের বাড়ি থেকে রিপনকে নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর রিপন অসুস্থ হয়ে পড়লে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেল সে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এমন রোগের কথা শুনে প্রণববাবুর স্ত্রী রিপনকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু প্রণববাবু তা না করে রিপনের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন এবং পরিবারের সকলকে সহানুভূতিশীল হওয়ার পরামর্শ দেন।

ক. যা আমাদের ধারণ করে তাকে কী বলে?

খ. নৈতিকতা ধারণাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রণব বাবুর আচরণে কোন নৈতিক গুণটি প্রকাশ পেয়েছে তা তোমার পর্যবেক্ষণ নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘প্রণববাবুর পরামর্শটি ছিল যৌক্তিক’- উক্তিটি তোমার পর্যবেক্ষণ নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। শোভন সবসময় লেখাপড়ায় মনোযোগী ছিল। হঠাৎ কিছু দুষ্ট ও খারাপ ছেলেদের সাথে মিশে ধূমপান শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য মাদকে আসক্ত হয়। এতে তার স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায় এবং পড়াশুনায় মনোযোগ দিতে পারে না। এদিকে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় তার বাবাকে তার আচরণ ও লেখাপড়ার অবনতির কথা জানালে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। অবশেষে তিনিও প্রধান শিক্ষক মহোদয় শোভনকে এ অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেন। এতে শোভন সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে এবং মাদক কে ‘ঘৃণা’ ও ‘না’ বলার অঙ্গীকার করে।

ক. ধর্মীয় দৃষ্টিতে ধূমপান কী ধরণের কাজ?

খ. ধূমপানকে কেন বিষপান বলা হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. শোভনের কোন ধরনের শারীরিক ক্ষতি হতে পারে- তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. শোভনের অঙ্গীকারটি তোমার পর্যবেক্ষণ নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কিত প্রতিজ্ঞা ছড়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর।



জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ  
- শ্রী রামকৃষ্ণ

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন— দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ গড়তে  
নিজেদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোল

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে  
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য